বাংলা

কাব্য মঞ্জরী

আসাম একাডেমি ফর্ কালচারেল রিলেসন্স্
গৌহাটী (আসাম)

প্রকাশক :
আসাম একাডেমি ফর্ কালচারেল রিলেসন্স্
দীঘলীপুখুরী, গৌহাটী।

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬২

মূল্য : ৩·০০ (তিন টাকা)

মুদ্রক :
শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস
৬৬ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ভূমিকা

বাংলা এবং অসমীয়া সাহিত্য পরস্পর ভগ্নীসম্পর্কে সম্পর্কিত। অসমীয়া এবং বাংলা সাহিত্যপ্রেমী মাত্রেরই এই সাহিত্য দুটির সঙ্গে পরিচয় রাখা প্রয়োজন। এই কাব্য-সঞ্চয়ন দুই উদ্দেশ্য নিয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে—প্রথমতঃ অসমীয়া পাঠকদের হাতে লিরিক জাতীয় বাংলা কবিতার একটি নির্ভরযোগ্য সংগ্রহ দেওয়া, এবং দ্বিতীয়তঃ আসামের বাংলা সাহিত্যের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী একটি কাব্য-কবিতার চয়ন প্রস্তুত করা। বিশেষ ক'রে গীতি-কবিতার গুণবিশিষ্ট কাব্যাংশ এবং কবিতা এখানে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরামকে প্রমুখ্য ক'রে কয়েকজন বিশিষ্ট কবির রচনা এখানে দেওয়া হয়নি ; এঁদের রচনা প্রধানতঃ বর্ণনাত্মক, গীতিব্যঞ্জক নয়, সে জন্যই এই সংগ্রহে এঁদের রচনা সন্নিবিষ্ট করিনি। বর্ত্তমান যুগের মাইকেল, বিহারীলাল এবং নবীনচন্দ্রের কাব্যের বর্ণনাত্মক অংশবিশেষ অবশ্য এখানে দেওয়া হয়েছে। পাঠকদের যাহাতে বর্ত্তমান যুগের কাব্যধারার একটি সম্যক ধারণা হয় সেই উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখেই মাইকেল, বিহারীলাল ও নবীনচন্দ্রের কাব্যাংশ দেওয়া হয়েছে।

এই কাব্য-চয়নে ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয় ; কারণ বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচয়ের দাবী করবার ক্ষমতা এবং অধিকার আমার নাই, সাহিত্যামোদী পাঠকরূপে যে কাব্য ও কবিতা ভাল লেগেছে সেগুলি সংগ্রহ ক'রে দিয়েছি। আমার অক্ষমতার দরুণ দোষ-ত্রুটি মার্জনীয়।

মহানুভব কবি ও স্বত্বাধিকারী যাঁরা কবিতা প্রকাশ করবার অনুমতি দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গৌহাটী
১৯৬২

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ শর্ম্মা
সম্পাদক,
আসাম একাডেমি ফর কাল্চারেল রিলেসন্স

সূচীপত্র

বিদ্যাপতি ঃ

(১)

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝাম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

(২)

অঙ্কুর তপন- তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া-লেহে॥
হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥
চন্দন-তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু বাঁঝকি ছন্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পাওব
বিদ্যাপতি রহু ধন্ধে॥

(৩)

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।

আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা॥

(৪)

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ-দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই॥
শীতের ওঢ়নী পিয়া গীরিষির বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিবস দুই-চারি॥

(৫)

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক॥

চণ্ডীদাস ঃ

(১)

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়,
বাহিরে রহুন তারা॥
(আমার) বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
(তোরা) নিসাড় হইয়া আয় লো সজনি
আঁধার পেরিলে আলা॥
আলার ভিতরে কালাটি আছে,
চৌঙকি রয়েছে তথা।
সে দেশের কথা এদেশে কহিলে
লাগিবে মরমে ব্যথা॥
(তোরা) পর-পতি সনে শয়নে স্বপনে
সতত করিবি লেহা।
(তোরা) সিনান করিবি নীর না ছুঁইবি,
ভাবিনী ভাবের দেহা॥
কহে চণ্ডীদাস— এমতি হইলে
তবে ত পীরিতি সাজে।
(তোরা) না হইবি সতী, না হবি অসতি
থাকিবি ধরণী-মাঝে॥

(২)

এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা-আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি—সেহো হেন নয়।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রয়॥
চাতক জলদ কহি—সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপ কহি—সেহো নহে তুল।
না আইসে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চান্দ—দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে॥

(৩)

এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ, কোরে দূর মানি॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বাও।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গাও॥
একতনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি' অবধি না পাই॥
রজনী প্রভাত হৈল কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি' যেন মোর প্রাণ চলি' যায়॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে—ধনি, সব পরমাণ॥

(৪)

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপোনার যৌবন যাচায়॥

(৫)

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য মন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন॥

পিরীতি-রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম
তোহারি চরণ খানি॥

জ্ঞান দাস ঃ

বধু, তোমার গরবে গরবিণী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটি চরণ
সদা লইয়া রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি॥
নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাসে কয় তোমার পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বান্ধা॥

গোবিন্দ দাস ঃ

(১)

নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥
প্রেম আকুল গোপ গোকুল
কুলজ কামিনি কন্ত।
কুসুম রঞ্জন মঞ্জু বঞ্জুল—
কুঞ্জ মন্দির সন্ত॥
গণ্ড মণ্ডল বলিত কুণ্ডল
উরে চূড়ে শিখণ্ড।
কেলি তাণ্ডব তাল পণ্ডিত
বাহু দণ্ডিত দণ্ড॥
কঞ্জলোচন কলুষমোচন
শ্রবণ রোচন ভাষ।
অমলকোমল চরণকিশলয়
নিলয় গোবিন্দদাস॥

(২)

কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥

মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দুরতর পন্থ— গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
কর যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির-পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কণ-পণ ফণিমুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু-পাশে॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

(৩)

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা।
পিয়া বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা॥
মো যদি জানিতাম পিয়া যাবেরে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বান্ধিয়া॥
কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার পরাণ কেনে অবহুঁ রহিল॥
মরম-ভিতর মোর রহি গেল দুখ।
নিচয়ে মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ॥
এইখানে করিত কেলি রসিয়া নাগর-রাজ।
কেবা নিল কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ॥
সে পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী।
এ ছার শরীরে রহে নিলজ পরাণী॥
চরণে ধরিয়া কান্দে গোবিন্দ দাসিয়া।
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া॥

বলরাম দাসঃ

(১)

দাঁড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে
বুক বাহিয়া পড়ে ধারা।
না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননি-চোরা॥
ধরিয়া যুগল করে বাঁধিয়া ছান্দন-ডোরে
বাঁধে রাণী নবনী লাগিয়া।
আহীরী রমণী হাসে দাঁড়াইয়া চারি পাশে
হয় নয় দেখ সুধাইয়া॥
অন্যের ছাওয়াল যত তারা ননি খায় কত
মা হইয়া কেবা বান্ধে করে।
যে বল সে বল মোরে না থাকিব তোর ঘরে
এ না দুঃখ সহিতে না পারে॥
বলাই খায়্যাছে ননি মিছা চোর বলে রাণী
ভাল মন্দ না করি বিচার।
পরের ছাওয়াল পাইয়া মারেন আসেন ধাইয়া
শিশু বলি দয়া নাহি তার॥
অঙ্গদ-বলয়-তাড় আর যত অলঙ্কার
আর মণি-মুকুতার হার।
সকল খসায়্যা লহ আমারে বিদায় দেহ
এ দুঃখে যমুনা হব পার॥
বলরাম দাসে কয় এই কর্ম্ম ভাল নয়
ধাইয়া গোপাল কর কোড়ে।
যশোদা আসিয়া কাছে গোপালের মুখ মুছে
অপরাধ ক্ষমা কর মোরে॥

(২)

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় যদি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন॥
নিকটে গোধন রেখো মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈলা গোপ-জাতি গোধন-পালন-বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাইয়া দিব॥
বলরামদাসের বাণী শুন ওগো নন্দ-রাণী
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া দিব আমরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয়॥

(৩)

বলরাম তুমি মোর গোপাল লৈয়া যাইছ।
যারে ঘুমে চিয়াইয়ে দুগ্ধ পিয়াইতে নারি
তারে তুমি গোঠে সাজাইছ॥
কত জন্ম ভাগ্য করি আরাধিয়া হরগৌরী
পাইলাম এ দুখ পাসরা।
কেমন ধৈরজ ধরে মায়ে কি বলিতে পারে
বনে যাউক এ দুধ কোঙরা॥

বসন ধরিয়া হাতে ফিরে গোপাল সাথে সাথে
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।
এহেন দুধের বাছা বনেতে বিদায় দিয়া
কেমনে ধরিবে প্রাণ মায়॥
জল খাইতে গিয়াছিল আনলে বেড়িয়াছিল
দুহাতে আনল ধরি পিয়ে।
এ নন্দের ভাগ্যবলে যশোদার পুণ্যফলে
তেঞি সে গোপাল মোর জিয়ে॥
দীন বলরামের বাণী শুন শুন নন্দরাণী
কেন সদা ভাবিতেছ তুমি।
গোপালে সাজায়ে দেহ আমার মিনতি লহ
সঙ্গেতে যাইব গোঠে আমি॥

যাদবেন্দ্র ঃ

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পুরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ-ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে॥
ক্ষুধা পেলে চাঞা খাইও পথ-পানে চাহি যাইও
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥
থাকিহ তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও বাধা পানই হাতে থুইও
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায়॥

বিপ্রদাস ঃ

ওগো মা আজি আমি চরাব বাছুর।
পরাইয়া দেহ ধড়া মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া
চরণেতে পরাহ নূপুর॥
অলকা তিলক ভালে বনমালা দেহ গলে
শিঙ্গা-বেত্র-বেণু দেহ হাতে।
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম
সভাই দাড়াঞা রাজপথে॥
বিশাল অর্জ্জুন জান কিঙ্কিণী অংশুমান্
সাজিয়া সভাই গোষ্ঠে যায়।
গোপালের কথা শুনি সজল নয়নে রাণী
অচেতন ধরণী লোটায়॥
চঞ্চল বাছুরি সনে কেমনে ধাইবা বনে
কোমল দুখনি রাঙ্গা পায়।
বিপ্রদাস ঘোষে বলে এ বয়সে গোষ্ঠে গেলে
প্রাণ কি ধরিতে পারে মায়॥

দীনবন্ধু দাস ঃ

(১)

মরকত মণি জিনি চিকণ বরণখানি
কে ধূলা দিঞাছে শ্যাম অঙ্গে।
বিহানে পরের ঘরে গেছিলে কিসের তরে
বিবাদ করিলে কার সঙ্গে॥
বাচা তোমার নিছনি লইঞা মরি।
দুটি নয়নের তারা তিলে তিলে হই হারা
এত দুখ সহিতে কি পারি॥
ছল ছল দুটি আঁখি পরাণ কান্দয়ে দেখি
কে তোর করিলে অপমান।
তোমার মলিন মুখ দেখিয়া বিদরে বুক
বল দেখি কি করি বিধান॥
এ ঘর আঙ্গিনা ছাড়ি না যাইও কাহার বাড়ি
ছাল্যা-ধরা আস্যাছে গোকুলে।
নগর্‍্যা বালক সাথে ক্ষীর সর করি হাথে
বেড়াঞা, বেড়াছ্যে নানা ছলে॥
হেদে রে চান্দের কোণা এ ক্ষীর নবনী ছেনা
খাঞা আঙ্গিনাতে কর খেলা।
দীনবন্ধু দাস বলে আস্য আস্য করি কোলে
বসনে মুছাঞা দিঞ ধূলা॥

(২)

না দেখিঞা নীলমণি আকুল হইল রাণী
ধরিতে নাপারে নিজ তনু।
দেখিঞা মায়ের দুখ উভকরি চান্দ-মুখ
সব শিশু বাজাইলা বেণু॥
গগন ভরিল বেণুরবে।
শুনিঞা জানিল হরি সব সহচর মেলি
বনে ধেনু লঞা যাত্যে হবে॥
রাইর বিচ্ছেদে শ্যাম আকুল অবশ প্রাণ
আসি যমুনার ধারে ধারে।
উছোর দেখিয়া বেলা শ্রীঅঙ্গে মাখিঞা ধূলা
কান্দিতে কান্দিতে আল্য ঘরে॥
পাইঞা রতন-মণি আনন্দে আকুল রাণী
বদন চুম্বয়ে অনুরাগে।
দীনবন্ধু দাস ভণে পাঠাইতে হবে বনে
শপথ কর‍্যাছ মোর আগে॥

মাধব দাস ঃ

(১)

প্রণতি করিয়া মায় চলিলা যাদব রায়
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গো-খুর-রেণু
শুনি সবার হরষিত মন॥
আগে আগে বৎসপাল পাছে ধায় ব্রজবাল
হৈ হৈ শবদ ঘনে রোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম দক্ষিণে সে বলরাম
ব্রজবাসী হেরিয়া বিভোর॥
নবীন রাখাল সব আবা আবা কলরব
শিরে চূড়া নটবর-বেশ।
আসিয়া যমুনা-তীরে নানা রঙ্গে খেলা করে
কত কত কৌতুক বিশেষ॥
কেহো যায় বৃষ-ছান্দে কেহো কারো চড়ে কান্ধে
কেহো নাচে কেহো গান গায়।
এ দাস মাধব বলে কি শোভা যমুনা-কূলে
রাম-কানাই আনন্দে খেলায়॥

(২)

কালিন্দীর এক দেহে কালী নাগ তাহাঁ রহে
বিষ-জল দহন সমান।
তাহার উপরে বায় পাখী যদি উড়ি যায়
পড়ে তাহে তেজিয়া পরাণ॥
বিষ উথলিছে জলে প্রাণী যায় যদি কূলে
জলের বাতাস পাঞা মরে।
স্থাবর জঙ্গম যত কূলে মরি আছে কত
বিষ জ্বালা সহিতে না পারে॥
দেখি যদুনন্দন দুষ্ট-দর্প-বিনাশন
উঠিলেক কদম্বের ডালে।
তাহার উপরে চড়ি ঘন মাল্‌সাট মারি
ঝাঁপ দিলা কালী-দহ জলে॥
দেখিয়া রাখালগণ কান্দিয়া আকুল-মন
পড়ে সভে মুরছিত হৈয়া।
ফুকরি শ্রীদাম কান্দে কেহ থির নাহি বান্ধে
ক্ষণেক চেতন সভে পাঞা॥
কি বলি যাইব ঘরে কি বলিব যশোদারে
ধেনু-বৎস কান্দে উভরায়।
শুনিতে এসব বাণী পাষাণ হইল পানী
মাধব অবনী গড়ি যায়॥

কবিশেখর ঃ

মনোহর কেশ বেশ মনোহর
মনোহর মালতীমাল।
মনোহর মণি কুণ্ডল ঝলমল
মনোহর তিলক রসাল॥
দেখি সখি বায়ে মোহন রায়।
মনোহর অধরে মনোহর মুরলী
মনোহর তান বোলয়॥ ধ্রু॥
মনোহর সকলহি অঙ্গ মনোহর
মনোহর চন্দন সাজ।
মনোহর কটিতট মনোহর পীতপট
মনোহর রসনা বাজ॥
মনোহর চলনী মনোহর বোলনী
মনোহর নূপুর পায়।
মনোহর পহুঁ বর সবহি মনোহর
কহ কবিশেখর রায়॥

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঃ

মেঘনাদবধ কাব্য

দ্বিতীয় সর্গ

অস্তে গেলা দিনমণি ; আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী ;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী ; কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে ;
গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হম্বা রবে।
আইলা সুচারু-তারা শশী সহ হাসি,
শর্ব্বরী ; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।
আইলেন নিদ্রা দেবী ; ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা।
উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে।
বসিলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে,
হৈমাসনে ; বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী
চারুনেত্রা। রাজ-ছত্র, মণিময় আভা,
শোভিল দেবেন্দ্র-শিরে। রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী।
আইলা সুসমীরণ, নন্দন-কানন

গন্ধমধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে
ত্রিদিব-বাদিত্র। ছয় রাগ, মূর্তিমতী
ছত্রিশ রাগিণী সহ, আসি আরম্ভিলা
সঙ্গীত। উর্বশী, রম্ভা সুচারুহাসিনী,
চিত্রলেখা, সুকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি
নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল-মনঃ!
যোগায় গন্ধর্ব স্বর্ণ-পাত্রে সুধারসে।
কেহ বা দেব-ওদন ; কুঙ্কুম, কস্তুরী,
কেশর বহিছে কেহ ; চন্দন কেহ বা ;
সুগন্ধ মন্দার-দাম গাঁথি আনে কেহ।
বৈজয়ন্ত-ধামে সুখে ভাসেন বাসব
ত্রিদিব-নিবাসী সহ ; হেন কালে তথা,
রূপের আভায় আলো করি সুর-পুরী,
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী আসি উতরিলা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা রমার চরণে
শচীকান্ত। আশীষিয়া হৈমাসনে বসি,
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসিনী
কহিলা ; "হে সুরপতি, কেন যে আইনু
তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া।"
উত্তর করিলা ইন্দ্র "হে বারীন্দ্র-সুতে,
বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পা দুখানি
বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা মা গো! যার প্রতি তুমি,
কৃপা করি, কৃপা-দৃষ্টি কর, কৃপাময়ি,
সফল জনম তারি! কোন্ পুণ্য-ফলে,
লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা, দাসেরে?"
কহিলেন পুনঃ রমা, "বহুকালাবধি
আছি আমি, সুরনিধি, স্বর্ণ-লঙ্কাধামে।
বহুবিধ রত্নদানে, বহু যত্ন করি,

পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এত দিনে
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম-দোষে,
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে, দেব। বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হতে? যত দিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।
মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ি,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।
একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে
এবে; আর বীর যত, হত এ সমরে।
বিক্রম কেশরী শূর আক্রমিবে কালি
রামচন্দ্রে; পুনঃ তারে সেনাপতি-পদে
বরিয়াছে দশানন। দেব-কুল-প্রিয়
রাঘব; কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, আরম্ভিলে
যুদ্ধ দম্ভী মেঘনাদ, বিষম সঙ্কটে
ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, কহিনু তোমারে।
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন,
দেবেন্দ্র! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা
বল-জ্যেষ্ঠ, রক্ষঃ-কুল-শ্রেষ্ঠ শূরমণি!"

এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা
নীরবিলা; আহা মরি, নীরবে যেমতি
বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া সুমধুর নাদে!
ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত,
শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে
স্বকর্ম; বসন্তকালে পাখীকুল যথা,
মুঞ্জরিত কুঞ্জে, শুনি, পিকবর-ধ্বনি!

কহিলেন স্বরীশ্বর; "এ ঘোর বিপদে,
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাখিবে
রাঘবে? দুর্বার রণে রাবণ-নন্দন।
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি! এ দম্ভোলি,
বৃত্রাসুর-শিরঃ চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে
অস্ত্র-বলে মহাবলী; তেঁই এ জগতে
ইন্দ্রজিৎ নাম তার। সর্বশুচি-বরে
সর্বজয়ী বীরবর। দেহ আজ্ঞা দাসে,
যাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-সদনে।"

কহিলা উপেন্দ্র-প্রিয়া বারীন্দ্রনন্দিনী,—
"যাও তবে, সুরনাথ, যাও ত্বরা করি।
চন্দ্রশেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে,
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা।
কহিও সতত কাঁদে, বসুন্ধরা সতী,
না পারি সহিতে ভার; কহিও, অনন্ত
ক্লান্ত এবে। না হইলে নির্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে!
বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিও, বৈকুণ্ঠপুরী বহু দিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, এক বার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতি-গৃহ হতে
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে!
ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিও এ সব কথা।"—এতেক কহিয়া,
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশিমুখী

হরিপ্রিয়া। অনম্বর-পথে সুকেশিনী,
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে।
সোনার প্রতিমা, যথা! বিমল সলিলে
ডুবে তলে জলরাশি উজলি স্বতেজে!
আনিলা মাতলি রথ; চাহি শচী পানে
কহিলেন শচীকান্ত মধুর বচনে
একান্তে, "চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি!
পরিমল-সুধা সহ পবন বহিলে,
দ্বিগুণ আদর তার! মৃণালের রুচি
বিকচ কমল-গুণে, শুন লো ললনে।"
শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতম্বিনী,
ধরিয়া পতির কর, আরোহিলা রথে।
স্বর্গ-হৈম-দ্বারে রথ উতরিল ত্বরা।
আপনি খুলিল দ্বার মধুর নিনাদে
অমনি! বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে
দেবযান; সচকিতে জগত জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিলা! ডাকিল ফিঙা; আর পাখী যত
পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে!
বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ, গৃহকার্য উঠিলা সাধিতে!
মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী
আভাময়; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে!
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর; স্বর্ণ-ফুল-শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীতধড়া যেন!
নির্ঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চিত সে বপুঃ!

ত্যজি রথ, পদব্রজে, সহ স্বরীশ্বরী,
প্রবেশিলা স্বরীশ্বর আনন্দ-ভবনে।
রাজরাজেশ্বরী-রূপে বসেন ঈশ্বরী
স্বর্ণাসনে; ঢুলাইছে চামর বিজয়া;
ধরে রাজ-ছত্র জয়া। হায় রে কেমনে,
ভবভবনের কবি বর্ণিবে বিভব?
দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে!
পূজিলা শক্তির পদ মহাভক্তিভাবে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ। আশীষি অম্বিকা
জিজ্ঞাসিলা,—"কহ, দেব, কুশল বারতা,—
কি কারণে হেথা আজি তোমা দুই জনে?"
কর-যোড়ে আরম্ভিলা দম্ভোলি-নিক্ষেপী,—
"কি না তুমি জান, মাতঃ অখিল জগতে?
দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে,
বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি
সেনাপতি-পদে। কালি প্রভাতে কুমার
পরন্তপ প্রবেশিবে রণে, ইষ্টদেবে
পূজি, মনোনীত বর লভি তাঁর কাছে।
অবিদিত নহে, মাতঃ, তার পরাক্রম।
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্ত-ধামে,
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতী।
কহিলেন হরিপ্রিয়া, কাঁদে বসুন্ধরা,
এ অসহ ভার সতী না পারি সহিতে;
ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ; তিনিও আপনি
চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক-
লঙ্কাপুরী। তব পদে এ সংবাদ দেবী
আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে!
দেব-কুল-প্রিয় বীর রঘু-কুল-মণি।

কিন্তু-দেবকুলে হেন আছে কোন্ রথী
যুঝিবে যে রণ-ভূমে রাবণির সাথে?
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিৎ নামে!
কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে,
দেখ ভাবি। তুমি কৃপা না করিলে, কালি
অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি!"

উত্তরিলা কাত্যায়নী,—"শৈব-কুলোত্তম
নৈকষেয়; মহা স্নেহ করেন ত্রিশূলী
তার প্রতি; তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু
সম্ভবে কি মোর হতে? তপে মগ্ন এবে
তাপসেন্দ্র, তেঁই, দেব, লঙ্কার এ গতি।"

কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনঃ বাসব কহিলা,—
"পরম-অধর্মাচারী নিশাচর-পতি—
দেব-দ্রোহী! আপনি, হে নগেন্দ্র-নন্দিনী,
দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত, মাতঃ? সুশীল রাঘব,
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু, সুখ-ভোগ ত্যজি
পশিল ভিখারী-বেশে নিবিড় কাননে।
একটি রতনমাত্র তাহার আছিল
অমূল; যতন কত করি করিত সে তারে,
কি আর কহিবে দাস? সে রতন, পাতি
মায়াজাল, হরে দুষ্ট! হায়, মা, স্মরিলে
কোপানলে দহে মনঃ! ত্রিশূলীর বরে
বলী রক্ষঃ, তৃণ-জ্ঞান করে দেব-গণে!
পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভী

পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি)
হেন মূঢ়ে দয়া তুমি কর দয়াময়ী?"

নীরবিলা স্বরীশ্বর; কহিতে লাগিলা।
বীণাবাণী স্বরীশ্বরী মধুর সুস্বরে;—
"বৈদেহীর দুঃখে, দেবি, কার না বিদরে
হৃদয়? অশোক-বনে বসি দিবা নিশি
(কুঞ্জবন-সখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)
কাঁদেন রূপসী শোকে! কি মনোবেদনা
সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে,
ও রাঙা চরণে মাতঃ, অবিদিত নহে।
আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে, দেবি,
এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে? নাশি মেঘনাদে,
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে;
দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ, শশাঙ্কধারিণি!
মরি, মা, শরমে আমি, শুনি লোকমুখে,
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে!"

হাসিয়া কহিলা উমা; "রাবণের প্রতি
দ্বেষ তব, জিষ্ণু! তুমি, হে মঞ্জুভাষিণি
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে।
দুইজন অনুরোধ করিছ আমারে
নাশিতে কনক-লঙ্কা। মোর সাধ্য নহে
সাধিতে এ কায। বিরূপাক্ষের রক্ষিত
রক্ষঃ-কুল; তিনি বিনা তব এ বাসনা,
বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে?
যোগে মগ্ন, দেবরাজ বৃষধ্বজ আজি।
যোগাসন নামে শৃঙ্গ মহাভয়ঙ্কর,
ঘন ঘনাবৃত, তথা বসেন বিরলে

যোগীন্দ্র। কেমনে যাবে তাঁহার সমীপে?
পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম!”

কহিলা বিনত-ভাবে অদিতিনন্দন;—
“তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তি-দায়িনী
জগদম্বে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি
ভৈরব? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃ-কুল, রাখ
ত্রিভুবন; বৃদ্ধি কর ধর্ম্মের মহিমা;
হ্রাসো বসুধার ভার; বসুন্ধরাধর
বাসুকিরে কর স্থির; বাঁচাও রাঘবে।”
এইরূপে দৈত্য-রিপু স্তুতিলা সতীরে।

হেন কালে গন্ধামোদে সহসা পূরিল
পুরী; শঙ্খঘন্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে
মঙ্গল নিক্কণ সহ, মৃদু যথা যবে
দূর কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি!
টলিল কনকাসন। বিজয়া সখীরে
সম্ভাষিয়া মধুস্বরে, ভবেশ-ভাবিনী
সুধিলা; “লো বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি,
কে কোথা, কি হেতু মোরে পূজিছে অকালে?”

মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে,
নিবেদিলা হাসি সখী; “হে নগনন্দিনি,
দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে।
বারি-সংঘটিত-ঘটে, সুসিন্দূরে আঁকি
ও সুন্দর পদযুগ, পূজে রঘুপতি
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিনু গগনে।
অভয়-প্রদান তারে কর গো, অভয়ে।
পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন
রঘুশ্রেষ্ঠ; তার তারে বিপদে, তারিণি!”

কাঞ্চন-আসন ত্যজি, রাজরাজেশ্বরী
উঠিয়া, কহিলা পুনঃ বিজয়ারে সতী,—
“দেব-দম্পতীরে তুমি সেব যথাবিধি,
বিজয়ে! যাইব আমি যথা যোগাসনে
(বিকটশিখর!) এবে বসেন ধূর্জ্জটি॥”

এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরদ-গামিনী
প্রবিশিলা হৈম গেহে। দেবেন্দ্র বাসবে
ত্রিদিব-মহিষী সহ, সম্ভাষি আদরে,
স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী।
পাইলা প্রসাদ দোহে পরম-আহ্লাদে
শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইয়া
তারাকারা ফুলমালা; কবরী-বন্ধনে
বসাইলা চিররুচি, চির-বিকচিত
কুসুম-রতন-রাজী; বাজিল চৌদিকে
যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া।
মোহিল কৈলাসপুরী; ত্রিলোক মোহিল!
স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুর ধ্বনি,
হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন!
নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা,
ভাবি প্রিয়-পদ-শব্দ শুনিলা ললনা
দুয়ারে! কোকিলকুল নীরবিল বনে।
উঠিলেন যোগিব্রজ, ভাবি ইষ্টদেব,
বর মাগ বলি, আসি দরশন দিলা!

প্রবেশি সুবর্ণ-গেহে ভবেশ-ভাবিনী
ভাবিলা, “কি ভাবে আজি ভেটিব ভবেশে?”
ক্ষণ কাল চিন্তি সতী চিন্তিলা রতিরে।
যথায় মন্মথ-সাথে মন্মথ-মোহিনী
বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারিতেছিলা,

তথায় উমার ইচ্ছা পরিমলময়
বায়ু-তরঙ্গিণী-রূপে, বহিলা নিমিষে।
নাচিল রতির হিয়া বীণা-তার যথা
অঙ্গুলির পরশনে! গেলা কামবধূ,
দ্রুতগতি বায়ু-পথে, কৈলাস-শিখরে।
সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী
নমে ত্বিষাম্পতি-দূতী উষার চরণে,
নমিলা মদন-প্রিয়া হরপ্রিয়া-পদে!
আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অম্বিকা;—
"যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র; কেমনে,
কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি, ২৮০
কহ মোরে, বিধুমুখি?" উত্তরিলা নমি
সুকেশিনী;—"ধর, দেবি, মোহিনী মূরতি।
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বর বপুঃ, আনি
নানা আভরণ; হেরি যে সবে, পিনাকী
ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি, হেরি
মধুকালে বনস্থলী কুসুম-কুন্তলা!"
এতেকে কহিয়া রতি, সুবাসিত তেলে
মাজি চুল, বিনানিলা মনোহর বেণী।
যোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণে;
হীরক, মুকুতা, মণি-খচিত; আনিলা
চন্দন, কেশর সহ কুঙ্কম, কস্তুরী;
রত্ন-সঙ্কলিত-আভা কৌষেয় বসনে।
লাক্ষারসে পা দুখানি চিত্রিলা হরষে
চারুনেত্রা। ধরি মূর্তি ভুবনমোহিনী,
সাজিলা নগেন্দ্র-বালা; রসানে মার্জিত
হেম-কান্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল!
হেরিলা দর্পণে দেবি ও চন্দ্র-আননে;

প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল সলিলে
নিজ-বিকচিত-রুচি। হাসিয়া কহিলা,
চাহি স্মর-হর-প্রিয়া স্মর-প্রিয়া পানে,—
"ডাক তব প্রাণনাথে। অমনি ডাকিলা
(পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে ঋতুবরে!)
মদনে মদন-বাঞ্ছা। আইলা ধাইয়া
ফুল-ধনুঃ; আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,
স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে!
কহিলা শৈলেশসুতা; "চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগিপতি
যোগে মগ্ন এবে; বাছা, চল ত্বরা করি।"
অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন,
মদন আনন্দময়, উত্তরিলা ভয়ে;—
"হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ দাসেরে?
স্মরিলে পূর্ব্বের কথা মরি মা, তরাসে!
মূঢ় দক্ষ-দোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি,
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি,
তোমার বিরহ-শোকে বিশ্ব-ভার ত্যজি
বিশ্বনাথ আরম্ভিলা ধ্যান; দেবপতি
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙিতে।
কুলগ্নে গেনু, মা, যথা মগ্ন বামদেব
তপে; ধরি ফুল-ধনুঃ, হানিনু কুক্ষণে
ফুল-শর। যথা সিংহ সহসা আক্রমে
গজরাজে, পুরি বন ভীষণ গর্জ্জনে,
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু,
বাস যাঁর, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর-ভালে।
হায়, মা, কত যে জ্বালা সহিনু, কেমনে
নিবেদি ও রাঙা পায়ে? হাহাকার রবে,

ডাকিনু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে;
কেহ না আইল; ভস্ম হইনু সত্বরে!—
ভয়ে ভগ্নোত্তম আমি ভাবিয়া ভবেশে,—
ক্ষম দাসে, ক্ষেমঙ্করি! এ মিনতি পদে।"
আশ্বাসি মদনে, হাসি কহিলা শঙ্করী,—
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে,
অনঙ্গ। আমার বরে চিরজয়ী তুমি!
যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে
জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,
ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিদ্যার কৌশলে!"
প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে,
কহিলা; "অভয় দান কর যারে তুমি,
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে?
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল-পদে;—
কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে?
মুহূর্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত, হেরিলে
ও রূপ-মাধুরী; সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু-হেতু।
মোহিনী মূরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষীকেশে ত্রিভুবন হেরি,
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে!
অধর-অমৃত আশে ভুলিলা অমৃত
দেব-দৈত্য; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,

হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে!
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে।
মলম্বা-অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর!" অমনি অম্বিকা,
সুবর্ণ বরণ ঘন মায়ায় সৃজিয়া,
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে।
হায় রে, নলিনী যেন দিবা-অবসানে
ঢাকিল বদনশশী! কিম্বা অগ্নি-শিখা,
ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা!
কিম্বা সুধা-ধন যেন, চক্র-প্রসরণে,
বেড়িলেন দেব শক্র সুধাংশু-মণ্ডলে!
দ্বিরদ-রদ-নির্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন
ঊষা! সাথে মনমথ, হাতে ফুল-ধনুঃ,
পৃষ্ঠে তূণ, খরতর ফুল-শরে ভরা—
কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী!
কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ শিখর
ভৃগুমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে; তথায় দেবী ভুবন-মোহিনী
উতরিলা গজগতি। অমনি চৌদিকে
গভীর গহ্বরে বদ্ধ, ভৈরব-নিনাদী
জলদল নীরবিলা, জল-কান্ত যথা
শান্ত শান্তিসমাগমে; পলাইল দূরে
মেঘদল, তমঃ যথা ঊষার হসনে!
দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দী তপসী,
বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন

তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্য-জ্ঞান-হত।
কহিলা মদনে হাসি সুচারুহাসিনী ;—
"কি কাজ বিলম্বে আর, হে শম্বর-অরি ?
হান তব ফুল-শর।" দেবীর আদেশে,
হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনী টংকারি,
সম্মোহন-শরে শূর বিঁধিলা উমেশে!
শিহরিলা শূলপাণি। লড়িল মস্তকে
জটাজুট, তরুরাজি যথা গিরিশিরে
ঘোর মড় মড় রবে লড়ে ভূকম্পনে।
অধীর হইলা প্রভু! গরজিলা ভালে
চিত্রভানু, ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে!
ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষঃ-স্থলে, পশয়ে যেমতি
কেশরি-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে!
উন্মীলি নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জটি।
মায়া-ঘন-আবরণ ত্যজিলা গিরিজা।
মোহিত মোহিনীরূপে, কহিলা হরষে
পশুপতি ; "কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেন্দ্রজননি ?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি ?
কোথায় বিজয়া, জয়া ?" হাসি উত্তরিলা
সুচারুহাসিনী উমা ; "এ দাসীরে, ভুলি,
হে যোগীন্দ্র, বহুদিন আছ এ বিরলে ;
তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে
পা দুখানি। যেন রমণী পতিপরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে ?

একাকী প্রত্যূষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার!" আদরে ঈশান,
ঈষৎ হাসিয়া দেব, অজিন-আসনে
বসাইলা ঈশানীরে। অমনি চৌদিকে
প্রফুল্লিল ফুলকুল ; মকরন্দ-লোভে
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইল ধাইয়া ;
বহিল মলয়-বায়ু ; গাইল কোকিল ;
নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে! উমার উরসে
(কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে
ইহা হতে!) কুসুমেষু, বসি কুতূহলে,
হানিলা, কুসুম-ধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে
শর-জাল ;—প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী!
লজ্জা-বেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাসি ভস্মে লুকাইলা দেব বিভাবসু।

মোহন মূরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে
কহিলা হাসিয়া দেব ; "জানি আমি, দেবি,
তোমার মনের কথা,—বাসব কি হেতু
শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে ;
কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি ?
পরম ভকত মম নিকষানন্দন ;
কিন্তু নিজ কর্ম-ফলে মজে দুষ্টমতি।
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে,
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি ?
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র-সমীপে।
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,

মায়াদেবী-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
চলি গেলা মীনধ্বজ, নীড় ছাড়ি উড়ে
বিহঙ্গম-রাজ যথা, মুহুর্মুহুঃ চাহি
সে সুখ-সদন পানে! ঘন রাশি রাশি,
স্বর্ণবর্ণ, সুবাসিত বাস শ্বাসি ঘন,
বরষি প্রসূনাসার—কমল, কুমুদী,
মালতী, সেঁউতি, জাতি, পারিজাত-আদি
মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে
দেবদেব মহাদেবে মহাদেবী সহ।
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত হৈমময় দ্বারে
দাঁড়াইলা বিধুমুখী মদন-মোহিনী,
অশ্রুময় আঁখি, আহা! পতির বিহনে!
হেন কালে মধু-সখা উতরিলা তথা।
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে
প্রেমালাপে। শুখাইল অশ্রুবিন্দু, যথা
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল-দলে,
দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে।
পাই প্রাণ-ধনে-ধনী, মুখে মুখ দিয়া,
(সরস বসন্তকালে সারী শুক যথা)
কহিলেন প্রিয়-ভাষে; "বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে রতি-রঞ্জন!
কত যে ভাবিতেছিনু, কহিব কাহারে?
বামদেব নামে, নাথ, সদা, কাঁপি আমি,
স্মরি পূর্ব-কথা যত। দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি! যেয়ো না গো আর তাঁর কাছে,
মোর কিরে প্রাণেশ্বর!" সুমধুর হাসে

উত্তরিলা পঞ্চশর; "ছায়ার আশ্রমে,
কে কবে ভাস্কর-কবে ডরায়, সুন্দরি!
চল এবে যাই যথা দেবকুল-পতি।"
সুবর্ণ-আসনে যথা বসেন বাসব
উতরি মন্মথ তথা, নিবেদিলা নমি
বারতা। আরোহি রথে দেবরাজ রথী
চলি গেলা দ্রুতগতি মায়ার সদনে।
অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অম্বরে,
অকম্প চামর শিরে; গম্ভীর নির্ঘোষে
ঘোষিল রথের চক্র, চূর্ণি মেঘদলে।
কত ক্ষণে সহস্রাক্ষ উতরিলা বলী
যথা বিরাজেন মায়া। ত্যজি রথ-বরে,
সুরকুল-রথিবর পশিলা দেউলে।
কত যে দেখিলা দেব কে পারে বর্ণিতে?
সৌর-খরতর-কর-জাল-সঙ্কলিত
আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী
শক্তীশ্বরী। কর-যোড়ে বাসব প্রণমি
কহিলা;—"আশীষ দাসে, বিশ্ব-বিমোহিনি!"
আশীষি সুধিলা দেবী;—"কহ, কি কারণে,
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন?"
উত্তরিলা দেবপতি;—"শিবের আদেশে
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে।
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে
দশানন-পুত্রে কালি? তোমার প্রসাদে
(কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
ক্ষণ কাল চিন্তি দেবী কহিলা বাসবে,—
"দুরন্ত তারকাসুর, সুর-কুল-পতি,

কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি
সমরে; কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ সেনানী,
পার্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে।
বাধিতে দানব-রাজে সাজাইলা বীরে
আপনি বৃষভ-ধ্বজ, সৃজি রুদ্র-তেজে
অস্ত্রে। এই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত
সুবর্ণে; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে
আপনি কৃতান্ত; ওই দেখ, সুনাসীর,
ভয়ঙ্কর তূণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে,
বিষার্কর ফণি-পূর্ণ নাগ-লোক যথা!
ওই দেখ ধনুঃ, দেব!" কহিলা, হাসিয়া,
হেরি সে ধনুর কান্তি, শচীকান্ত বলী,
"কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ
রত্নময়! দিবাকর-পরিধি যেমতি,
জ্বলিছে ফলক-বর—ধাঁধিয়া নয়নে!
অগ্নিশিখা-সম অসি মহাতেজস্কর!
হেন তূণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে?"
"শুন দেব," (কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী)
"ওই সব অস্ত্রবলে নাশিলা তারকে
ষড়ানন। ওই সব অস্ত্রবলে, বলি,
মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিনু তোমারে।
কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে। প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে,
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে,
রক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে।
যাও চলি সুর-দেশে, সুরদল-নিধি।
ফুল-কুল-সখী উষা যখন খুলিবে

পূর্বাশার হৈমদ্বারে পদ্মকর দিয়া।
কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ-ত্রাস-হীন করিবে তোমারে—
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে।"

মহানন্দে দেব-ইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে,
অস্ত্র লয়ে গেলা চলি ত্রিদশ-আলয়ে।

বসি দেব-সভাতলে কনক-আসনে
বাসব, কহিলা শূর চিত্ররথ শূরে;—
"যতনে লইয়া অস্ত্র, যাও মহাবলি,—
স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে তুমি। সৌমিত্রি কেশরী
মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে
মেঘনাদে। কেমনে, তা দিবেন কহিয়া
মহাদেবী মায়া তারে। কহিও রাঘবে,
হে গন্ধর্ব-কুল-পতি, ত্রিদিব-নিবাসী
মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষী তার; পার্বতী আপনি
হর-প্রিয়া-সুপ্রসন্ন তার প্রতি আজি।
অভয় প্রদান তারে করিও সুমতি!
মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে
রাবণ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে
বৈদেহী-মনোরঞ্জন রঘুকুল-মণি।
মোর রথে, রথিবর, আরোহণ করি
যাও চলি। পাছে তোমা হেরি লঙ্কাপুরে
বাধায় বিবাদ রক্ষঃ; মেঘদলে আমি
আদেশিব আবরিতে গগনে; ডাকিয়া
প্রভঞ্জনে, দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড়ি দিতে
বায়ু-কুলে; বাহিরিয়া নাচিবে চপলা;
দম্ভোলি-গম্ভীর-নাদে-পূরিব জগতে।"

প্রণমি দেবেন্দ্র-পদে, সাবধানে লয়ে
অস্ত্রে, চলি গেলা মর্ত্যে চিত্ররথ রথী।
তবে দেব-কুল-নাথ ডাকি প্রভঞ্জনে
কহিলা,—"প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে
লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি; শীঘ্র দেহ ছাড়ি
কারাবদ্ধ বায়ুদলে; লহ মেঘদলে;
দ্বন্দ্ব ক্ষণ-কাল বৈরী বারি-নাথ সনে
নির্ঘোষে!" উল্লাসে দেব চলিলা অমনি,
ভাঙিলে শৃঙ্খল লক্ষি কেশরি যেমতি,
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরি-গর্ভে। কত দূরে শুনিলা পবন
ঘোর কোলাহলে; গিরি (দেখিলা) লড়িছে
অন্তরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যেন
রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে।
শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে।
হুহুঙ্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে
যথা অম্বুরাশি, যবে ভাঙে আচম্বিতে
জাঙাল! কাঁপিল মহী; গর্জিল জলধি!
তুঙ্গ-শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী
কল্লোলিল, বায়ু-সঙ্গে রণরঙ্গে মাতি!
ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত; হাসিল
ক্ষণ-প্রভা; কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি।
পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে।
ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগরি
রাশি রাশি; বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি
মড়মড়ে, মহাঝড় বহিল আকাশে;
বর্ষিল আষার যেন সৃষ্টি ডুবাইতে
প্রলয়ে। বৃষ্টিল শিলা তড়-তড়-তড়ে।

পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে।
যথায় শিবির মাঝে বিরাজেন বলী
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উতরিলা রথী
চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালী,
রাজ-আভরণ দেহে! শোভে কটিদেশে
সারসন, রাশি-চক্র-সম তেজোরাশি,
ঝোলে তাহে অসিবর—ঝল ঝল ঝলে!
কেমনে বর্ণিবে কবি দেব-তূণ, ধনুঃ,
চর্ম, বর্ম, শূল, সৌর-কিরীটের আভা
স্বর্ণময়ী? দেববিভা ধাঁধিল নয়নে
স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পূরিল সহসা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া, দেবদূত-পদে
রঘুবর, জিজ্ঞাসিলা, "হে ত্রিদিববাসি,
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোন্ দেশ সাজে,
এ হেন মহিমা, রূপে? কেন হেথা আজি,
নন্দন-কানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে?
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে?
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি,
পাদ্য, অর্ঘ লয়ে বসো এই কুশাসনে।
ভিখারী রাঘব হায়!" আশীষিয়া রথী
কুশাসনে বসি তবে কহিলা সুস্বরে;—
"চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি
চির-অনুচর আমি সেবি অহরহঃ
দেবেন্দ্র; গন্ধর্বকুল আমার অধীনে।
আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে।
তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবকুল সহ
দেবেশ। এই যে অস্ত্র দেখিছ নৃমণি,
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজে

দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী
প্রভাতে দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।
দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল-মণি।
সুপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া!"
কহিলা রঘুনন্দন; "আনন্দ-সাগরে
ভাসিনু, গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে!
অজ্ঞ নর আমি; হায় কেমনে দেখাব
কৃতজ্ঞতা? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।"
হাসিয়া কহিলা দূত; "শুন, রঘুমণি,
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র-পালন,
ইন্দ্রিয়-দমন ধর্মপথে সদা গতি;
নিত্য সত্য-দেবী-সেবা; চন্দন, কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌষিক বস্ত্র আদি বলি যত,
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি
অসৎ! এ সার কথা কহিনু তোমারে!"
প্রণমিলা রামচন্দ্র; আশীষিয়া রথী ৬২০
চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে।
থামিল তুমুল ঝড়; শান্তিলা জলধি;
হেরিয়া শশাঙ্কে পুন তারাদল সহ,
হাসিল কনকলঙ্কা তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময়; কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে।
আইল ধাইয়া পুন রণ-ক্ষেত্রে, শিবা
শবাহারী; পালে পালে গৃধিনী, শকুনী,
পিশাচ। রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ
ভীম-প্রহরণ-ধারী— মত্ত বীরমদে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধকাব্যে অস্ত্রলাভোনামঃ দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

অর্থ

ভেবো না জনম তার এ ভবে কুক্ষণে,
কমলিনী-রূপে যার ভাগ্য-সরোবরে
না শোভেন মা কমলা সুবর্ণ কিরণে;—
কিন্তু যে, কল্পনা-রূপ খনির ভিতরে
কুড়ায়ে রতন-ব্রজ, সাজায় ভূষণে
স্বভাষা, অঙ্গের শোভা বাড়ায়ে আদরে!
কি লাভ সঞ্চয়ি, কহ, রজত কাঞ্চনে,
ধনপ্রিয়? বাঁধা রমা চির কার ঘরে?
তার ধন-অধিকারী হেন জন নহে,
যে জন নির্ব্বংশ হলে বিস্মৃতি-আঁধারে
ডুবে নাম, শিলা যথা তল-শূন্য দহে।
তার ধন-অধিকারী নারে মরিবারে!—
রসনা-যন্ত্রের তার যত দিন বহে
ভাবের সঙ্গীত-ধ্বনি, বাঁচে সে সংসারে।
কুসুম-শয়ন থুয়ে সুবর্ণ মন্দিরে?—
কিম্বা, দেহ কারাগার তেয়াগি ভূতলে,
স্নেহ-কারী জন-প্রাণ তুমি দেব-পুরে,
ভাল বাসি এ দাসেরে, আইস এ ছলে
হৃদয়-আঁধার তার খেদাইতে দূরে?
সত্য যদি, নিত্য তবে শোভ নভস্তলে,
জুড়াও এ আঁখি দুটি নিত্য নিত্য উরে।॥

নিশা

বসন্তে কুসুম-কুল যথা বনস্থলে,
চেয়ে দেখ, তারাচয় ফুটিছে গগনে,
মৃগাক্ষি!— সুহাস-মুখে সরসীর জলে,
চন্দ্রিমা করিছে কেলি প্রেমানন্দ-মনে।
কত যে কি কহিতেছে, মধুর স্বননে
পবন—বনের কবি, ফুল্ল ফুল-দলে,
বুঝিতে কি পার, প্রিয়ে? নারিবে কেমনে,
প্রেম-ফুলেশ্বরী তুমি প্রমদা-মণ্ডলে?
এ হৃদয়, দেখ, এবে ওই সরোবরে,—
চন্দ্রিমার রূপে এতে তোমার মূরতি!
কাল বলি অবহেলা, প্রেয়সি, যে করে
নিশায়, আমার মতে সে বড় দুর্ম্মতি।
হেন সুবাহিত শ্বাস, হাস স্নিগ্ধ করে
যার, সে কি কভু মন্দ, ওলো রসবতি?
মানিনী রজনী রাণী, তেহ অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল-সনে,
যবে কেলি করে তারা সুহাস-অম্বরে?
কিন্তু কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গণে,—
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে!

কালিদাস

কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল-পতি!
কার গো না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে?
শুনিয়াছি লোক-মুখে আপনি ভারতী,
সৃজি মায়াবলে সরঃ বনের ভিতরে,
নব নাগরীর বেশে তুষিলেন বরে
তোমার; অমৃত রসে রসনা সিকতি,
আপনার স্বর্ণ বীণা অরপিলা করে!—
সত্য কি হে এ কাহিনী, কহ মহামতি?
মিথ্যা বা কে বলে বলি! শৈলেন্দ্র-সদনে,
লভি জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ জগতে!)
নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে;
সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে
(পুণ্যভূমি!) হে কবীন্দ্র, সুধা-বরিষণে,
দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে সেই মতো!

যশঃ

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে
ফেন-চূড় জল-রাশি আসি কিরে ফিরে,
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে?

অথবা খোদিনু তারে যশোগিরি-শিরে,
গুণ-রূপ যন্ত্রে কাটি অক্ষর সুক্ষণে,—
নারিবে উঠাতে যাহে, ধুয়ে নিজ নীরে,
বিস্মৃতি, বা মলিনিতে মজের মিলনে?—
শূন্য-জল জল-পথে জলে লোক স্মরে;
দেব-শূন্য দেবালয়ে অদৃশ্যে নিবাসে
দেবতা; ভস্মের রাশি ঢাকে বৈশ্বানরে।
সেই রূপে, ধড় যবে পড়ে কাল-গ্রাসে,
যশোরূপাশ্রমে প্রাণ মর্ত্ত্যে বাস করে;—
কুযশে নরকে যেন, সুযশে—আকাশে!

নবীনচন্দ্র সেন ঃ

পলাশীর যুদ্ধ

চতুর্থ সর্গ

(৩)

নিবিয়াছে মহাঝড়; রণ-প্রভঞ্জন,
ভীম পরাক্রমে নর-মহীরুহ-চয়
উপাড়ি ধরায়, শান্ত হয়েছে এখন;
সবিষাদে সমীরণ ধীরে ধীরে বয়।
মূর্চ্ছান্তে মোহনলাল মেলিয়া নয়ন
দেখিলা সমরক্ষেত্র, মুহূর্ত্ত তুলিয়া
ম্লান মুখ; ক্ষত দেহে রক্ত-প্রস্রবণ
ছুটিল, পড়িল শিরে আকাশ ভাঙ্গিয়া।
চাহি অস্তমিত প্রায় প্রভাকর পানে,
বলিতে লাগিল শোক-উচ্ছ্বসিত প্রাণে।—

(৪)

"কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্রকিরণ।
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে দেব! করিলে গমন,
আসিবে যবন ভাগ্যে বিষাদ-রজনী!
এ বিষাদ-অন্ধকারে নির্ম্মল অন্তরে,
ডুবায়ে যবন রাজ্য যেও না তপন!
উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ ক'রে,
কি দশা দেখিয়া, আহা! ডুবিছ এখন!

পূর্ণ না হইতে তব অৰ্দ্ধ আবৰ্ত্তন,
অৰ্দ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমন!

(৫)

"অদৃষ্টচক্রের কিবা বিচক্ষণ গতি!
দেখিতে দেখিতে কত হয় আবৰ্ত্তন!
কাহার উন্নতি হবে, কার অবনতি,
মুহূৰ্ত্তেক পূৰ্ব্বে, আহা বলে কোন জন!
কালি যেই স্থানে ছিল বৈজয়ন্ত ধাম,
আজি দেখি সেই স্থানে বিজন কানন;
ভীষণ সময়স্রোত, হায় অবিরাম,
কত রাজ্য, রাজধানী, করে নিমগন!
সিরাজ সময়স্রোতে হইয়া পতন,
হারা'ল পলাশিক্ষেত্রে রাজ্য সিংহাসন।

(৬)

"কোথায় ভারতবর্ষ,—কোথায় বৃটন!
অলঙ্ঘ্য পৰ্ব্বতশ্রেণী, অনন্ত সাগর,
অগণিত রাজ্য, উপরাজ্য অগণন,
অৰ্দ্ধেক পৃথিবী মধ্যে ব্যাপী কলেবর।
ইংলণ্ডের চন্দ্র সূর্য্য দেখে না ভারত;
ভারতের চন্দ্র সূর্য্য দেখে না বৃটন;
পবনের গতি কিংবা কল্পনার রথ,
কোন কালে এত দূর করেনি গমন!
আকাশ-কুসুম কিংবা মন্দার যেমন,
জানিত ভারতবাসী ইংলণ্ড তেমন,

(৭)

"সেই সে ইংলণ্ড আজি হইল উদয়,
ভারত-অদৃষ্টাকাশে স্বপনের মত।
এই রবি শীঘ্র অস্ত হইবার নয়;
কখনো হইবে কি না, জানে ভবিষ্যত,
এক দিন,—দুই দিন,—বহুদিন আর,
কাষ্ঠপুতুলের মত অভাগা যবন,
বঙ্গ-রঙ্গভূমে নাহি করিবে বিহার;
কলঙ্কিত করিবে না বঙ্গ-সিংহাসন।
আজি, নহে কালি, কিংবা দুই দিন পরে
অবশ্য যাইবে বঙ্গ ইংলণ্ডের করে।

(৮)

"কি ক্ষণে উদয় আজি হইলে তপন!
কি ক্ষণে প্রভাত হ'ল বিগত শৰ্ব্বরী!
আঁধারিয়া ভারতের হৃদয়-গগন,
স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহরি।
যবনের অবনতি করি দরশন,
নিরখিয়া মহারাষ্ট্র গৌরব বৰ্দ্ধিত,
কোন্ হিন্দুচিত্ত নাহি,—নিরাশাসদন—
হয়েছিল স্বাধীনতা আশায় পূরিত?
কিন্তু তব অস্ত সনে, কি বলিব আর,
সেই আশাজ্যোতিঃ আজি হইবে আঁধার!

(৯)

"নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার,
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোক-সিন্ধু জলে?

যাও তবে, যাও দেব! কি বলিব আর?
ফিরিও না পুনঃ বঙ্গ-উদয়-অচলে।
কি কায বল না, আহা! ফিরিয়া আবার?
ভারতে আলোক কিছু নাহি প্রয়োজন।
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ!
কালি পূর্ব্বাশার দ্বার খুলিবে যখন
ভারতে নবীন দৃশ্য করিবে দর্শন।

(১০)

"আজি গেলে, কালি পুনঃ হইবে উদয়,
গেল দিন, এই দিন ফিরিবে আবার;
ভারত-গৌরব-রবি ফিরিবার নয়,
ভারতের এই দিন ফিরিবে না আর!
ফিরিবে না মৃতদেহে বিগত জীবন,
বাঁচিবে না রণাহত অভাগা সকল;
মৃতদেহ-নিপীড়িত শুষ্ক তৃণগণ,
কিছুদিন পরে পুনঃ পাবে নব বল;
এবে মৃতদেহতলে, বৎসর অন্তরে
জনমিবে পুনর্ব্বার তাদের উপরে।

(১১)

"এস সন্ধ্যে! ফুটিয়া কি ললাটে তোমার
নক্ষত্র-রতন-রাজি করে ঝলমল?
কিংবা শুনে যবনের দুঃখসমাচার,
কপালে আঘাত বুঝি করেছে কেবল,
তাহে এই রক্তবিন্দু হয়েছে নির্গত?
এস শীঘ্র, প্রসারিয়া ধূসর অঞ্চল,

লুকাও যবনমুখ দুঃখে অবনত!
আবরিত কর শীঘ্র এই রণস্থল!
রাশি রাশি অন্ধকার করি বরিষণ,
লুকাও অভাগাদের বিকৃত বদন!

(১২)

"কালি সন্ধ্যাকালে এই হতভাগাগণ,—
অহঙ্কারে স্ফীতবুক রমণীমণ্ডলে;
কালি নিশিযোগে লয়ে রমণীরতন
আমোদে ভাসিতেছিল মন-কুতূহলে।
প্রভাতে সমরসাজে সাজিল সকল,
মধ্যাহ্নে মাতিল দর্পে কালান্তক রণে;
না ছুঁইতে প্রভাকর ভূধর-কুন্তল,
সায়াহ্নে শায়িত হ'ল অনন্ত শয়নে।
বিপক্ষ, বান্ধব, অশ্ব, অশ্বারোহিগণ,
একই শয্যায় শুয়ে ক্ষত্রিয় যবন!

(১৩)

"আসিলে যামিনী দেবী যে বঙ্গ-ভবন
আমোদে পূর্ণিত হ'ত, সঙ্গীত-হিল্লোল
উথলিত ব্যাপী ওই সুনীল গগন,
আজি সে বঙ্গেতে সুধু রোদনের রোল!
পতিহীনা, পুত্রহীনা, ভ্রাতৃহীনা নারী,
ভ্রাতার বিয়োগে ভ্রাতা, করে হাহাকার;
বজ্রসম পুত্রশোক সহিতে না পারি,
কাঁদে কত পিতা ভূমে হয়ে দীর্ঘাকার।
আজি অন্ধকার-পূর্ণ বঙ্গের-সংসার
কোন ঘরে নাই ক্ষীণ আলোক-সঞ্চার।

(১৪)

"এই নহে ভারতের রোদনের শেষ;
পলাশি-যুদ্ধের নহে এই পরিণাম।
যেই শক্তি-স্রোতস্বতী ভেদি বঙ্গদেশ
নির্গত হইল আজি, ভমি অবিশ্রাম
হিমাচল হতে বেগে করিবে গমন
কুমারীতে, লঙ্কাদ্বীপে, লঙ্ঘি পারাবার।
প্রতিদিন ইহার বাড়িবে আয়তন,
হইবে তাহাতে ভীম ঝটিকা সঞ্চার!
যবে পূর্ণবলে ক্রমে হবে বলবতী,
কার সাধ্য নিবারিবে এই স্রোতস্বতী?

(১৫)

"পলাশিতে আজি যেই ধবল জলদ
ভারত-অদৃষ্টাকাশে হইল সঞ্চার,
তিল তিল বৃদ্ধি হয়ে এ শ্বেত নীরদ
ধরিবে ভীষণ মহামেঘের আকার।
জুড়িয়া ভারত-ভূমি হবে অন্ধকার;
বহিবে প্রলয়-ঝড়, ভীম প্রভঞ্জন;
যত পুরাতন রাজ্য হবে ছারখার,
উড়িয়া যাইবে রাজা, রাজ্য সিংহাসন।
কিন্তু এই ঝড় যবে হইবে অন্তর,
ভাসিবে ভারতাকাশে শান্তি-সুধাকর

(১৬)

"শ্বেত দ্বীপ! আজি তব কি সুখের দিন!
যে রত্ন হইল তব মুকুট-ভূষণ,

একেবারে হ'য়ে হিংসা আশার অধীন,
সমুদয় ইউরোপ করিবে দর্শন।
যাও তবে সমীরণ, ঝড়বেগ ধরি,
বহ এই শুভ বার্ত্তা ইংলণ্ড ঈশ্বরে!
শুনিয়া সাগরমাঝে শ্বেতাঙ্গ-সুন্দরী
নাচিবে, মরাল যেন নীল সরোবরে।
হইবে সমস্ত দ্বীপ প্রতিধ্বনিময়,
গম্ভীরে সাগরে গাবে ইংলণ্ডের জয়।

(১৭)

"আর ভারতের?—সেই চির অধিনীর?
ভারতেরো নহে আজ অসুখের দিন।
পশিয়া পিঞ্জরান্তরে, বন-বিহগীর
কিবা সুখ, কি অসুখ?—সমান অধীন।
পরাধীন স্বর্গবাস হ'তে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস, অথবা নির্ভীক
স্বাধীন ভিক্ষুক ঐ তরুতলে বসি,
অধীন ভূপতি হতে সুখী সমধিক;
চাহি না স্বর্গের সুখ, নন্দন কানন,
যদি পাই—কিন্তু হায়! ফুরাল স্বপন!

(১৮)

"ভারতেরো নহে আজি অসুখের দিন।
আজি হ'তে যবনেরা হ'ল হতবল,
কিবা ধনী, মধ্যবিৎ কিবা দীন হীন,
আজি হ'তে নিদ্রা যাবে নির্ভয়ে সকল।
ফুরাইল যবনের রাজ্য-অভিনয়;
এত দিনে যবনিকা হইল পতন;

করাল কালের গর্ভে, বিস্মৃতি-আলয়ে,
অচিরে যবন রাজ্য হইবে স্বপন।
পুনর্ব্বার যবনিকা উঠিবে যখন,
প্রবেশিবে অভিনব অভিনেতৃগণ।

(১৯)

"আজি উচ্ছ্বসিত মনে হ'তেছে স্মরণ,
অঙ্কে অঙ্কে এই দীর্ঘ অভিনয় কালে,
কত সুখ, কত দুঃখ, কত উৎপীড়ন,
লিখিয়াছিলেন বিধি ভারত-কপালে!
দুঃখিনীর কত অশ্রু, হায়! অনিবার
ঝরিয়াছে প্রিয়তম তনয়ের তরে;
কত অত্যাচার, হায় কত অবিচার
সহিয়াছে অভাগিনী পাষাণ অন্তরে।
এখনো শরীর কাঁপে স্মরি অত্যাচার,
করাল-কৃপাণ-মুখে ধর্ম্মের বিস্তার।

(২০)

"কিন্তু বৃথা,—নাহি কাজ সুদীর্ঘ কথায়।
জানি আমি যবনের পাপ অগণিত;
জানি আমি ঘোরতর পাপের ছায়ায়
প্রতিছত্রে ইতিহাস আছে কলঙ্কিত।
আছে,—কিন্তু হায়! এই কলঙ্কসাগরে,
ছিল নাকি স্থানে স্থানে রতননিচয়
চিরোজ্জ্বল! ইতিহাসে রক্ষিত আদরে?
ছিল কি সম্রাট মাত্র সম নৃশংসয়?
পাপী আরওঙ্গজীব, আলাউদ্দিন পামর,
ছিল যদি, ছিল না কি বাবর, আকবর?

(২১)

"ঝোলে ব'লে দিবসের অঞ্চলে গোধূলি,
যতই তমসা ব'লে বোধ হয় মনে,
নাথাকিলে রবি—বিশ্ব নয়ন-পুতলী,—
দিবা ব'লে বোধ হ'ত নিশার তুলনে।
স্বাধীন অপক্ষপাতী আর্য্যরাজ্য পরে,
তেমনি যবন রাজ্য—স্বজাতিপ্রবণ—
যতই কলঙ্কে খ্যাত, কিন্তু স্থানান্তরে
এত কলুষিত বোধ হ'ত না কখন!
সন্দেহ, হইত কি রাবণ ঘৃণিত,
রামের ছায়াতে যদি না হ'ত চিত্রিত।

(২২)

"কি কাজ সে সুখ দুঃখ করিয়া স্মরণ
ক্ষত হৃদয়ের ব্যথা জাগায়ে আবার?
ক্রমে ঐ নিশীথিনী-ছায়ার মতন,
যবনের হতভাগ্য হতেছে সঞ্চার!
আরঙ্গজীব অস্ত সনে, অলক্ষিতে হায়!
প্রবেশিল যে গোধূলি মোগল-সংসারে,—
উত্তরিল নিশা আজি; ঢাকিবে ত্বরায়
প্রকাণ্ড যবনরাজ্য নিবিড় আঁধারে।
দিল্লী, মুরশিদাবাদ, হইবে এখন
যবনের গৌরবের সমাধিভবন।

(২৩)

"ছিল না ঐশ্বর্য্যে বীর্য্যে এই ধরাতলে
সমকক্ষ যবনের,—বীর-পরাক্রম

অস্তাচল হ'ত খ্যাত উদয়-অচলে।
সে বীরজাতির এই দৃঢ় সিংহাসন,
ছিল পঞ্চশত বর্ষ হিমাদ্রি মতন
অচল, অটল, রাজনৈতিক-সাগরে।
কে জানিত আজি তাহা হইবে পতন
বাঙ্গালীর মন্ত্রণায়, বণিকের করে?
কিংবা ভাগ্যদোষে যদি বিধি হয় বাম,
শেলপাতা বাজে বুকে শেলের সমান।

(২৪)

"পঞ্চশত বর্ষ পূর্ব্বে যে জাতি দুর্ব্বার,
বিক্রমে ভারতরাজ্য করিল স্থাপন;
তাহাদের সন্তান কি যত কুলাঙ্গার,
হারাইল আজি যারা সেই সিংহাসন?
ছিল যেই জাতি শ্রেষ্ঠ শৌর্য্য বীর্য্যে রত
সদা তরবারি করে, সদা রণস্থলে;
সেই জাতি এবে মগ্ন বিলাসে সতত;
ঝুলিতেছে দিবানিশি রমণী-অঞ্চলে।
কিছুদিন পরে আর,—বিধির বিধান
ক্রীড়াপটে বিরাজিবে মোগল পাঠান!

(২৫)

"অথবা অভাগাদেরে দোষি অকারণ;
দোষী বিধি, দোষী মন্দভাগিনী ভারত।
চিরস্থায়ী কোন রাজ্য ভারতে কখন
হইবে না, চিরস্থির নক্ষত্র যেমত।
না জানি কি গুপ্ত বিষ ভারত-সলিলে
ভাসে সদা, বহে স্নিগ্ধ মলয় পবনে;

তেজোময় বীরসিংহ ভারতে পশিলে,
কামিনী কোমল হয় তার পরশনে;
ইন্দ্রিয়লালসা বহে সবেগে ধমনী,
বীর্য্য হয় ভোগলিপ্সা, পুরুষ রমণী।

(২৬)

"প্রবেশিলা যে বীরত্ব-স্রোত দুর্নিবার,
আর্য্যজাতি সনে এই ভারত ভিতরে,
কি রত্ন না ফলিয়াছে গর্ভেতে তাহার?
তুচ্ছ এক কহিনুর, মুকুটে আদরে
পরিবে ইংলণ্ডেশ্বরী,—তৃতীয় নয়ন
উমার ললাটে যেন। ভারত তোমার
কত শত কহিনুরে পূজিছে চরণ
আর্য্য মন-রত্নাকর দিয়ে উপহার!
ভারতে যখন বেদ হইল সৃজন,
ভাঙ্গে নাই রোমানের গর্ভস্থ স্বপন।

(২৭)

"যেই জাতি অস্ত্রবলে কাটিয়া ভূধর
অনন্ত অজেয় সিন্ধু করিল বন্ধন;
রোধিত যাদের অস্ত্রে শূন্যে প্রভাকর,
পাতালে কাঁপিত ডরে বসুধাবাহন;
যাহাদের তীক্ষ্ণ শরে গগন ভেদিয়া,
কনকচম্পকরাশি করিল হরণ;
যাহাদের গদাঘাতে বেড়ায় ঘুরিয়া,
অনন্ত আকাশ-পথে সহস্র বারণ;
যাহাদের কীর্ত্তিকথা অমৃত সমান;
এখনো মানবজাতি সুখে করে পান;

(২৮)

"হে বিধাতঃ! কোন্ পাপ করিল সে জাতি?
কেন তাহাদের হ'ল এত অবনতি?
যেই সিংহাসনে, বীর রাবণ-অরাতি
বিরাজিত, বিরাজিত কুরুকুলপতি,
—সংখ্যাতীত নরপতি-প্রণামে যাহার
চরণে হইয়াছিল মুকুট অঙ্কিত,—
কুরুক্ষেত্রজয়ী বীর, দয়ার আধার,
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ছিল বিরাজিত;
বসিল,—লজ্জার কথা বলিব কেমনে—
যবনের ক্রীতদাস সেই সিংহাসনে!

(২৯)

"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র-মেদিনী"—
এই মহাবাক্য যার ইতিহাসগত;
সেই জাতি এ ভারত করি পরাধীনী,
—পাণিপথে আত্মদ্রোহী হ'ল আত্মহত।
সপ্তদশ অশ্বারোহী যবনের ডরে,
সোনার বাঙ্গালারাজ্য দিল বিসর্জ্জন
সূচ্যগ্র-মেদিনী স্থলে, অম্লান অন্তরে
সমগ্র ভারত, আহা! করি সমর্পণ
বিদেশীকে, আছে সুখে; জানে ভবিষ্যত
এই অবনতি কোথা হবে পরিণত!

(৩০)

"পাণিপথে যেই রবি গেলা অস্তাচলে,
ভারতে উদয় নাহি হইল আবার;

পঞ্চশত বর্ষ পরে দূর নীলাচলে
ঈষদে হাসিতেছিল কটাক্ষ তাহার।
কিন্তু পলাশিতে যেই নিবিড় নীরদ
করিল তিমিরাবৃত ভারত-গগন,
অতিক্রমি পুনঃ এই অনন্ত জলদ,
হইবে কি সেই রবি উদিত কখন?
জগতে উদয় অস্ত প্রকৃতি-নিয়ম;
কিংবা জলধরছায়া থাকে কতক্ষণ;

(৩১)

"যে আশা ভারতবাসী বীরধর্ম্ম-সনে
পলাশির রণ-রক্তে দিয়ে বিসর্জ্জন,
কহিবে না, স্মরিবে না, ভাবিবে না মনে,
কল্পনে! সে কথা মিছে কহ কি কারণ?
থাকুক পলাশি-ক্ষেত্র এখন যেমন;
থাকুক্ শোণিতে সিক্ত হত যোদ্ধৃদল,
জগতের যুগান্তর অদ্ভুত কেমন
ঘটাইবে ইহাদের শোণিত তরল!
ক্ষত বক্ষে রক্তস্রোত ছুটিল তখন
সবেগে, মোহনলাল মুদিল নয়ন।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ঃ

বৃত্র-সংহার

উনবিংশ সর্গ

গভীর ধরণীগর্ভ, গূঢ় তমোময়
নির্জ্জন দুর্গম স্থান বিশাল বিস্তৃত,
বিশ্বকর্ম্মা-শিল্পশাল ; ভীম শব্দ তায়
উঠিছে নিয়ত কত বিদারি শ্রবণ,
প্রকাণ্ড মুদ্গর-ধ্বনি কোটি কোটি যেন,
পড়িছে আঘাতি শূর্ম্মী ; নিনাদি বিকট—
সহস্র বাসুকি-গর্জ্জ ভয়ঙ্কর যথা
দগ্ধ ধাতু-স্রোত বেগে ছুটিছে সলিলে।
ধূম-বাষ্প-পরিপূর্ণ গভীর সে দেশ
সপ্তদ্বীপ-শিল্পশালা একত্রিত যেন
হইলা গহ্বরে আসি ; গাঢ়তর ধূম
ভস্মরাশি ; বাষ্পরাশি-দগ্ধ বায়ুস্তর
উঠিছে নিশ্বাস রোধি তীব্র ঘ্রাণসহ,
প্রবেশিলা পুরন্দর সে কেন্দ্র-গহ্বরে
লইয়া দধীচি-অস্থি। উচ্চ-স্তম্ভপরে
দেখিলা জ্বলিছে উর্দ্ধে জিনি সূর্য্য-আভা
তড়িৎ-পিণ্ডের শিখা, দীপের আকারে
উজলি ভূমধ্যদেশ। দেখিলা আলোকে—
ভীমবলী আখণ্ডল ধাতুস্তরমালা
পাংশুল, পাটল, শুভ্র, কৃষ্ণ, রক্ত, পীত,

বক্রগতি সর্পাকৃতি চৌদিকে ভেদিছে
মহী-দেহ, নানাবর্ণে রঞ্জিত তেমতি
যথা ঘনস্তর নানা আভাময়
পশ্চিম-গগনপ্রান্তে ভানুরশ্মি ধরি।
কোনখানে ধূম্রবর্ণ লৌহ ধাতুরাশি
পশিছে পৃথিবী-গর্ভে—শত শত যেন
মহাকায় অজগর পুচ্ছে পুচ্ছ বাঁধি
ছুটিছে মহী-জঠরে, কোনখানে শোভে
শুভ্র খড়ীকের স্তর তাড়িত-আলোকে
আভাময় ; রক্তবর্ণ তাম্রের স্তবক
কোনখানে—রুধিরাক্ত তরঙ্গ-আকৃতি
রজত-সুবর্ণরাজি অন্য ধাতুসহ
নিরখিলা আখণ্ডল সে মহী-জঠরে,
শোভাকর—শোভাকর যথা অন্ধকারে
বিজলী উজ্জ্বল আভা কাদম্বিনী-কোলে!
জ্বলিছে ভূমি অঙ্গারস্তর কত দিকে,
কোথাও বা শিখাময়, কোথা গুমি গুমি
ছড়ায়ে বিকট জ্যোতিঃ যথা ধূমধ্বজ
গৃহদাহে, কভু দীপ্ত কভু গুপ্ত ভাব!
পীতবর্ণ হরিতাল-স্তূপ কোন স্থানে
ধরে শিখা নীলবর্ণ—দীপ্তি খরতর ;
কোথাও পারদ-রাশি হ্রদের আকারে।
কোথা স্রোতে তরঙ্গিত ছুটিছে ধরায়।
অগ্রসরি কিছু দূরে দেখিলা বাসব
অগ্নি-প্রজ্বালন-যন্ত্র যেন বা আগ্নেয়
শৈলশ্রেণী সারি সারি বদন প্রসারি
উগারে অনলরাশি ধাতুরাশি সহ!
মিশেছে যে সব যন্ত্রে বায়ু-প্রবাহক

বিশাল লৌহের নল শতদিক্ হ'তে—
জরায়ু-সহিত যথা গর্ভিণী-জঠরে
গর্ভস্থ শিশুর নাড়ী মিলিত কৌশলে।
নলরাজি-অন্যমুখে প্রকাণ্ড ভীষণ
উঠিছে পড়িছে জাঁতা ধাতু বিনির্গিত,
ভয়ঙ্কর শব্দ করি—ছুটিছে পবন
কভু ধীরগতি, কভু ঘোরতর বেগে।
যন্ত্রমণ্ডলীর মাঝে বিপুল শরীর,
প্রসারিত বক্ষোদেশ, বাহু লৌহবৎ
দেবশিল্পী ঘুরাইছে চক্র লৌহময়;
ঘর্ম্মাক্ত ললাট-ঘর্ম্ম মুছি বাম-করে।
ঘুরিতেছে একবার শিল্পশাল যুড়ি
সংযোজিত পরস্পরে অদ্ভুত কৌশলে,
লক্ষ লক্ষ লৌহযন্ত্র সে চক্রের সহ,
শূর্ম্মী ঘাতি পড়ে কোটি ভীষণ মুদ্গর,
ছুটিছে শূর্ম্মীর পৃষ্ঠে শত শত স্রোতে
বাহির হইছে নিত্য কত স্তম্ভরাজি
স্ফটিক-লাঞ্ছনা আভা—শোভে চারিদিকে,
কখন বা বিশ্বকৃৎ লৌহচক্র ছাড়ি
শর্ব্বলা ধরিয়া হস্তে প্রচণ্ড আঘাতে
ভেদিশে ভুধর-অঙ্গ, তখনি সে ঘাতে
শত ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ছাড়িতে ছাড়িতে
বিদীর্ণ গিরির অঙ্গে তরঙ্গ ছুটিছে
শিল্পশালে, বারিকুণ্ড পূর্ণ করি নীরে।
কখনও বা সুরশিল্পী খুলিছেন ধীরে
ধরা-অঙ্গে আগ্নেয় পর্ব্বত আচ্ছাদন,
শিল্পশাল-বহ্নি-ধূম বাষ্প নিবারিত,—
গর্জ্জিয়া গভীর মন্দ্রে তখনি ভূধর

উগারিছে অগ্নিরাশি পাংশু ধাতু-ক্লেদ
কাঁপিতে কাঁপিতে ঘন; শূন্য ভয়ঙ্কর
পরিপূর্ণ ধূমাশ্রিত বহ্নির শিখায়;
শিলাপূর্ণ ধাতুস্রাব ভস্ম-বরিষণে
ভস্মীভূত কত দেশ অবনীপৃষ্ঠেতে,
শত শত নগরী নিমগ্ন রেণুস্তরে
গাঠে শিল্পী কত সেতু কত অট্টালিকা,
প্রাচীর, দেউল, দুর্গপ্রকরণ কত,
সুতৈজস অস্ত্র, বর্ম্ম দেখিতে অদ্ভুত।
নিরখি চলিলা ইন্দ্র, সত্বর আসিয়া
দাঁড়াইলা শিল্পী-পাশে। বিশ্বকর্ম্মা হেরি
দেবেন্দ্র বাসবে হেথা ক্ষান্ত দিলা শ্রমে।
মুছি ঘর্ম্ম আসি কাছে হইয়া প্রণত
কহে সুরশিল্পিরাজ,—"কি ভাগ্য আমার,
আমার এ ধূম্রশালে দেবেন্দ্র আপনি?
সফল আয়াস মম এত দিনে দেব!"
এতেক কহিয়া শচীনাথে আগে আগে
দেখায়ে চলিলা পথ, খুলিলা অপূর্ব্ব
অন্যের অদৃশ্য দ্বার রত্ন-গিরিদেহে,
প্রবেশিলা ইন্দ্রসহ সুরম্য আলয়ে।
রজতনির্ম্মিত গৃহ কারুকার্য্য চারু,
গলিত কাঞ্চন, লৌহ, তাম্র আদি ধাতু,
মুহূর্ত্ত-ভিতরে তায় শলাকা বৃহৎ,
সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর তার ধাতু-পত্র নানা
গঠিত আপনা হ'তে গঠিত নিমেষে
কত মূর্ত্তি—সুবলনি গঠন সুন্দর।
শ্বেত কৃষ্ণ শিলাখণ্ডে কত স্থানে সেথা
বিচিত্র সুন্দর মূর্ত্তি চারু অবয়ব,

প্রাচীর-পটল-অঙ্গে দিব্য বাতায়নে,
খচিত কাঞ্চন, মণি, হীরক, প্রবাল,
চারি ধারে স্তম্ভরাজি; চারু শোভাময়,
চারু মূর্ত্তি চারিদিকে সুন্দর ঝলসি
কমনীয় বামাতনু, পুরুষ সুঠাম,
নিরুপম-হেম-মণি-রজতনির্ম্মিত
চলিতেছে, বসিতেছে, নর্ত্তন-বাদনে
রত সদা; সচেতন যেন বা সকলি।
কত রঙ্গে কত দিকে বাজিছে বাজনা
ললিত মধুর স্বরে! কত অদ্ভুত
রহস্য বিস্ময়কর সে হর্ম্ম্য-ভিতরে;
কে বর্ণিতে পারে হায়, দেব-শিল্পখেলা!
মণ্ডিত হীরকখণ্ড সুবর্ণ-আসনে
বসাইলা আখণ্ডলে—পার্শ্বে দাঁড়াইলা
শিল্পগুরু; সুধাইলা, কি হেতু দেবেন্দ্র
সে গহ্বরে? কি মহৎ কার্য্য হেন তাঁর
সুরেন্দ্র আপনি যাহা আসেন সাধিতে,
উদ্দেশে স্মরিলে আজ্ঞা সুসিদ্ধ যাঁহার?
"হে বিশাই, দেবশিল্পি, শিল্পি-কুলেশ্বর
সুনিপুণ!" কহিলা সুরেশ স্বর্গপতি,—
"কোথা স্বর্গ? কোথা বসি স্মরিব তোমায়?
বৃত্রাসুর পাপমতি এখনও ধ্বংসিছে
সুরপুরী। উদ্ধারিতে তায়, শিবাদেশে
এ ধরণী-গর্ভে গতি মম; না মরিবে
দনুজ-ঈশ্বর অন্য শরে, বজ্রবাণ
হে কৌশলি, করহ নির্ম্মাণ ত্বরা করি;
এই অস্থি মহর্ষি দধীচি দিলা যাহা
দেবের মঙ্গলে তনু ত্যজি আপনার।

লহ বিশ্বকৃৎ, অস্ত্র গঠ অচিরাৎ,
কহিলা পিনাকী ইথে যে অস্ত্র গঠিবে,
সংহার-ত্রিশূলতুল্য তেজ সে আয়ুধে,
প্রলয়-বিষাণ শব্দে হুঙ্কারিবে সদা;
ত্রিদিবে না রবে আর দানব-উৎপাত,
বজ্র নামে সেই অস্ত্র হবে অভিহিত।"
শুনি দুঃখে দেবশিল্পী কহিলা—"সুরেশ,
ত্রিদিব উদ্ধার নহে আজও! হের, দেখ,
সাজাইতে সে সুবর্ণময়ী অমরায়
করিলা কতই যত্ন কতই গঠিনু
সুভূষণ। এখনও দনুজ দগ্ধ করে
সে নগরী? এত শ্রম বিফল আমার?
পালিব আদেশ তব, সুরকুলপতি,
ক্ষমা কর ক্ষণকাল।" বলিয়া প্রাচীরে
বসাইলা অতি ক্ষুদ্র রজত কুঞ্চিকা,
অমনি সুহেম-ঘট পূর্ণ হিমজলে,
স্বর্ণ-থালে সুরস অমরখাদ্য আহা!
কে পারে বর্ণিতে কোথা আম্র সুধাফল
ক্ষিতিতলে! রাখিলা বাসব-সন্নিধানে;
কহিলা বিশাই—"তব অভ্যর্থনা, দেব,
কি আতিথ্য সম্ভবে আমায়? দীন আমি,
ভোগবতী-বারি এই—স্বাদু সুশীতল।"
সম্প্রীত আতিথ্যে স্বরীশ্বর শচীনাথ
কহিলেন,—"হে শিল্পেশ্বর বিশ্বকৃৎ,
সঙ্কল্প করেছি আমি না ছুঁইব কিছু
পেয় ভোজ্য ত্রিজগতে, ত্রিদিব উদ্ধার
না হইলে,—নহিলে এখনি সুখে আমি
পূরাতাম অভিলাষ তব; পূর্ণপ্রীতি

আতিথ্যে তোমার।” শুনি আখণ্ডল-ব্রত
অস্থি লয়ে কর্ম্মশালে ফিরিলা সত্বর
শিল্পিরাজ, পুরন্দর ফিরিলা পশ্চাতে।
দিলা ঘুরাইয়া চক্র,—স্বান্ স্বান্ ডাকি
পড়িতে লাগিল জাঁতা, প্রবেশিল বায়ু
অগ্নি-প্রজ্বালন-যন্ত্রে খরতর তেজে
যন্ত্রগর্ভ শিখাময়; মুহূর্ত্ত-ভিতরে
অষ্ট জ্বালাযন্ত্রে অষ্ট কটাহ বৃহৎ
বসাইলা সুরশিল্পী ভীম ভুজবলে;
দিলা অষ্টধাতু তায় লৌহাদি কাঞ্চন;
দাঁড়াইলা শূর্ম্মী-পাশে সাপটি মুদ্গর।
ছুটিল ধাতুর স্রোত কটাহ হইতে
অষ্টধারে একেবারে—দৃশ্য ভয়ঙ্কর;
ঘন ঘন মুদ্গরের প্রচণ্ড আঘাত
পড়িতে লাগিল তায় বধিরি শ্রবণ।
এইরূপে ধাতুস্রাব একত্র মিশায়ে,
করি ভীম পিণ্ডাকৃতি শিল্পিকুলরাজ
নিষ্কাশিল মহাধাতু অদ্ভুত প্রকৃতি
গলিত না হয় তাহা অত্যুষ্ণ অনলে
সে ধাতু, দধীচি-অস্থি এক পাত্রে রাখি
উত্তাপিলা বিশ্বকর্ম্মা দুরন্ত উত্তাপে
ধরি তড়িত্তাপ-যন্ত্র, দুই কেন্দ্রে ছাড়ি
ছুটিল বিদ্যুৎস্রোত বিপুল তরঙ্গে
মহাতেজে তেজোময় করি সে গহ্বর।
কাঁপিতে লাগিল ধরা ঘন ভূকম্পনে,
মাটীতে ছুটিল ঢেউ, উন্নত ভূধর
ডুবিয়া হইল হ্রদ ধরণী-অঙ্গেতে,—
সে ঘোর উত্তাপে ধাতু গলিল নিমিষে।

অষ্টধাতু-পিণ্ডসহ সে পিণ্ড মিশায়ে
মহাশিল্পী আরম্ভিলা বজ্রের গঠন,
প্রকাশি কৌশলে যত নিপুণতা তাঁর।
সুবিশাল দণ্ডাকৃতি গঠিলা প্রথমে,
পরে মধ্যগত স্থূলকোণে বাঁকাইয়া
টিপিয়া গঠিলা ফলা অপূর্ব্ব-মূরতি,
দুই মুখ দ্বিবিধ আকৃতি বিভীষণ
পশাইলা অস্ত্র-অঙ্গে ভীম যন্ত্রযোগে
প্রদীপ্ত প্রচণ্ড তেজঃ, বিদ্যুৎ-অনল
জ্বলিতে লাগিল পৃষ্ঠে ফলা ভুজদ্বয়ে।
গঠিলা হরিচন্দন-ত্বকে করত্রাণ
নহে দগ্ধ যে পাদপ তড়িৎ-উত্তাপে;
অগ্নিকোষ গঠিলা তাহাতে মনোহর।
বিবিধ বিচিত্র চিত্র দিব্য শোভাকর
যন্ত্রযোগে দেবশিল্পী সহর্ষ অন্তরে,
আঁকিয়া অস্ত্রের দেহে, মূর্ত্তি নানাবিধ
(চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, গ্রহ, সাগর, সুমেরু)
অনল-রেখায় দীপ্তি—জ্বলিতে লাগিল!
আঁকিলা অমরোৎসব এক ফলাদেহে,
পারিজাত-মালা পরি অমর-অঙ্গনা
রত নৃত্য-গীত-বাদ্যে; দেবতামণ্ডলী
দেখিছে সহর্ষচিত্ত দাঁড়ায়ে অন্তরে।
আঁকিলা অন্য ফলকে, কৃতান্ত-নগরী;
ভীষণ নরককুণ্ড, পার্শ্বে যমদূত
দণ্ড হাতে দাঁড়াইয়া ভীম আঘাতিছে
নারকী প্রাণীর মুণ্ডে; আঁকিলা কোথাও
কুম্ভীপাক ঘোর হ্রদ; কোথাও ভীষণ
উচ্ছ্বাস, নরককুণ্ডে প্রাণি-কলরব;

বহিছে রুধির-হ্রদে তরঙ্গ কোথাও
কোথাও শীতোষ্ণ কুণ্ডে কাঁপিছে পাতকী।
সপ্ত দিবা-নিশাভাগে ব্যাপিত এরূপে
শিল্পশালে দেবশিল্পী—অষ্টম দিবসে
পূর্ণ অবয়ব বজ্র সৃষ্টি সমাধিলা।
অস্ত্র গড়ি বিশ্বকর্ম্মা সহাস্য-বদনে
কহিলা সুরেশে চাহি, "নিক্ষেপের প্রথা
নিবেদি চরণে, দেব, কর অবধান।
মধ্যভাগে এইরূপে দৃষ্টি আকর্ষিয়া
করত্রাণে ঢাকি কর ঘুরায়ে ঘুরায়ে
ছাড়িতে হইবে দ্রুত, তখনি দম্ভোলি
(রিপু-দম্ভবিনাশন দ্বিতীয় এ নাম)
শত্রু নাশি ক্ষণকালে ফিরিবে নিকটে।"
হেনকালে অকস্মাৎ তিন দিক্ হ'তে
দীপ্ত করি শিল্পশালা তিন মহাতেজঃ
লোহিত শ্যামল শ্বেতবরণ সুন্দর,
জ্বলিতে জ্বলিতে অস্ত্র-অঙ্গে প্রবেশিলা।
প্রণমিলা পুরন্দর তিন তেজঃ হেরি
স্মরি বিধি, বিষ্ণু, হরে, তখনি গম্ভীর
গরজিলা ভীমনাদে দম্ভোলি ভীষণ।
দেবশিল্পী দগ্ধপ্রায় সে প্রখর তেজে
না পারি ধরিতে অস্ত্র এবে গুরুভার
ছাড়ি দিলা অকস্মাৎ, ঘন ঘন ঘন
কাঁপিল ধরণী-কেন্দ্র প্রচণ্ড আঘাতে।
মহানন্দে শচীনাথ নিরখি দম্ভোলি
তুলিলা দক্ষিণ হস্তে, করিলা উদ্যম
পরখিতে অস্ত্রবরে, বিশ্বকর্ম্মা ভয়ে
করযোড়ে পুরন্দরে নিবারি কহিলা ;—

"না নিক্ষেপ অস্ত্র দেব এ মর-আলয়ে,
এখনি উৎসন্ন হবে এ বিশাল পুরী,
বহু পরিশ্রমে, প্রভু, করেছি সঞ্চয়
এ সকল ; হবে ভস্ম বজ্রের নিক্ষেপে।"
নিরস্ত বিশাই-বাক্যে, দেবকুলপতি
স্বরীশ্বর, আশীর্ব্বাদ করিলা তাহারে
আনন্দ অন্তরে শীঘ্র ছাড়ি কেন্দ্র-গুহা
বজ্র লয়ে শূন্যপথে আরোহিলা পুনঃ।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ঃ

সমুদ্র-দর্শন

একি, এ প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্মুখে আমার !
অসীম আকাশ-প্রায় নীল জল-রাশি ;
ভয়ানক তোল্‌পাড় করে অনিবার,
মুহূর্ত্তেকে যেন সব ফেলিবেক গ্রাসি !

আগু-পাছু কোটি কোটি কি কল্লোলমালা !
প্রকাণ্ড পর্ব্বত সম যেন ছুটে আসে ;
উঃ ! কি প্রচণ্ড রব ! কাণে লাগে তালা,
প্রলয়ের মেঘ যেন গরজে আকাশে !

তুলার বস্তার মত ফেনা রাশি রাশি,
তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ধায় ;
রাশি রাশি সাদা মেঘ নীলাম্বরে ভাসি,
ঝড়ের সঙ্গেতে যেন ছুটিয়া বেড়ায় !

আপনার মনে ওহে উদার সাগর,
গড়ায়ে গড়ায়ে তুমি চলেছ সদাই ;
প্রাণীদের কলরবে পোরা চরাচর,
কিন্তু তব কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই।

ধরাধামে তব সম কেহ নাহি পারে
বিস্ময়-আনন্দ-রসে আলোড়িতে মন ;
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে তোমার ভাণ্ডারে,
নিসর্গের তুমি এক বিচিত্র দর্পণ !

কোথাও ধবলাকার কেবল বরফ,
কোথাও তিমিরময় দেদার আঁধার,
কোথাও জ্বলন-জ্বালা জ্বলে দপ্‌ দপ্‌
সকল স্থানেই তুমি অনন্ত অপার।

পুরাকালে তব তটে কত কত দেশ
ঐশ্বর্য্য-কিরণে বিশ্ব করেছিল আলো ;
যেমন এখন পরি মনোহর বেশ,
কত দেশ বেলাভূমে সেজে আছে ভাল

দেবের দুর্ল্লভ লঙ্কা, ভূস্বর্গ দ্বারকা,
কালের দুর্জ্জয় যুদ্ধে হয়েছে নিধন ;
আলো করে ছিল রাত্রে যে সব তারকা,
ক্রমে ক্রমে নিবে তারা গিয়েছে কখন !

কিন্তু সেই সর্ব্বজয়ী মহাবল কাল,
যার নামে চরাচর কাঁপে থরহরি—
আপনার জয়চিহ্ন, যুঝে চিরকাল
দাগিতে পারেনি তব ললাট-উপরি।

সত্যযুগে আদি-মনু যেমন তোমায়
হেরেছেন, হেরিতেছি আমিও তেমন ;
কাল তব সঙ্গে শুধু গড়ায়ে বেড়ায়,
জাহির করিতে নারে বিক্রম আপন।

এই যে দাঁড়ায়ে পুন সেই কিনারায় !
বহিছে তরঙ্গ রঙ্গে সেই জলরাশি !
উদার সাগর দাও বিদায় আমায় !
আজিকার মত আমি আসি তবে আসি।

অক্ষয়কুমার বড়াল ঃ

মানব-বন্দনা

১

সেই আদি-যুগে যবে অসহায় নর
নেত্র মেলি' ভবে,
চাহিয়া আকাশ-পানে—কারে ডেকেছিল,
দেবে, না মানবে ?
কাতর আহ্বান সেই মেঘে মেঘে উঠি'
লুটি' গ্রহে গ্রহে,
ফিরিয়া কি আসে নাই, না পেয়ে উত্তর,
ধরায় আগ্রহে ?
সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে, মরুৎ-গর্জ্জনে,
কার অন্বেষণ ?
সে নহে বন্দনা-গীতি, ভয়ার্ত্ত—ক্ষুধার্ত্ত
খুঁজিছে স্বজন !

২

আরক্ত প্রভাত-সূর্য্য উদিল যখন
ভেদিয়া তিমিরে,
ধরিত্রী অরণ্যে ভরা, কর্দ্দমে পিচ্ছিল—
সলিলে, শিশিরে।
শাখায় ঝাপটি' পাখা গরুড় চীৎকারে,
কাণ্ডে সর্পকুল ;

সম্মুখে শ্বাপদ-সঙ্ঘ বদন ব্যাদানি'
আছাড়ে লাঙ্গুল ;
দংশিছে দংশক গাত্রে, পদে সরীসৃপ,
শূন্যে শ্যেন উড়ে ;—
কে তাহারে উদ্ধারিল ? দেব, না মানব—
প্রস্তরে লগুড়ে ?

৩

শীর্ণ অবসন্ন দেহ, গতিশক্তি-হীন,
ক্ষুধায় অস্থির ;
কে দিল তুলিয়া মুখে স্বাদু পক্ক ফল,
পত্রপুটে নীর ?
কে দিল মুছায়ে অশ্রু ? কে বুলাল কর
সর্ব্বাঙ্গে আদরে ?
কে নব-পল্লবে দিল রচিয়া শয়ন
আপন গহ্বরে ?
দিল করে পুষ্পগুচ্ছ, শিরে পুষ্পলতা,
অতিথি-সৎকার ;
নিশীথে বিচিত্র সুরে বিচিত্র ভাষায়
স্বপন-সম্ভার !

৪

শৈশবে কাহার সাথে জলে স্থলে ভ্রমি'
শিকার-সন্ধান ?
কে শিখাল ধনুর্ব্বেদ, বহিত্র-চালনা,
চর্ম্ম-পরিধান ?
অর্দ্ধ-দগ্ধ মৃগমাংস কার সাথে বসি'
করিনু ভক্ষণ ?

কাষ্ঠে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালি' কার হস্ত ধরি'
কুর্দ্দন নর্ত্তন ?
কে শিখাল শিলাস্তূপে, অশ্বত্থের মূলে
করিতে প্রণাম ?
কে শিখাল ঋতুভেদ, চন্দ্র-সূর্য্য-মেঘে,
দেব-দেবী নাম ?

৫

কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা-কর্ষণে
হইনু বাহির ?
মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি-অন্ন ঢালি'
দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর ?
সায়াহ্নে কুটীরচ্ছায়ে কার কণ্ঠ-সাথে
নিবিদ্‌ উচ্চারি ?
কার আশীর্ব্বাদ লয়ে অগ্নি সাক্ষী করি'
হইনু সংসারী ?
কে দিল ঔষধ রোগে, ক্ষতে প্রলেপন—
স্নেহে অনুরাগে ?
কার ছন্দে—সোম-গন্ধে—ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু
নিল যজ্ঞ-ভাগে ?

৬

যৌবনে সাহায্যে কার নগর-পত্তন,
প্রাসাদ-নির্ম্মাণ ?
কার ঋক্‌-সাম-যজুঃ, চরক-সুশ্রুত,
সংহিতা-পুরাণ ?
কে গঠিল দুর্গ, সেতু, পরিখা, প্রণালী,
পথ, ঘাট, মাঠ ?

কে আজ পৃথিবী-রাজ—জলে স্থলে ব্যোমে
কার রাজ্যপাট ?
পঞ্চভূত বশীভূত, প্রকৃতি উন্নীত,
কার জ্ঞানে বলে ?
ভুঞ্জিতে কাহার রাজ্য—জন্মিলেন হরি
মথুরা-কোশলে ?

৭

প্রবীণ সমাজ-পদে, আজি প্রৌঢ় আমি
জুড়ি' দুই কর,
নমি, হে বিবর্ত্ত-বুদ্ধি! বিদ্যুৎ-মোহন
বজ্রমুষ্টিধর।
চরণে ঝটিকাগতি—ছুটিছ উধাও
দলি' নীহারিকা!
উদ্দীপ্ত তৈজসনেত্র—হেরিছ নির্ভয়ে
সপ্তসূর্য্য-শিখা!
গ্রহে গ্রহে আবর্ত্তন—গভীর নিনাদ
শুনিছ শ্রবণে!
দোলে মহাকাল-কোলে অণু-পরমাণু—
বুঝিছ স্পর্শনে।

৮

নমি, হে সার্থক-কাম! স্বরূপ তোমার
নিত্য অভিনব!
নর-দেহে নহ নর, অমর-অধিক
স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য তব।
ল'য়ে সলাঙ্গুল দেহ, স্থূলবুদ্ধি তুমি
জন্মিলে জগতে,—

শুষিলে সাগর শেষে, রসাইলে মরু,
উড়ালে পর্ব্বতে!
গঠিলে আপন মূর্ত্তি—দেবতা-লাঞ্ছন,
কালের পৃষ্ঠায়!
গড়িছ—ভাঙ্গিছ তর্কে, দর্শনে, বিজ্ঞানে
আপন স্রষ্টায়!

৯

নমি হে বিশ্বগ-ভাব! আজন্ম-চঞ্চল,
বিচিত্র, বিপুল!
হেলিছ—দুলিছ সদা, পড়িছ আছাড়ি',
ভাঙ্গি' সীমা—কূল!
কি ঘর্ষণ—কি ধর্ষণ, লম্ফন—গর্জ্জন,
দ্বন্দ্ব—মহামার!
কে ডুবিল—কে উঠিল, নাহি দয়ামায়া,
নাহিক নিস্তার!
নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, নাহি ভ্রান্তি, ভয়!
কোথায়—কোথায়?
চিরদিন এক লক্ষ্য,—জীবন-বিকাশ
পরিপূর্ণ তায়!

১০

নমি তোমা, নরদেব! কি গর্ব্বে গৌরবে
দাঁড়ায়েছ তুমি!
সর্ব্বাঙ্গে প্রভাত-রশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ,
পদে শষ্পভূমি।
পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণী, সুবর্ণ-কলস
ঝলসে কিরণে;

বালকণ্ঠ-সমুত্থিত নবীন উদ্‌গীথ
গগনে পবনে।
হৃদয়-স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগৎ,
চলিছে সময়;
ভ্রূভঙ্গে—ফিরিছে সঙ্গে—ক্রম, ব্যতিক্রম,
উদয়, বিলয়!

১১

নমি আমি প্রতিজনে,—আদ্বিজ-চণ্ডাল,
প্রভু ক্রীতদাস!
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু,
সমগ্রে প্রকাশ!
নমি, কৃষি-তন্তু-জীবী, স্থপতি, তক্ষণ,
কর্ম্ম-চর্ম্ম-কার!
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড—দৃষ্টি-অগোচরে
বহ অদ্রি-ভার!
কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয়!
একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,—
আত্মার আত্মীয়!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধার প্রভাতপাখির গান !
না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।

থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়—
বাহিরিতে চায়, দেখিতে নাপায় কোথায় কারার দ্বার।

কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন !
ভাঙ্‌রে হৃদয়, ভাঙ্‌রে বাঁধন,
সাধ্‌রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর 'পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের 'পরে আঘাত কর্‌।

মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ !
উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর !

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা
আমি জগত প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরাণ ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে—প্রাণ হয়ে আছে ভোর

কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ—
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে চারি দিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর,
ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ কারা, আঘাতে আঘাত কর্‌।
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এসেছে রবির কর॥

সোনার তরী

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা,
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান-কাটা হল সারা,
ভরানদী ক্ষুরধারা খরপরশা—
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা॥

একখানি ছোটো ক্ষেত, আমি একেলা—
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়ামসী-মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা।
এপারেতে ছোটো ক্ষেত, আমি একেলা॥

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে।
ভরা পালে চলে যায়, কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দুধারে—
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে॥

ওগো, তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে?
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেয়ো যেথা যেতে চাও, যারে খুশি তারে দাও—
শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে॥

যত চাও তত লও তরণী-পরে।
আর আছে?—আর নাই, দিয়েছি ভরে।

এতকাল নদীকূলে যাহা লয়েছিনু ভুলে
সকলই দিলাম তুলে থরে বিথরে—
এখন আমারে লহো করুণা করে॥

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণ-গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি—
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী॥

মধ্যাহ্ন

বেলা দ্বিপ্রহর, ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্ধমগ্ন তরী-'পরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবে। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্যঘাট-তলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝটপটি। শ্যামশষ্পতটে তীরে
খঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি ফিরে।
চিত্রবর্ণ পতঙ্গম স্বচ্ছপক্ষভরে
আকাশে ভাসিয়া উড়ে, শৈবালের 'পরে

ক্ষণে ক্ষণে লভিয়া বিশ্রাম। রাজহাঁস
অদূরে গ্রামের ঘাটে তুলি কলভাষ
শুভ্রপক্ষ ধৌত করে সিক্ত চঞ্চুপুটে।
শুষ্ক তৃণগন্ধ বহি ধেয়ে আছে ছুটে
তপ্ত সমীরণ—চলে যায় বহুদূর।
থেকে থেকে ডেকে ওঠে গ্রামের—কুকুর
কলহে মাতিয়া। কভু শান্ত হাম্বাস্বর
কভু শালিকের ডাক, কখনো মর্ম্মর
জীর্ণ অশ্বত্থের, কভু দূর শূন্য-'পরে
চিলের সুতীব্র ধ্বনি, কভু বায়ুভরে
আর্ত শব্দ বাধা তরণীর— মধ্যাহ্নের
অব্যক্ত করুণ একতান, অরণ্যের
স্নিগ্ধচ্ছায়া, গ্রামের সুষুপ্ত শান্তিরাশি,
মাঝখানে বসে আছি আমি পরবাসী॥
প্রবাস বিরহ দুঃখ মনে নাহি বাজে,
আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে।
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে; ধরণীর বক্ষতলে
পশু পাখি পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে
পূর্ব্বজন্মের—জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে, মাতৃস্তনে শিশুর মতন,
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ॥

দেবতার গ্রাস

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে—
মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর সংগমে
তীর্থস্নান লাগি। সঙ্গীদলে গেল জুটি
কত বালবৃদ্ধ নরনারী, নৌকা দুটি
প্রস্তুত হৈল ঘাটে॥

পুণ্যলোভাতুর
মোক্ষদা কহিল আসি, 'হে দাদাঠাকুর,
আমি তব হব সাথী।' বিধবা যুবতী,
দুখানি করুণ আঁখি মানে না যুকতি,
কেবল মিনতি করে—অনুরোধ তার
এড়ানো কঠিন বড়ো। 'স্থান কোথা আর'
মৈত্র কহিলেন তারে। 'পায়ে ধরি তব'
বিধবা কহিল কাঁদি, 'স্থান করি লব
কোনোমতে একধারে।' ভিজে গেল মন,
তবু দ্বিধাভরে তারে শুধালো ব্রাহ্মণ,
'নাবালক ছেলেটির কী করিবে তবে?
উত্তর করিল নারী, 'রাখাল? সে রবে
আপন মাসির কাছে। তার জন্ম-পরে
বহুদিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে,
বাঁচিব ছিলনা আশা; অন্নদা তখন
আপন শিশুর সাথে দিয়ে তারে স্তন
মানুষ করেছে যত্নে—সেই হতে ছেলে
মাসির আদরে আছে মার কোল ফেলে।

দুরন্ত মানে না কারে করিলে শাসন
মাসি আসি অশ্রুজলে ভরিয়া নয়ন
কোলে তারে টেনে লয়। 'সে থাকিবে সুখে
মার চেয়ে আপনার মাসিমার বুকে।'

সম্মত হইল বিপ্র। মোক্ষদা সত্বর
প্রস্তুত হইল বাঁধি জিনিস-পত্তর,
প্রণমিয়া গুরুজনে, সখীদলবলে
ভাসাইয়া বিদায়ের-শোক-অশ্রুজলে।
ঘাটে আসি দেখে, সেথা আগে ভাগে ছুটি
রাখাল বসিয়া আছে তরী-'পরে উঠি
নিশ্চিন্ত নীরবে। 'তুই হেথা কেন ওরে'
মা শুধালো; সে কহিল, 'যাইব সাগরে।'
যত তার বাহু ধরি টানাটানি করে
রহিল সে তরণী আঁকড়ি। অবশেষে
ব্রাহ্মণ করুণ স্নেহে কহিলেন হেসে,
'থাক্ থাক্ সঙ্গে যাক।' মা রাগিয়া বলে,
'চল তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে।'
যেমনি সে কথা গেল আপনার কাণে,
অমনি মায়ের বক্ষ অনুতাপ বাণে
বিঁধিয়া কাঁদিয়া উঠে। মুদিয়া নয়ন
'নারায়ণ নারায়ণ' করিলা স্মরণ।
পুত্রে নিল কোলে তুলি, তার সর্ব্বদেহে
করুণ কল্যাণহস্ত বুলাইল স্নেহে।
মৈত্র তারে ডাকি ধীরে চুপি চুপি কয়,
'ছি ছি ছি, এমন কথা বলিবার নয়।'

রাখাল যাইবে সাথে স্থির হল কথা—
অন্নদা লোকের মুখে শুনি সে বারতা

ছুটে আসি বলে, 'বাছা, কোথা যাবি ওরে!'
রাখাল কহিল হাসি, 'চলিনু সাগরে,
আবার ফিরিব মাসি।' পাগলের প্রায়
অন্নদা কহিল ডাকি, 'ঠাকুরমশায়,
বড়ো যে দুরন্ত ছেলে রাখাল আমার,
কে তাহারে সামালিবে! জন্ম হতে তার
মাসি ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকে নি কোথাও;
কোথা এরে নিয়ে যাবে, ফিরে দিয়ে যাও।'
রাখাল কহিল, 'মাসি, যাইব সাগরে,
আবার ফিরিব আমি।' বিপ্র স্নেহভরে
কহিলেন, 'যতক্ষণ আমি আছি ভাই,
তোমার রাখাল লাগি কোনো ভয় নাই।
এখন শীতের দিন, শান্ত নদীনদ,
অনেক যাত্রীর মেলা পথের বিপদ
কিছু নাই—যাতায়াত মাস-দুই কাল—
তোমারে ফিরায়ে দিব তোমার রাখাল।'

শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি নৌকা দিল ছাড়ি।
দাঁড়ায়ে রহিল ঘাটে যত কুলনারী
অশ্রুচোখে। হেমন্তের প্রভাত শিশিরে
চলচল করে গ্রাম চূর্ণীনদী তীরে॥
যাত্রীদল ফিরে আসে; সাঙ্গ হল মেলা,
তরণী তীরেতে বাঁধা অপরাহ্ণবেলা
জোয়ারের আশে। কৌতূহল অবসান,
কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ
মাসির কোলের লাগি। জল শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।

মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছল-ভরা, তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের, লালায়িত মুখ।
হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক,
অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন,
সর্ব্ব-উপদ্রবসহা আনন্দভবন
শ্যামল কোমলা! যেথা যে কেহই থাকে
অদৃশ্য দুবাহু মেলি টানিছ তাহাকে
অহরহ, অয়ি মুগ্ধে, কী বিপুল টানে
দিগন্ত বিস্তৃত তব শান্ত বক্ষ-পানে!

চঞ্চল বালক আসি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
অধীর উৎসুক কণ্ঠে শুধায় ব্রাহ্মণে,
'ঠাকুর, কখন আজি আসিবে জোয়ার?'

সহসা স্তিমিত জলে আবেগ সঞ্চার
দুই কূল চেতাইল আশার সংবাদে,
ফিরিল তরীর মুখ, মৃদু আর্তনাদে
কাছিতে পরিল টান, কলশব্দগীতে
সিন্ধুর বিজয়রথ পশিল নদীতে—
আসিল জোয়ার। মাঝি দেবতারে স্মরি
ত্বরিত উত্তরমুখে খুলে দিল তরী।
রাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের কাছে,
'দেশে পঁহুছিতে আর কতদিন আছে?'

সূর্য্য অস্ত না যাইতে, ক্রোশ দুই ছেড়ে
উত্তর বায়ুর বেগ ক্রমে উঠে বেড়ে।

রূপনারাণের মুখে পড়ি বালুচর
সংকীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তরসমীরে
উত্তাল উদ্দাম। 'তরণী ভিড়াও তীরে'
উচ্চকণ্ঠে বারম্বার কহে যাত্রীদল!
কোথা তীর! চারি দিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্রনৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে। এক দিকে যায় দেখা
অতিদূর তীরপ্রান্তে নীল বনরেখা—
অন্যদিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্য্যাস্ত-পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধত বিদ্রোহভরে। নাহি মানে হাল,
ঘুরে তলমল তরী অশান্ত মাতাল
মূঢ়সম। তীব্র শীতপবনের সনে
মিশিয়া ত্রাসের হিম নরনারীগণে
কাঁপাইছে থরহরি। কেহ হতবাক্,
কেহ-বা ক্রন্দন করে ছাড়ি উর্দ্ধডাক
ডাকি আত্মজনে। মৈত্র শুষ্ক পাংশুমুখে
চক্ষু মুদি করে জপ। জননীর বুকে
রাখাল লুকায়ে মুখ কাঁপিছে নীরবে।
তখন বিপন্ন মাঝি ডাকি কহে সবে,
'বাবারে দিয়েছি ফাঁকি তোমাদের কেউ,
যা মেনেছে দেয় নাই, তাই এত ঢেউ—
অসময়ে এ তুফান। শুন এই বেলা,
করহ মানত রক্ষা, করিয়ো না খেলা,
ক্রুদ্ধ দেবতার সনে।' যার যত ছিল
অর্থ বস্ত্র যাহা-কিছু জলে ফেলি দিল

না করি বিচার। তবু, তখনি পলকে
তরীতে উঠিল জল দারুণ ঝলকে।
মাজি কহে পুনর্বার, 'দেবতার ধন
কে যায় ফিরায়ে লয়ে, এই বেলা শোন্।'
ব্রাহ্মণ সহসা উঠি কহিলা তখনি
মোক্ষদারে লক্ষ্য করি, 'এই সে রমণী
দেবতারে সপি দিয়া আপনার ছেলে
চুরি করে নিয়ে যায়।' 'দাও তারে ফেলে'
এক বাক্যে গর্জি উঠে তরাসে নিষ্ঠুর
যাত্রীসবে। কহে নারী, 'হে দাদাঠাকুর,
রক্ষা করো, রক্ষা করো!' দুই দৃঢ় করে
রাখালেরে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরে॥

ভৎসিয়া গর্জিয়া উঠি কহিলা ব্রাহ্মণ,
'আমি তোর রক্ষাকর্তা! রোষে নিশ্চেতন
মা হয়ে আপন পুত্র দিলি দেবতারে,
শেষকালে আমি রক্ষা করিব তাহারে!
শোধ্ দেবতার ঋণ, সত্য ভঙ্গ ক'রে
এতগুলি প্রাণী তুই ডুবাবি সাগরে।'

মোক্ষদা কহিল, 'অতি মূর্খ নারী আমি,
কী বলেছি রোষবশে ওগো অন্তর্যামী,
সেই সত্য হল! সে যে মিথ্যা কতদূর
তখনি শুনে কি তুমি বোঝনি ঠাকুর!
শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা!
শোননি কি জননীর অন্তরের কথা!

বলিতে বলিতে যত মিলি মাঝি দাঁড়ি
বল করি রাখালেরে নিল ছিঁড়ি কাড়ি

মার বক্ষ হতে। মৈত্র মুদি দুই আঁখি
ফিরায়ে রহিল মুখ কাণে হাত ঢাকি
দন্তে দন্ত চাপি বলে। কে তারে সহসা
মর্মে মর্মে আঘাতিল বিদ্যুতের কশা—
দংশিল বৃশ্চিকদংশ। 'মাসি! মাসি! মাসি'
বিন্ধিল বহ্নির শলা রুদ্ধ কর্ণে আসি
নিরূপায় অনাথের অন্তিমের ডাক।
চীৎকারি উঠিল বিপ্র, 'রাখ! রাখ! রাখ!'
চকিতে হেরিল চাহি মূর্চ্ছি আছে পড়ে
মোক্ষদা চরণে তাঁহার। মুহূর্তের তরে
ফুটন্ত তরঙ্গ-মাজে মেলি আর্তচোখ
'মাসি' বলি ফুকারিয়া মিলালো বালক
অনন্ততিমির তলে। শুধু ক্ষীণ মুঠি
বারেক ব্যাকুল বলে উর্ধ্ব-পানে উঠি
আকাশে আশ্রয় খুঁজি ডুবিল হতাশে।

'ফিরায়ে আনিব তোরে'—কহি উর্ধ্বশ্বাসে
ব্রাহ্মণ মুহূর্তমাঝে ঝাঁপ দিল জলে।
আর উঠিল না। সূর্য্য গেল অস্তাচলে॥

———

বলাকা

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলামের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হ'ল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার ;
দিনের ভাটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে ;
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার-স্তব্ধ সারে সারে ;
মনে হল, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি—
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি ॥

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে ॥

হে হংসবলাকা,
ঝঞ্ঝামদরসে-মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
ওই পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অপ্সরারমণী,
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমিরগমন
শিহরিল দেওদার-বন ॥

মনে হল, এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্ব্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি,
হে পাখা বিবাগি !
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে—
'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে !'
হে হংসবলাকা
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে নিস্তব্ধতার ঢাকা।
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ—'পরে ঝাপটিছে ডানা ;
মাটির আঁধার-নীচে, কে জানে ঠিকানা,
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি—
এই গিরিরাজি

এই বন চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে॥

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনে রাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে!'

বৃক্ষবন্দনা

অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্য্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ—
উদ্ধশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে॥

সেদিন অম্বর মাঝে
শ্যামে নীলে মিশ্রমন্ত্রে স্বর্গলোকে জ্যোতিষ্ক সমাজে
মর্ত্তের মাহাত্ম্যগান করিলে ঘোষণা। যে জীবন
মরণ তোরণ দ্বার বারম্বার করি উত্তরণ
যাত্রা করে যুগে যুগে অনন্তকালের তীর্থপথে
নব নব পান্থশালে বিচিত্র নূতন দেহরথে,

তাহারি বিজয়ধ্বজা উড়াইলে নিঃশঙ্ক-গৌরবে
অজ্ঞাতের সম্মুখে দাঁড়ায়ে। তোমার নিঃশব্দ রবে
প্রথম ভেঙেছে স্বপ্ন ধরিত্রীর, চমকি উল্লসি
নিজেরে পড়েছে তার মনে—দেবকন্যা দুঃসাহসী
কবে যাত্রা করেছিল জ্যোতিঃস্বর্গ ছাড়ি দীনবেশে
পাংশুম্লান গৈরিকবসন-পরা, খণ্ডকালে দেশে
অমরার আনন্দেরে খণ্ড খণ্ড ভোগ করিবারে
দুঃখের সংঘাতে তারে বিদীর্ণ করিয়া বারে বারে
নিবিড় করিয়া পেতে॥

মৃত্তিকার হে বীরসন্তান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গহতে; যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে;
সন্তরি সমুদ্র-উর্মি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে
শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়;
দুস্তর শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয় আখ্যানলিপি লিখি দিলে পল্লব-অক্ষরে
ধূলিরে করিয়া মুগ্ধ; চিহ্নহীন প্রান্তরে প্রান্তরে
ব্যাপিলে আপন পন্থা॥

বাণীশূন্য ছিল একদিন
জল স্থল শূন্যতল, ঋতুর উৎসবমন্ত্র-হীন;
শাখায় রচিলে তব সংগীতের আদিম আশ্রয়—
যে গানে চঞ্চল বায়ু নিজের লভিল পরিচয়,
সুরের বিচিত্র বর্ণে আপনার দৃশ্যহীন তনু
রঞ্জিত করিয়া নিল, অঙ্কিল গানের ইন্দ্রধনু
উত্তরীর প্রান্তে প্রান্তে। সুন্দরের প্রাণমূর্তিখানি
মৃত্তিকার মর্তপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি
টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্য্যলোক হতে—
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বর্ণিলে আলোতে।

ইন্দ্রের অপ্সরী আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি লীলানৃত্যে করেছে কর্ষণ
যৌবন-অমৃত-রস—তুমি তাই নিলে ভরি ভরি
আপনার পত্রপুষ্পপটে, অনন্ত যৌবনা করি
সাজাইলে বসুন্ধরা ॥

হে নিস্তব্ধ, হে মহা গম্ভীর,
বীর্য্যেরে বাঁধিয়া ধৈর্য্যে শান্তিরূপ দেখালে শক্তির।
তাই আসি তোমার আশ্রয়ে শান্তিদীক্ষা লভিবারে,
শুনিতে মৌনের মহাবাণী ; দুশ্চিন্তার গুরুভারে
নতশীর্ষ, বিলুণ্ঠিত শ্যামসৌম্যচ্ছায়াতলে তব—
প্রাণের উদার রূপ, রসরূপ নিত্য নব নব,
বিশ্বজয়ী বীররূপ, ধরণীর বাণীরূপ তার
লভিতে আপন প্রাণে। ধ্যানবলে তোমার মাঝার
গেছি আমি, জেনেছি—সূর্য্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিরূপে
সৃষ্টি যজ্ঞে যেই হোম তোমার সত্তায় চুপে চুপে
ধরে তাই শ্যামস্নিগ্ধরূপ। ওগো সূর্য্যরশ্মি পায়ী,
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই
যে তেজে ভরিলে মজ্জা মানবেরে তাই করি দান
করেছ জগৎ-জয়ী, দিলে তারে পরম সম্মান,
হয়েছে সে দেবতার প্রতিস্পর্দ্ধী—সে অগ্নিচ্ছটায়
প্রদীপ্ত তাহার শক্তি বিশ্বতলে বিস্ময় ঘটায়
ভেদিয়া দুঃসাধ্য বিঘ্ন বাধা। তব প্রাণে প্রাণবান,
তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীয়ান,
সজ্জিত তোমার মাল্যে যে মানব তারি দূত হয়ে,
ওগো মানবের বন্ধু, আজি এই কাব্য-অর্ঘ্য লয়ে
শ্যামের বাঁশির তানে মুগ্ধ কবি আমি
অর্পিলাম তোমারে প্রণমি ॥

প্রণাম

অর্থ কিছু বুঝি নাই, কুড়ায়ে পেয়েছি কবে জানি
নানা-বর্ণে-চিত্র-করা বিচিত্রের নর্মবাঁশিখানি
যাত্রাপথে। সে প্রত্যুষে প্রদোষের আলো অন্ধকার
প্রথম মিলনক্ষণে দোঁহে পেল পুলক দোঁহার
রক্ত-অবগুণ্ঠনচ্ছায়ায়। মহামৌন-পারাবারে
প্রভাতের বাণীবন্যা চঞ্চলি মিলিল শতধারে,
তুলিল হিল্লোলদোল। কত যাত্রী গেল কত পথে
দুর্লভ ধনের লাগি অভ্রভেদী দুর্গম পর্বতে
দুস্তর সাগর উত্তরিয়া। শুধু মোর রাত্রি দিন,
শুধু মোর আনমনে পথ-চলা হল অর্থহীন।
গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশি কিছু
হয় নি সঞ্চয় করা—অধরার গেছি পিছু পিছু।
আমি শুধু বাঁশরিতে ভরিয়াছি প্রাণের নিশ্বাস,
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্তুতে। ফুল ফোটাবার আগে
ফাল্গুনে তরুর মর্মে বেদনার যে স্পন্দন জাগে
আমন্ত্রণ করেছিনু তারে মোর মুগ্ধ রাগিণীতে
উৎকণ্ঠাকম্পিত মূর্চ্ছনায়। ছিন্ন পত্র মোর গীতে
ফেলে গেছে শেষ দীর্ঘশ্বাস। ধরণীর অন্তঃপুরে
রবি রশ্মি নামে যবে, তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অঙ্কুরে
যে নিঃশব্দ হুলুধ্বনি দূরে দূরে যায় বিস্তারিয়া
ধূসর যবনি-অন্তরালে, তারে দিনু উৎসারিয়া
এ বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে; যে বিরাট গূঢ় অনুভবে
রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে

আলোকবন্দনামন্ত্র-জপে—আমার বাঁশিরে রাখি
আপন বক্ষের 'পরে, তারে আমি পেয়েছি একাকী
হৃদয়কম্পনে মম ; যে বন্দী গোপন গন্ধখানি
কিশোর কোরক-মাঝে স্বপ্নস্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি
পূজার নৈবেদ্যডালি, সংশয়িত তাহার বেদনা
সংগ্রহ করেছে গানে আমার বাঁশির কলস্বনা।
চেতনা সিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গগর্জনে
নটরাজ করে নৃত্য, উন্মুখর অট্টহাস্য-সনে
অতল অশ্রুর লীলা মিলে গিয়ে কলরলরোলে
উঠিতেছে রণি রণি—ছায়া রৌদ্র সে দোলায় দোলে
অশ্রান্ত উল্লোলে। আমি, তীরে বসি তারি রুদ্রতালে
গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
অনন্তের আনন্দবেদনা। নিখিলের অনুভূতি
সংগীতসাধনা-মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকুতি।
এই গীতিপথপ্রান্তে, হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে ; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি—এই মোর রহিল প্রণাম॥

সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত ঃ

চার্ব্বাক ও মঞ্জুভাষা

বনপথে চলেছে চার্ব্বাক,
সূর্য্যতাপে স্পন্দিত সে বন ;
ক্লান্ত আঁখি, চিন্তিত নির্ব্বাক,
বিনা কাজে ফিরিছে ভুবন।

হ্রদের দক্ষিণ কূলে ভিড়ি'
শ্যাম-লেখা শোভিছে শৈবাল,
মরালীর পক্ষে চঞ্চু রাখি'
আঁখি মুদে চলেছে মরাল।

তীরে তীরে ঘন সারি দিয়ে
দেবদারু গড়েছে প্রাচীর,
বনস্থলী-মধুচক্র ভরি'
রশ্মি মধু ঝরিছে মদির।

চলিয়াছে চার্ব্বাক কিশোর,
ভ্রূকুঞ্চিত দৃঢ় ওষ্ঠাধর ;
শিশিরের পদ্মকলি সম
রুদ্ধ প্রাণে দ্বন্দ্ব নিরন্তর।

"কে বলে বিধাতা আছে, হায়,
কে বলে সে জগতের পিতা,
পিতা কবে সন্তানে কাঁদায়,—
ক্ষুধায় কাঁদিলে দেয় তিতা।

"পিতা যদি সর্ব্বশক্তিমান
পুত্র কেন তাপের অধীন ?
পিতা যদি দয়ার নিধান
পুত্র কেন কাঁদে চিরদিন ?

"বালকের অ-খল হৃদয়ে
আমিও করেছি আরাধন,
ধ্রুব কি প্রহ্লাদ বুঝি কভু
জানে নাই ভকতি তেমন!

"ফল তার ?—পদে পদে বাধা
আজনম,—বুঝি আমরণ !
মরণের পর কিবা আর ?
নাহি—নাহি—নাহি কোন জন।"

অকস্মাৎ চাহিল চার্ব্বাক—
পশ্চিমে পড়েছে হেলে রবি,
রশ্মি-রসে ডুবু-ডুবু বন
আবির্ভূতা বনে বনদেবী!

মঞ্জুভাষা, রূপে বনদেবী,
শিরে ধরি পাষাণ কলস,
আসে ধীরে আশ্রম-বাহিরে
গতি ধীর মন্থর, অলস।

পর্ণরাশি-মর্ম্মর মঞ্জীর
পদতলে মরিছে গুঞ্জরি';
অযতনে কুন্তলে বল্কলে
লগ্ন তার নীবার-মঞ্জরী।

লতিকার তন্তু সে অলক,
মঙ্গল-প্রদীপ আঁখি তার;
পরিপূর সংযত পুলকে
কপোল সে পুষ্প মহুয়ার।

ওষ্ঠে তার জাগ্রত কৌতুক,
অধরেতে সুপ্ত অভিমান;
বাহুলতা চন্দনের শাখা,
বর্ণ তার চন্দ্রিকা সমান।

চাহিয়া সহসা বালা ডাকিল চার্ব্বাকে—
"ওগো! শোনো শোনো!
শুনিনু এনেছ তুমি মৃগ-শিশু এক,
আছে কি এখনো ?"

মনভুলে চেয়ে ছিল মুখপানে তার
বিস্ময়ে চার্ব্বাক,
নীরব হইল বালা; কি দিবে উত্তর ?
বিষম বিপাক!

কহে শেষে ক্ষীণ হেসে গদগদ বচন—
"সুন্দর হরিণ
চিত্রিত শরীর তার সোনার বরণ;—
যেয়ো একদিন।

আজ যাবে!"—মুখ চেয়ে জিজ্ঞাসে চার্ব্বাক
ভরসা ও ভয়ে;
মঞ্জুভাষা কহে, "না, না, আজ ?—আজ থাক্!"
—আধেক বিস্ময়ে।

সহসা সম্বরি' আপনায়
কহে বালা চাহি মুখপানে,
"শুনিনু মা-হারা মৃগ-শিশু,
মৃত মৃগী কিরাতের বাণে ;

ইচ্ছা করে পালিতে তাহায়,—
শিশু সে যে মা-হারা হরিণ !
পড় তুমি,—অবসর না থাকে তোমার,—
বলিলে পালিতে পারি আমি সারাদিন।

বল, আমি মা হ'ব তাহার।"
"তাই হোক্"—কহিল চার্ব্বাক্,
আমার স্নেহের ধনে তব স্নেহ-ধার
দিয়ো তুমি।" কহি' যুবা হইল নির্ব্বাক্।

কৌতুকে চাহিয়া মুখপানে
মঞ্জুভাষা মঞ্জুলীলাভরে
চলে গেল মরাল গমনে
জল নিতে ক্রৌঞ্চ-সরোবরে।

আশার বাতাসে করি ভর
ফিরে এল চার্ব্বাক কুটীরে,
ভাষাহীন আশার আবেশে
সুখভরে চুমে মৃগটিরে।

"এ আনন্দ কে দিল আমায় ?—
আশা-সুখে মন পরিপূর !
এত দিন চিনি নি তোমায় ;
আজ বটে দয়ার ঠাকুর !"

রাত্রি এল ; শয্যাতলে জাগিয়া চার্ব্বাক,
আশা-সুখে ধন্য মানে জন্ম আপনার ;
নির্গুণ মহেশে যেই করিয়াছে হেলা,
আনন্দ-মূর্ত্তিতে হিয়া পূর্ণ আজি তার !

তাজ

কবর যে খুসী বলে বলুক তোমায়
আমি জানি তুমি মন্দির !
চির-নিরমল তব মূরতির ভায়
মৃত্যু নোয়ায় নিজ শির !
প্রেমের দেউল তুমি মরণ-বেলায়,
শিরোমণি তুমি ধরণীর।

তীর্থ তুমি গো তাজ নিখিল প্রেমীর,
মরমীর হিয়ার আরাম,
অশ্রু-সায়রে তুমি অমল-শরীর
কমল-কোরক অভিরাম !
তনু-সম্পুট তুমি চির-ঘরণীর,
মৃত্যু-বিজয় তব নাম !

ঘুমায় তোমাতে প্রেম-পূর্ণিমা-চাঁদ,—
এমন উজল তুমি তাই,
চাঁদের অমিয়া পেয়ে এই আহ্লাদ
কোনোখানে কিছু গ্লানি নাই ;

ওগো ধবলীয়া মেঘ! আলোর প্রসাদ
ঝরে ঘিরি' তোমারে সদাই!

যমুনা প্রেমের ধারা জানি ছুনিয়ায়,—
তীর তার ঘিরি চিরদিন
পিরীতির স্মৃতি যত জেগে আছে, হায়,
অতীত প্রেমের পদ-চিন্,
ব্রজে কিবা মথুরায় কিবা আগ্রায়
রাজা ও রাখাল প্রেমে লীন।

প্রেম-যমুনার জল প্রেমে সে বিধুর
কাজ্‌রী-কাফিতে উন্মাদ—
গোকুলে সে পিয়াইল রসে পরিপূর
পিরীতির মহুয়া অগাধ;
শাজাহাঁ-তাজের প্রাণে সঁপিল মধুর
দম্পতী-প্রেমের সোয়াদ!

জগতে দ্বিতীয় রুরু রাজা শাজাহান
দেবতার মত প্রেম তার,
দিয়ে দান আপনার অর্দ্ধেক প্রাণ
মরণ সে ঘুচাল প্রিয়ার।
মরণের মাঝে পেল সুধা-সন্ধান,
মৃত প্রিয়া স্মরণে সাকার!

কী প্রেম তোমার ছিল—চির-নিরলস,
কী মমতা হে মোগল-রাজ!
পালিলে শোকের বোজা কত না বরষ—
ফল ভক্ষি' পরি' দীন সাজ!
কৃচ্ছের শেষে বিধি পূরাল মানস—
উদিল ইদের চাঁদ—তাজ।

ভেবেছিলে শোকাহত! হারায়ে প্রিয়ায়
ভেবেছিলে স'ব হ'ল ধূল্;
হে প্রেমী! বেঁধেছে বিধি একটি তোড়ায়
চামেলি ও আফিমের ফুল;
ঝরেছে আফিম-ফুল মরণের ঘায়,
বাঁচে তবু চামেলি অতুল!

টুটেছে রূপের বাসা, জেগে আছে প্রেম,
বেঁচে আছে চামেলি অমল;
মরণে পুড়েছে খাদ, আছে শুধু হেম
যাত্রীর চির-সম্বল।
কামনা-আকুতি-হীন আছে প্রেম, ক্ষেম,
অমলিন আছে আঁখিজল।

রচিয়াছ রাজা-কবি! কাহিনী প্রিয়ার,
আঁখিজল-জমানো বরফ—;
সমতুল মর্ম্মর—কাগজ তুষার,
ছুনিয়ার মাণিক হরফ;
বিরহী গেঁথেছ এ কি মিলনের হার!
কায়া ধরি' জাগে তব তপ!

ভালোবাসা ভেঙে যাওয়া সে যে হাহাকার,—
তার চেয়ে ব্যথা নাই, হায়;
প্রেম টুটিবার আগে প্রেমের আধার
টুটে যাওয়া ভালো বসুধায়;
নিরাধার প্রেমধারা ভরি সংসার
উছলি পরশে অমরায়।

সে প্রেম অমর করে ধরায় ধূলায়,
সে প্রেমের রূপ অপরূপ,

সে প্রেম দেউল রচি' আকাশ গুহায়
জ্বালে তায় চির-পূজা-ধূপ ;
সম্রাট ; সেই প্রেমে প্রাণে তব ভায়
মরলোকে অমৃত স-রূপ।

সে প্রেমের ভাগ পেয়ে শিলামর্ম্মর
মর্ম্মের ভাষা কয় আজ,
কামিনী-পাপড়ি হেন হয় প্রস্তর,
হয় শিলা ফুলময় তাজ!
চামেলী মালতী যুথি ময় সুন্দর
ছত্রে বিরাজে মমতাজ!

যে ছিল প্রেয়সী, আজি দেবী সে তোমার
তুমি তার গড়েছ দেউল,
অঞ্জলি দেছ রাজা! মণি-সম্ভার
কাঞ্চন-রতনের ফুল।
ঢেকেছ লোতির জালে দেহ-বেদী তার
অশ্রু-মুকুতা-সমতুল।

সিংহলী নীলা, রাঙা, আরবী প্রবাল,
তিব্বতী ফিরোজা পাথর,
বুন্দেলী হীরা-রাশি, আরকানী লাল,
সুলেমানী মণি থরে থর ;
ইরাণী গোমেধ, মরকত থাল থাল
পোখরাজ, বুঁদি গুল্নর,

চার-কো পাহার-ভাঙা মসী-মর্ম্মর,
চীনা তুঁতী, অমল স্ফটিক,
যশল্মীরের শোভা মিশ্র-বদর
এনেছ চুঁড়িয়া সব দিক,

মধুমৎত্বিষ্ মণি ঢুধিয়া পাথর
দেউলে দেওয়ালী মণি-শিখ।

সাত-শো রাজার ধন মানস মাণিক
সঁপেছ তা সবার উপর,
তাই তো তাজের ভাতি আজি অনিমিখ্
তাই তো সে চির সুন্দর ;
তাই শিস্ দিয়ে ফেরে নন্দন-পিক
গায় কাণে গান মনোহর।

তাই তব প্রেয়সীর শুভ কামনায়
ওঠে যবে প্রার্থনা-গান,
মর্ম্মর গম্বুজ ভরি' ধ্বনি ধায়,—
পরশে সে সপ্ত বিমান,
লুফে লুফে ব্যোমচারী মুখে মুখে তায়
দেবতায় সঁপে সেই তান।

সে ছিল বধূ ও জায়া, মাতা তনয়ের,
তবু সে যে উর্ব্বশী প্রায়
চির প্রিয়া, চির রাণী, নিধি হৃদয়ের,
চির প্রেম লুটে তার পায় ;
চির-আরধানা সে যে প্রেম-নিষ্ঠের
চির-চাঁদ স্মৃতি-জ্যোৎস্নায়।

বাদ্শাহী উরে গেছে, ডুবেছে বিলাস,
ভালোবাসা জাগে শুধু আজ,
জেগে আছে দম্পতি প্রেম অবিনাশ,
জেগে আছে দেহী প্রেম তাজ,
জগতের বুক ভরি উজলি' আকাশ
প্রিয় স্মৃতি করিছে বিরাজ।

উজল টুক্‌রা তাজ চন্দ্রলোকের
পড়েছে গো খসে ছুনিয়ায়,
এ যে মহা-মৌক্তিক দিগ্ বারণের
মহাশোক-অঙ্কুশ-ঘায়
এসেছে বাহিরি',—নিধি সৌন্দর্য্যের—
প্রেমের কিরীটে শোভা পায়।

মনো-যতনের সনে মণি-রতনের
দিল বিয়া রাজা শাজাহান,
পুণ্য-প্রতিমা পানে চাহিয়া তাজের
কেটে গেল কত দিনমান,
বিরহীর অবসান হ'ল বিরহের
যেইক্ষণে টুটিল পরাণ।

সাধক পাইল ফিরে সাধনার ধন,
প্রেমিক পাইল প্রেমিকায়,
হৃদয় হৃদয় পেল, মন পেল মন,
কবরে মিলিল কায়ে কায়;
ঘটাইল বারে বারে নিয়তি মিলন
জীবনে,—মরণে পুনরায়।

গোলাপ ফোটে না আর,—গোলাপের বাস
হেথা তবু ঘোরে নিশিদিন,
আকাশের কামধেনু ঢালে স্মিত হাস
শীর্ণির ক্ষীরধারা ক্ষীণ;
মৌন হাওয়ায় পড়ে চাপা নিশ্বাস
যমুনা সে শোনে তটলীন।

মরণের কালি হেথা পায় না আমল,
শ্মশান—ভীষণ তবু নয়,

বিলাস-ভূষণে তাজ নহে টল্‌মল্
রাজা হেথা প্রতাপী প্রণয়;
মৃত্যুর অধিকার করিয়া দখল
জাগে প্রেম, জাগে প্রেমময়।

আজিকে ছুয়ারে নাই চাঁদির কবাট—
মোতির কবর-পোষ আর,
তনু-বেদী ঘিরি' নাই কাঞ্চন ঠাট',
বাগিচায় নাহিক বাহার;
তবু এ অভ্র-ভেদী জ্যোৎস্না জমাট
রাজাসন প্রেম-দেবতার।

মখ্‌মল—ঝলমল্ পড়ে না কানাৎ
শাজাদীরা আছে না কেহই,
করে না শ্রাদ্ধদিনে কেহ খয়রাৎ
খিরনির তরুগুলি বই;
বাদশা ঘুমান্ হেথা বেগমের সাথ;—
অবাক! চাহিয়া শুধু রই!

ঝরে গেছে মোগলের আফিমের ফুল—
মণিময় ময়ুর-আসন,
কবরে জেগেছে তার চামেলি মুকুল
মরণের নামানি শাসন;
অমল সে ফুলে চেয়ে যত বুলবুল্
জুড়িয়াছে পুলক-ভাসন।

জিত মরণের বুকে গাড়িয়া নিশান,
জয়ী প্রেম তোলে হের শির,

ধবল বিপুল বাহু মেলি চারিখান
ঘোষে জয় মৌন গভীর,
চির সুন্দর তাজ প্রেমে নিরমাণ
শিরোমণি মরণ-ফণীর।

নমস্কার

নমস্কার! করি নমস্কার!
কবিতা-কমলকুঞ্জ উল্লসিত আবির্ভাবে যার,
আনন্দের ইন্দ্রধনু মোহে মন যাহার ইঙ্গিতে,
আত্মার সৌরভে যার স্বর্গ নদী রহে তরঙ্গিতে,
কূজনে গুঞ্জনে গানে মর্ত্ত হ'ল স্ফূর্ত্তি-পারাবার,
অন্তরের মূর্ত্তিমন্ত ঋতুরাজ বসন্ত সাকার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

ফটিক জলের তৃষ্ণা যে চাতক জাগাইল প্রাণে,
অমর করিল বঙ্গে মৃত্যু-হরা মৃত্যু-হারা তানে;
ছাতারে মুখর যুগে গাহিল যে চকোরের গান,—
করিল যে করা'ল যে জনে জনে চন্দ্র-সুধা পান;
তত্ত্বের নিথরে যেবা বিথারিল রসের পাথার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

চন্দন-তরুর বনে বাঁধিল যে বাণীর বসতি;
দুর্লভ চন্দন-কাঠে কঁড়ে বাঁধা শিখেছে সম্প্রতি

অকিঞ্চন কবিজন গৌড়ে বঙ্গে আশীর্ব্বাদে যার,
বেণুবীণা জিনি' মিঠা বাণী যার খনি সুষমার,
চিত্ত-প্রসাধনী পরী দিল যারে নিজ কণ্ঠহার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

প্রতিভা-প্রভায় যার ভিন্নতমঃ অভিচার-নিশি,
আবেদনে আস্থাহীন, 'আত্মশক্তি'-মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি,
ভীরুতার চিরশত্রু, ভিক্ষুতার আজন্ম-অরাতি,
শোণিত-নিষেক-শূন্য নৈষুজ্যের নিত্য-পক্ষপাতী,
বঙ্গের মাথার মণি, ভারতের বৈজয়ন্তহার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

রুদ্ধকণ্ঠ পাঞ্জাবের লাঞ্ছনার মৌনী অমারাতে,
নির্ভয়ে দাঁড়াল একা বাণী যার পাঞ্চজন্য হাতে,
ঘোষিল আত্মার জয় কামানের গর্জ্জন ছাপায়ে
অতিচারী ফিরিঙ্গীর ঘাঁটা-পড়া কলিজা কাঁপায়ে,
তুচ্ছ করি' রাজ-রোষ উপরাজে দিল যে ধিক্কার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

দাঁড়ায়ে প্রতীচ্য ভূমে যে ঘোষে অপ্রিয় সত্য কথা,—
"জঘন্য জন্তুর যোগ্য পশ্চিমের দস্তুর সভ্যতা!"
ছিন্নমস্তা ইয়োরোপা শোনে বাণী স্বপ্নাহত পারা—
ছিন্নমুণ্ডে শিবনেত্র, দেখে নিজ রক্তের ফোয়ারা—
শিহরি' কবন্ধ মাগে যার পাশে শান্তিবারি-ধার—
নমস্কার! তারে নমস্কার!

স্বদেশে যে সর্ব্বপূজ্য, বিদেশে যে রাজারও অধিক,
মুখরিত যার গানে সপ্ত সিন্ধু আর দশদিক্,—

বিশ্বকবি-ছত্রপতি, ছন্দোরথী নিত্য-বন্দনীয়,
বিতরে যে বিশ্বে বোধি,—বিশ্ববোধিসত্ত্ব জগৎপ্রিয়,
নিত্য তারুণ্যের টিকা ভালে যার, চিত্ত-চমৎকার,—
নমস্কার! তারে নমস্কার!

ঘাটের পাটনে এসে দেশে দেশে বরযাত্রা যার,
নিশীথে মশাল জ্বেলে যার আগে নাচে দিনেমার,
ওলন্দাজ খুলি' তাজ যার লাগি কাতারে কাতর
শীতে হিমে রাজপথে দাঁড়াইয়া ছবি প্রতীক্ষার,
দ্বন্দ্ব ভুলি হূণ' 'গল' যার লাগি রচে অর্ঘ্যভার,
নমস্কার! তারে নমস্কার!

নয়নে শান্তির কান্তি, হাস্য যার স্বর্গের মন্দার,
পক্ককেশে যে লভিল বরমাল্য রম্যা অরোরার;
বুদ্ধের মতন যার 'আনন্দ' সে নিত্য সহচর,
সর্ব্ব ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে মেলে পাখা যাহার অন্তর,
বিশ্বযোগে যুক্ত যে গো 'বাণীমূর্ত্তি স্বদেশ-আত্মার'
বারংবার তারে নমস্কার!

চারি মহাদেশ যার ভক্ত, করে ভক্তি নিবেদন,
গুরু বলি' শ্রদ্ধা সঁপে উদ্বোধিত আত্মা অগণন,
ভাবের ভুবনে যার চারি যুগে আসন অক্ষয়,
যার দেহে মূর্ত্তি ধরে ঋষিদের অমূর্ত্ত অভয়,
অমৃতের সন্ধানী যে ধ্যানী যে নির্দ্বন্দ্ব-সাধনার—
নমস্কার! নমস্কার! বারংবার তারে নমস্কার!

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ

নবনিদাঘ

অঙ্গে আমার লেগেছে রে আজ নব নিদাঘের ঘোর।
ওরে মন, আয় সাঙ্গ করিয়া সকল কর্ম্ম তোর!
বিছায়ে নে মোর শিথিল শরীর শ্লথ আঁচলের প্রায়;
চেয়ে থাক্ দূরে, অর্ধ শয়নে আধখোলা জানালায়।

দু'পুর বেলায় রূপালি রৌদ্রে ফুলদল পড়ে নু'য়ে,
মৌমাছিগুলি গুঞ্জন তুলি' উড়ে যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে;
ফুলের গন্ধ ফুলেরে ঘেরিয়া গুমট করিয়া আছে,
অমনি গান কি গন্ধের মতো ঘুরে বেড়া মোর কাছে

দূরে বালুচরে কাঁপিছে রৌদ্র ঝিঁঝির পাখার মত,
অগ্নিকুণ্ড জ্বালি' কে হাপরে ফুঁ দিতেছে অবিরত?
দিকে দিকে দিকে, জানি না কি পাখী হাতুড়ি ঠুকিছে ডালে,
কোন্ রূপসীর স্বপ্ন-মেখলা গড়িছে বিশ্বশালে?

কালো দীঘিজলে গাহন করিতে নেমেছে গাছের ছায়া,
নিদ্রিত মাঠে নির্জ্জন ঘাটে জাগিছে এ কার মায়া?
মরীচিকা চাহি' শ্রান্ত পথিক ফুকারে ফটিক জল,
অঙ্গে আলস আসে জড়াইয়া ছাড়ে না অশথতল।

আজিকে বিশ্ব কি মধুমধুর মদির নেশায় ভোর!
মাথায় তাহার ঘুরিছে হাজার ঘূর্ণি হাওয়ার ঘোর।

বাসনা তাহার মরীচিকা হ'য়ে আঁকা পড়ে দূর পটে ;
কল্পনা তার গুণ গুণ ক'রে অলিগুঞ্জনে রটে !

শীতল শিলায় শ্রান্তি বিছায়ে শিথিল অঙ্গ রেখে,
নিমীল নয়নে মলিন বিরহ মিলনস্বপন দেখে !
সুদূর অতীত কাছে আসে আজ গোপন সেতু বাহি' !
অদেখা অগম দাঁড়ায়েছে যেন মোর মুখপানে চাহি' !

এসেছে তাহারা দিগন্ত-হারা সাহারা-প্রান্ত হ'তে,
এসেছে রে কারা কোন্ বসোরার খর্জ্জুরবীথিপথে ;
কত বেদুয়ীন্ পার ক'রে মরু দীপ্ত অগ্নিঢালা,
নামায় আমার হৃদয়ের হাটে তরুণী ইরাণী বালা !

মর্ম্মরে গাঁথা মর্ম্মবেদীতে, কে পাতি' পদ্মপাতা,
পত্রলেখায় লিখিতে অঙ্গ ঘুমে ঢুলে' পড়ে মাথা !
আঁখি মুদে একা প'ড়ে আছি এই সুখস্মৃতিঘেরা নীড়ে,
প্রাণ ভ'রে যায় চেনা অচেনার মিলনমধুর ভিড়ে !

বেলা প'ড়ে আসে, বধূ চলে ঘাটে ভরিতে সাঁজের জল,
পথপাশে তরু গায়ে তুলে নিল চ্যুত ছায়া-অঞ্চল !
স্বপ্নান্তরে নিয়ে চলে মোরে নিদাঘনিশীথ ঘোর,
ওরে মন আয়, ছিঁড়ে ফেলে আয় সকল কর্ম্ম-ডোর।

নজরুল ইস্‌লাম ঃ

বিদ্রোহী

বল বীর—
বল উন্নত মম শির !
শির নেহারি আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির !
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর !
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর !
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির।

আমি চিরদুর্দ্দম, দুর্ব্বিনীত, নৃশংস,
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর,
আমি দুর্ব্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার !
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল !

আমি মানিনাকো কোন আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো,
আমি ভীম ভাসমান মাইন্!
আমি ধূর্জ্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর!
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর!
বল বীর—
চির- উন্নত মম শির!

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি'।
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ,
আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি চল-চঞ্চল, ঠমকি-ছমকি'
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি'
ফিং দিয়া দিই তিন দোল!
আমি চপলা-চপল হিন্দোল।
আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা',
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!
আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর!
আমি শাসন-ত্রাসন, সংহার, আমি উষ্ণ চির-অধীর।
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির!

আমি চির-দুরন্ত দুর্ম্মদ,
আমি দুর্দ্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দ্দম্ হ্যায়্ হর্দ্দম্ ভরপুর-মদ।
আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।

আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান।
আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য্য,
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য্য।
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির!
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।
বল বীর—
আমি চির-উন্নত মম শির!

আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক,
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস্,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ!
আমি বজ্র, ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
আমি পিনাকপাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্ম্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড!
আমি ক্ষ্যাপা দুর্ব্বাসা, বিশ্বামিত্র-শিষ্য,
আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব!
আমি প্রাণ-খোলা হাসি উল্লাস,—আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস,
আমি মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু-গ্রাস!
আমি কভু প্রশান্ত,—কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী!
আমি প্রভঞ্জনের উল্লাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-উর্ম্মির হিন্দোল্-দোল্!—

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্যি!

আমি উন্মন-মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর।
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির-গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা,
প্রিয়-লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের।
আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
চিত- চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর!
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনী ছল ক'রে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন-চুড়ির কন-কন্।
আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর!
আমি উত্তর-বায়ু মলয়-অনিল উদাস পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া।
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা, আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি,
আমি মরু-নির্ঝর ঝর-ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি!
আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি এ কি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!

আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন।
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ মর্ত্ত্য করতলে,
তাজি বোর্‌রাক্ আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মত-হ্রেষা হেঁকে চলে!
আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল,
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার কলরোল কল কোলাহল!
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া, দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চারি' ভূমিকম্প।

ধরি বাসুকির ফণা জাপটি'—
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি'!
আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্বমায়ের অঞ্চল!

আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী,
মহা- সিন্ধু উতলা ঘুম্-ঘুম
ঘুম্ চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝ্‌ঝুম্
মম বাঁশরীর তানে পাশরি'!
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।
আমি রুষে উঠি' যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া!
আমি বিদ্রোহী-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া!

আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা—
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা!
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণী!
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্ব্বনাশী,
আমি জাহান্নমের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!

আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়!
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির-দুর্জ্জয়,
জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ পাতাল মর্ত্ত্য!
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!!—

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে।
মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন!
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!

আমি চির-বিদ্রোহী বীর—
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত-শির!

ইন্দ্রপতন

তখনো অস্ত যায়নি সূর্য্য, সহসা হইল সুরু
অম্বরে ঘন ডম্বরু-ধ্বনি গুরু গুরু গুরু গুরু!
আকাশে আকাশে বাজিছে এ কোন্ ইন্দ্রের আগমনী?
শুনি, অম্বুদ-কম্বু-নিনাদে ঘন বৃংহতি ধ্বনি।
বাজে চিক্কুর-হ্রেষা-হর্ষণ মেঘ-মন্দুরা-মাঝে,
সাজিল প্রথম আষাঢ় আজিকে প্রলয়ঙ্কর সাজে!

ঘনায় অশ্রু-বাষ্প-কুহেলি ঈশান-দিগঙ্গনে
স্তব্ধ বেদনা দিগ্-বালিকারা কি যেন কাঁদনি শোনে!
কাঁদিছে ধরার তরু, লতা, পাতা, কাঁদিতেছে পশুপাখী,
ধরার ইন্দ্র স্বর্গে চলেছে ধূলির মহিমা মাখি'!

বাজে আনন্দ-মৃদং গগনে, তড়িৎ-কুমারী নাচে,
মর্ত্ত্য-ইন্দ্র বসিবে গো আজ স্বর্গ-ইন্দ্র-কাছে!
সপ্ত-আকাশ-সপ্তস্বরা হানে ঘন কর-তালি,
কাঁদিছে ধরায় তাহারি প্রতিধ্বনি—খালি, সব খালি।

হায় অসহায় সর্ব্বংসহা মৌনা ধরণী মাতা,
শুধু দেব-পূজা তরে কি মা তোর পুষ্প, হরিৎ-পাতা?
তোর বুকে কি মা চির-অতৃপ্ত র'বে সন্তান-ক্ষুধা?
তোমার মাটির পাত্রে কি গো মা ধরে না অমৃত-সুধা?

জীবন-সিন্ধু মথিয়া যে-কেহ আনিবে অমৃত-বারি
অমৃত-অধিপ দেবতার রোষ পড়িবে কি শিরে তারি?
হয়ত তাহাই, হয়ত নহে ত—এটুকু জেনেছি খাঁটি,
তারে স্বর্গের আছে প্রয়োজন যারে ভালোবাসে মাটি!

কাঁটার মৃণালে উঠেছিল ফুটে যে চিত্ত-শতদল,
শোভেছিল যাহে বাণী-কমলার রক্ত-চরণ-তল,
সম্ভ্রমে নত পূজারী মৃত্যু ছিঁড়িল সে শতদলে—
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য অর্পিবে বলি' নারায়ণ-পদতলে!

জানি জানি মোরা, শঙ্খ-চক্র-গদা যার হাতে শোভে—
পায়ের পদ্ম হাতে উঠে তাঁর অমর হইয়া র'বে!
কত সান্ত্বনা আশা-মরীচিকা কত বিশ্বাস-দিশা
শোক-সাহারায় দেখা দেয় আসি', মেটে না প্রাণের তৃষা!

আজ শুধু জাগে তব অপরূপ সৃষ্টি-কাহিনী মনে,
তুমি দেখা দিলে অমিয়-কণ্ঠ বাণীর কমল-বনে!
কখন্ তোমার বীণা ছেয়ে গেল সোনার পদ্ম-দলে,
হেরিনু সহসা ত্যাগের তপন তোমার ললাট-তলে!

লক্ষ্মী দানিল সোনার পাপড়ি, বীণা দিল করে বাণী,
শিব মাখালেন ত্যাগের বিভূতি কণ্ঠে গরল দানি',
বিষ্ণু দিলেন ভাঙ্গনের গদা, যশোদা-দুলাল বাঁশী,
দিলেন অমিত তেজ ভাস্কর, মৃগাঙ্ক দিল হাসি।

চীর গৈরিক দিয়া আশিসিল ভারত-জননী কাঁদি'
প্রতাপ শিবাজী দানিল মন্ত্র, দিল উষ্ণীষ বাঁধি'!
বুদ্ধ দিলেন ভিক্ষাভাণ্ড, নিমাই দিলেন ঝুলি,
দেবতারা দিল মন্দার-মালা, মানব মাখালো ধূলি।

নিখিল-চিত্তরঞ্জন তুমি উদিলে নিখিল ছানি'—
মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্ম্মী, জ্ঞানী!
হিমালয় হ'তে বিপুল বিরাট, উদার আকাশ হ'তে,
বাধা-কুঞ্জর তৃণসম ভেসে গেল তব প্রাণস্রোতে!

ছন্দোগানের অতীত হে ঋষি, জীবনে পারিনি তাই
বন্দিতে তোমা', আজ আনিয়াছি চিত্ত-চিতার ছাই—
বিভূতিতিলক! কৈলাস হ'তে ফিরেছ গরল পিয়া,
এনেছি অর্ঘ্য শ্মশানের কবি ভস্মবিভূতি নিয়া!

নাও অঞ্জলি, অঞ্জলি নাও, আজ আনিয়াছি গীতি
সারা জীবনের না-কওয়া-কথার ক্রন্দন-নীরে তিতি'!
এত ভালো মোরে বেসেছিলে তুমি, দাওনিক অবসর
তোমারেও ভালোবাসিবার, আজ তাই কাঁদে অন্তর!

তোমারে দেখিয়া কাহারও হৃদয়ে জাগেনিক সন্দেহ—
হিন্দু কিংবা মুসলিম তুমি অথবা অন্য কেহ।
তুমি আর্ত্তের, তুমি বেদনার, ছিলে সকলের তুমি,
সবারে যেমন আলো দেয় রবি, ফুল দেয় সবে ভূমি!

হিন্দুর ছিলে আকবর, মুসলিমের আরংজিব,
যেখানে দেখেছ জীবের বেদনা, সেখানে দেখছ শিব!
নিন্দা গ্লানির পঙ্ক মাখিয়া, বাউল, মিলন-হেতু
হিন্দু-মুসলমানের পরাণে তুমিই বাঁধিলে সেতু!

জানি না আজিকে কি অর্ঘ্য দেবে হিন্দু মুসলমান,
ঈর্ষা-পঙ্কে পঙ্কজ হ'য়ে ফুটুক এদের প্রাণ!
হে অরিন্দম, মৃত্যুর তীরে ক'রেছ শত্রু জয়,
প্রেমিক! তোমার মৃত্যুশ্মশান আজিকে মিত্রময়!

তাই দেখি, যারা জীবনে তোমায় দিল কণ্টক-হুল,
আজ তাহারাই এসেছে অর্ঘ্য নয়ন-পাতার ফুল!
কে যে ছিলে তুমি জানিনাক কেহ, দেবতা কি আউলিয়া
শুধু এই জানি, হেরে আর কারে ভরেনি এমন হিয়া।

অসুর-নাশিনী জগন্মাতার অকাল উদ্বোধনে
আঁখি উপাড়িতে গেছিলেন রাম, আজিকে পড়িছে মনে,
রাজর্ষি! আজি জীবন উপাড়ি' দিলে অঞ্জলি তুমি,
দনুজ-দলনী জাগে কিনা—আছে চাহিয়া ভারতভূমি।

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

দুলিতেছে তরি ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হা'ল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছে জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগ যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার॥

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি পণ!
"হিন্দু না ওরা মুস্লিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!

গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাত-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি' নিয়াছ যে মহাভার!

কাণ্ডারী! তব সন্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর!
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্ব্বার।

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান?
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ।
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক ঃ—

নমস্কার

দেশের লাগিয়া যারা দলে দলে হেলায় দিয়াছে প্রাণ,
কঠিন কারার কক্ষে যাদের হ'ল দিবা অবসান,
যাদের শোণিতে রঞ্জিত হ'ল মেঘনা গঙ্গা রাবী,
বিধাতার কাছে সব আগে হ'ল পেশ যাহাদের দাবী,
বড় বড় প্রাণ ডালি দিয়া যারা বড় করিয়াছে দেশ,
অসীম যাদের সাহস এবং অশেষ যাদের ক্লেশ—
তাদের বারংবার
আজি শুভদিনে গোটা এ-ভারত জানায় নমস্কার।

যুগের যুগের সেই কবিদল শিঙাবীণা বাঁশরীতে
পরাধীনতার যাতনা জাগালো—উন্মাদনার গীতে।
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে ভারতই ঘুমায়ে রবে?
ঠাঁই কি পাবেনা সে স্বাধীনতার সুধার মহোৎসবে?
আট-শতাব্দী-ব্যাপী স্বজাতির হীনতার অপবাদ
হৃদয়রক্তে ধুয়ে দিতে যারা করিল ডঙ্কানাদ—
তাদের বারংবার
আজ শুভদিনে গোটা এ-ভারত জানায় নমস্কার।

সুদূরদর্শী মনীষী যেসব দিব্য-দৃষ্টিমান,
ধ্যানে নেহারিয়া দেশের এ-রূপ গাহি বন্দনা গান,
ভবিষ্যতের এ মহিমাময় দিনের পাইল টের,
রসনা যাদের আস্বাদ পেল অনাগত অমৃতের,

ব্যথিত করিল যাদের হৃদয় পরাধীনতার গ্লানি,
শব-সাধনায় জাতিরে জাগালো দিয়া অভয়ের বাণী—
তাদের বারংবার
আজি শুভদিনে গোটা এ-ভারত জানায় নমস্কার।

কটিবাস-পরা যে মহামানব নীরব তপস্যায়
এ-দেশ জাতির মুক্তি আনিল কেবল অহিংসায়,
কোনো দেশে কোনো যুগে যাহা কভু হয়নি অনুষ্ঠিত
সেই অসাধ্য সাধন করিয়া,—ধরা হ'ল বিস্মিত।
মনুষ্যত্বে হ'ল বড়, যারা বড় ছিল পশুবলে,
সিংহ তাহার কেশর লুটালো সাধুর চরণতলে—
তাঁহাকে বারংবার
আজ শুভদিনে গোটা এ-ভারত জানায় নমস্কার।

এসো স্বাধীনতা চিরকাঙ্ক্ষিত, ছিলে হয়ে তুমি পর,
চেয়ে আশাপথ ছিল এ-ভারত সহস্র বৎসর।
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কর তুমি পুন ইহার মৃত্তিকায়,
মহাভারতের গৌরবময় যুগ যেন ফিরে পায়।
হোক খণ্ডিত—অখণ্ড হতে হবে না অধিক দেরী,
বাজিয়া উঠুক শঙ্খঘণ্টা সঘনে বাজুক ভেরী
চরণে বারংবার
গোটা এ-ভারত আজি শুভদিনে করিছে নমস্কার॥

পল্লী

তোমারে যে আমি ভালোবাসিয়াছি কাব্য পড়িয়া নহে,
নহেকো শ্যামল স্নেহের লাগিয়া অন্যে যে কথা কহে।
হয়েছি তোমার সুখ-দুখ-ভাগী,
নয় তা নেহাৎ অভাবের লাগি',
আমার ভক্তি—এ অনুরক্তি বুকের রক্তে বহে॥

তোমার আদরে মানুষ হয়েছে মোর পিতা পিতামহ।
তব অনুকণা সে পুণ্যকথা কহে মোরে অহরহ।
তুমি মোর ব্রজ, তুমি মোর কাশী,
সকল তীর্থ মিলিয়াছে আসি,
এক দিকে তুমি 'ভ্রমরা' আমার—আর দিকে 'কালীদহ'।

প্রতিভাদীপ্ত মহতে বৃহতে হেরি দূরে পুরোভাগে।
ক্ষুদ্র যে আমি উল্লাসে ভাসি হিংসা তো নাহি জাগে।
সাগরের তলে শুক্তির মত—
মুক্তার কথা ভাবি অবিরত,
মহাসাগরের বিশালতা হেরি' ভরে বুক অনুরাগে।

জয়যাত্রা ও শোভাযাত্রার দিই আমি বলিহারি,
শুধু তৃপ্তির স্নান-যাত্রার হতে যাই অধিকারী।
নই বিজলীর আলোক নগরে,
মাটির প্রদীপ আমি কুঁড়েঘরে,
তুলসীতলায় ক্ষণিকের তরে ক্ষীণ আলো দিতে পারি।

ভালোবাসি হেথা ভক্তিতে জ্বলা, শান্তিতে ধীরে নেভা,
ভালোবাসি শত অভাবের মাঝে দীন অতিথির সেবা।

আছি আমি ল'য়ে হেথা কোন্ দূরে
দীনতা এবং দীনবন্ধুরে,
খ্যাতি যশ মান জয় যুদ্ধের সংবাদ করে কেবা।

আমি নর্ম্মদা মর্ম্মরতটে বাঁধিতে চাহিনা ঘর,
উচ্চ প্রাসাদ অলিন্দ হেরি' ভীত মোর মধুকর।
লেবুর কুঞ্জে—মাধবীর শাখে,
ছোট মৌচাক বাঁধিয়া সে থাকে,
নয় কাশ্মীর-কমলকানন তার চেয়ে মনোহর।

মোর কাছে তব পথের এ ধূলি রজের গরিমা পায়,
আমি ভালোবাসি গড়াগড়ি দিতে এ প্রেমের নদীয়ায়।
তিমির সদয় বন্ধুর মতো
সরাইয়া দেয় বাজে ভীড় যত,
মুদিত চরণ পঙ্কজে মন গুঞ্জন ভুলে যায়॥

পথের দাবী

ঘন দুর্য্যোগ, গরজে জলদ, ঝর ঝর বারি ঝরে,
রুদ্ধ দুয়ারে করাঘাত করি' কারা ডাকাডাকি করে?
যে-সব ডাকের দিই নাই সাড়া,
বুকের দুয়ারে ভীড় করে তারা,
শ্রান্ত পথিক চমকিয়া ওঠে পথের দাবীর ডরে

দেখিব বলিয়া কথা দিয়া কোথা, না দেখে এসেছি চ'লে ;
দিতে পারি নাই ভুলিয়া গিয়াছি কাহারে কি দিব ব'লে ;
আজ দুর্য্যোগে ব্যথা পায় প্রাণে
তারা যেন আসি' হাত ধ'রে টানে,
বুঝিতে পারিনে এবার তাদের ফিরাব কিসের ছলে।

পথে দেখেছিনু হা-ঘ'রে বালক কাঁপিছে দারুণ শীতে,
বলেছিনু তারে বাসায় যাইতে ছিন্ন বসন নিতে।
সে গেল ফিরিয়া না পেয়ে আমায়,
আমি তদবধি খুঁজে মরি তায়,
আজি এ-বাদলে ম্লান মুখ তার উঁকিঝুঁকি দেয় চিতে।

ধুনি 'জ্বালিবার কড়ি দিব বলি' গিয়াছিনু আমি ভুলি'—
রাত্রে সাধুর ক্লেশ হ'ল কত কি হবে সে-কথা তুলি'
আকাশেতে আজ শুনি ডাক তার,
সরমেতে মরি মরম-মাঝার,
চোখে আসে জল, ক্ষমা মাগি আমি হইয়া কৃতাঞ্জলি।

রেলে যেতে কবে লয়েছিনু ফল, দিলাম পয়সা ছুড়ি'
কোথায় পরিল ভীড়ের মাঝারে খুঁজিতে লাগিল বুড়ী;
গাড়ী চ'লে এলো, জানিনে তো আহা
সেই পসারিণী পেলে কিনা তাহা!
আজ মনে হয় সে রয়েছে চেয়ে নামায়ে ফলের ঝুড়ি।

বদরীর পথে সন্ন্যাসী এক ডেকেছিল আশ্রমে,
ফিরিবার পথে আসিব বলিয়া আসা হয় নাই ভ্রমে।
প্রসাদ লভিতে পায়নি সময়,
ঠেলিয়া এসেছি শত অনুনয় ;
করুণার ঋণ জবর হইয়া বাড়িয়া উঠিছে ক্রমে।

মন্দির দ্বারে মালা দিতে এলে লই নাই তাহা গলে,
ভিখারী বালকে ফিরায়ে দিয়াছি কোথায় কু-কথা ব'লে ;
কোথা ব্যথা দেখি 'ঝরে নাই আঁখি,
কোথা কি অর্ঘ্য আসি নাই রাখি,
পূজ্যে কোথায় পূজিতে ভুলেছি ভকতির শতদলে।

দীর্ঘ পথেতে পরিচয় হ'ল যে-সব সুহৃদ সনে,
লওয়া হয় নাই খবর তাদের বেদনা জমিছে মনে।
আজ জেগে ওঠে তাহাদের স্মৃতি,
অযাচিত কৃপা, অযাচিত প্রীতি!
হায়, এ বেতার বুকের সেতারে বাজিতেছে ক্ষণে ক্ষণে।

স্মৃতি-সৌরভ এ-বুকে ধরিয়া সভয়ে আমি যে ভাবি—
পথ ফুরাইল, মিটিল না কই এখনো পথের দাবী!
এদেরি লাগিয়া হয়তো আবার
পেতে হবে ক্লেশ আসা ও যাবার।—
কিরাতের দাবী না মিটায়ে ঘরে আনিলাম মৃগনাভি॥

কবির সুখ

কবিতা লিখিয়া পাইনি অর্থ, পাই নাই কোন খ্যাতি, ভাই,—
হয়েছি স্বপ্নবিলাসী, অলস—অনুযোগ দিবা রাতি তাই।
হিসাবী বন্ধু, ভুল করিয়াছ, ভুল বুঝিয়াছ আমাকে,
ধন-মান লাগি কবিতা লিখিনা মরি আমি সেই দেমাকে।

ফল পেতে হ'লে চাষ করিতাম, ব্যবসা চাহিলে অর্থ,
মৎস্য ধরিতে জাল কেনা চাই, আকাশে চাওয়া যে ব্যর্থ!

অনাটন দেয় আঘাত নিত্য, মচকাই, তবু ভাঙিনা,
সাঁজের প্রদীপে তেল নাহি মোর, ফুলে আলো করে আঙিনা।
আঁধার যখন কাটিতে চায় না একা ব'সে বড় ভাবি রে,
অরুণ আমার এসে উঁকি দেয়, আকাশ ভরে যে আবীরে।
ধিক্কার পাই, নিন্দাও পাই নানা মুখে নানা ভাষাতে,
সব শুঁয়াপোকা প্রজাপতি হবে আমি থাকি সেই আশাতে।

কোন ধন-মান পাইবার লাগি' ঝঙ্কারে পিক পাপিয়া?
কি পায় সাধুরা গিরি গহ্বরে কঠোর জীবন যাপিয়া?
চিন্তামণির ধনে ধনী যারা তারা কি মুক্তামণি চায়?
বিস্ময়ে দেখে বিশ্বরূপ যে নিতি প্রতি অনু-কণিকায়।
আমি সে সুখের সেই তৃপ্তির আর সেই প্রেমের ভিখারী,
আলোক মাগি যে আতপ মাগি যে সেই হোমানল-শিখারই।

ভুবন আমার অমৃতসিক্ত শুধু আনন্দ আলোকের,
ক্ষীর নবনীর অবনী সে মোর, আমার ধরণী বালকের।
সোনার নুপুর গুঞ্জরে যেথা, বাজে রয়ে রয়ে বাঁশরী,
সব দুখ মোর সুখ মনে হয়, সব ব্যথা যায় পাশরি'।
লিখি হিজিবিজি, কী পাই তাহাতে? বন্ধু, কহিব কিবা আর—
সেই সুখ পাই, রামধনু আঁকি' উপজে যে সুখ বিধাতার॥

হুমায়ুন কবীর ঃ

আক্‌বর

হে সম্রাট্, ব'সে আছি আজি তব সমাধির পাশে
একান্ত বিজন।
দূর হতে অরণ্যের অন্ধকার ভেদি' ভেসে আসে
বিহগ-কূজন।

নীরব মধ্যাহ্ন-বেলা, শব্দহীন নিঃসাড় ভুবন,
কেহ কোথা নাই;
অকস্মাৎ মর্ম্মরিল তরুশাখে মন্থর পবন—
চমকিয়া চাই।

জীবনের গতি হেথা আসিয়াছে মন্দ হ'য়ে ধীরে,
নাহিক স্পন্দন,
বন্দী হ'য়ে কেঁদে ফিরে সমাধির পাষাণ-প্রাচীরে
স্মৃতির ক্রন্দন!

কত দিবসের ব্যথা, জীবনের আবেগ উত্তাল
গিয়াছে নিভিয়া;
স্মৃতির কন্দরে মম শতাব্দীর অন্ধকার-জাল
উঠে শিহরিয়া!

তোমার হৃদয় ভরি' জেগেছিল কি মহা স্বপন!—
এ ভারত-ভূমি,

এক ধর্ম্ম, এক রাজ্য, এক জাতি, একনিষ্ঠ মন,—
বেঁধে দিবে তুমি!

সমাজ-আচার-ভেদ, ধর্ম্মভেদ, ভুলে যাবে সবে;
রহিবে স্মরণ—
এক মহাদেশে বাস, চিরদিন এক সাথে হবে
জীবন মরণ!

হায়! স্বপ্ন টুটে যায় কঠিন ধরার ধূলা লাগি',
দেখি আঁখি মেলি'—
ক্রূর সর্পসম হিংসা হিয়া-তলে রহিয়াছে জাগি',
উঠিছে উদ্বেলি'।

বিদ্বেষ সমুদ্রসম আস্ফালিয়া করিছে গর্জ্জন
ছাইয়া হৃদয়;
নীরব আকাশ-তলে, প্রতি পলে বাজিছে ক্রন্দন,
রক্তধারা বয়!

ধরণীর শ্যাম শোভা ক্লিষ্ট আজি রক্তের ধারায়,
ভা'য়ের শোণিতে;
আকাশের শান্ত সৌম্য নীরবতা শুধু ভেঙ্গে যায়
সংগ্রাম-ধ্বনিতে!

স্বার্থে স্বার্থে দ্বন্দ্ব লাগে, রক্ত ঝরি' পড়ে অহর্নিশি,
উঠে শূন্য-পানে
ক্রন্দন-গর্জ্জন-রোল, অভিশাপ-হাহাকার মিশি',
কাহার সন্ধানে?

তোমার সমাধি-পাশে বসি' আজি পড়ে মোর মনে
তোমার কীরিতি;
নিখিল ভারত ভরি' উঠেছিল ধ্বনিয়া গগনে
মিলনের গীতি!

তোমার মহৎ হিয়া পুনর্ব্বার আসুক ফিরিয়া
আমাদের মাঝে;
আত্মদ্বন্দ্ব-সর্ব্বনাশ আমাদের রেখেছে ঘিরিয়া
অপমানে লাজে!

হে মহৎ, তব বাণী নিখিল ভারত ভরি' আজি
জাগুক আবার;
উঠুক মিলন-মন্ত্র সাম্যবাদ কম্বুকণ্ঠে বাজি'
টুটিয়া আঁধার!

হিংসা-দ্বেষ—মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো—শঙ্কাভরে
শোক শান্ত হোক্;
আঁধারের প্রাণী যত ফিরে যাক্ আঁধার বিবরে,
নামুক আলোক!

———

জীবনানন্দ দাশ ঃ

বনলতা সেন

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য্য ; অতি দূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে,
'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'
পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেন দেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

পাখীরা

ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে,—
বসন্তের রাতে
বিছানায় শুয়ে আছি ;
—এখন সে কত রাত!
অই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর,—
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখীরা কথা কয় পরস্পরে।
তারপর চ'লে যায় কোথায় আকাশে ?
তাদের ডানার ঘ্রাণ চারিদিকে ভাসে।
শরীরে এসেছে স্বাদ বসন্তের রাতে
চোখ আর চায় না ঘুমাতে ;
জানালার থেকে অই নক্ষত্রের আলো নেমে আসে,
সাগরের জলের বাতাসে
আমার হৃদয় সুস্থ হয় ;
সবাই ঘুমায়ে আছে সব দিকে,
সমুদ্রের এই ধারে কাহাদের নোঙরের হয়েছে সময় ?

সাগরের অই পারে—আরো দূর পারে
কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
এই সব পাখী ছিল ;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে দলে সমুদ্রের 'পর
নেমেছিল তারা তারপর,—
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে।

বাদামি—সোণালি—সাদা—ফুট্ ফুট্ ডানার ভিতরে
রবারের বলের মতন ছোট বুকে
তাদের জীবন ছিল,—
যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ লক্ষ মাইল ধরে সমুদ্রের মুখে
তেমন অতল সত্য হ'য়ে!

কোথাও জীবন আছে,—জীবনের স্বাদ রহিয়াছে,
কোথাও নদীর জল রয়ে গেছে—সাগরের তিতা ফেনা নয়
খেলার বলের মত তাদের হৃদয়
এই জানিয়াছে ;—
কোথাও রয়েছে প'ড়ে শীত পিছে, আশ্বাসের কাছে
তারা আসিয়াছে।
তারপর চলে যায় কোন এক ক্ষেত্রে
তাহার প্রিয়ের সাথে আকাশের পথে যেতে যেতে
সে কি কথা কয়?
তাদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময়!
অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ মাটির ঘ্রাণ
ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান,
আর সেই নীড়,
এই স্বাদ—গভীর—গভীর!

আজ এই বসন্তের রাতে
ঘুমে চোখ চায়না জড়াতে ;
ওই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর
স্কাইলাইট মাথার উপর—
আকাশে পাখীরা কথা কয় পরস্পর।

———

অমিয় চক্রবর্ত্তী ঃ

বৃষ্টি

কেঁদেও পাবে না বর্ষার অজস্র জলধারে।
ফাল্গুন বিকেলে বৃষ্টি নামে।
শহরের পথে দ্রুত অন্ধকার।
লুটার পাথরে জল, হাওয়া তমস্বিনী ;
আকাশে বিদ্যুৎজ্বলা বর্ষা হানে
ইন্দ্রমেঘ ;
কালোদিন গলির রাস্তায়
কেঁদেও পাবে না তাকে অজস্র বর্ষার জলধারে।
নিবিষ্ট ক্লান্তির স্বর ঝরঝর বুকে
অবারিত।
চকিত গলির প্রান্তে লাল আভা দুরন্ত সিঁদূরে
পরায় মুহূর্ত্ত টীপ,
নিভে যায় চোখে ;
দুলায়ে নগরশীর্ষে বাড়ির জটিল বোবা রেখা।
বিরামস্তম্ভিত লগ্ন ভেঙে
আবার ঘনায় জল।
বলে নাম, বলে নাম, অবিশ্রাম ঘুরে ঘুরে হাওয়া
খুঁজেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।
আদিম বর্ষণ জল, হাওয়া, পৃথিবীর।
মর্ত্ত্য দিন, মুগ্ধ ক্ষণ, প্রথম ঝঙ্কার
অবিরহ,

সেই সৃষ্টিক্ষণ
স্রোতঃস্বনা
মৃত্তিকার সত্তা স্মৃতিহীনা
প্রশস্ত প্রাচীন নামে নিবির সন্ধ্যায়,
এক আর্দ্র চৈতন্যের স্তব্ধ তটে।
ভেসে মুছে ধুয়ে ঢাকা সৃষ্টির আকাশে দৃষ্টিলোক।
কী বিহ্বল মাটি, গাছ, দাঁড়ানো মানুষ দরজায়
গুহার আঁধারে চিত্র, ঝড়ে উতরোল
বারে বারে পাওয়া, হাওয়া, হারানো নিরস্ত ফিরে ফিরে
ঘন মেঘলীন
কেঁদেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ

নরক

অন্ধকারে নাহি মিলে দিশা॥

দীর্ঘায়িত নিশা
বয়স্ফীত বারাঙ্গনা-পারা
দুর্গম তীর্থের পথে হয়ে সঙ্গীহারা
ঘুমায়ে পড়েছে যেন আতিথ্যের অজনার পাশে
দুর্মর অভ্যাসে।
কেশকীটে ভরা তার মাথা
লুটায় আমার কাঁধে, পরণের শতচ্ছিদ্র কাঁথা
বিষায় জীবনবায়ু সংকীর্ণ কুটীরে,
তাহার বিক্ষিপ্ত বাহু ধরিয়াছে মোর কণ্ঠ ঘিরে,
ক্ষণে ক্ষণে
অজ্ঞাত দুঃস্বপ্ন তার সন্ত্রস্ত কম্পনে
সঞ্চারিত হয় মোর জাতিস্মর অবচেতনায়॥

অতন্দ্রিত চক্ষু কিছু দেখিতে নাপায়;
শুধু মোর সঙ্কুচিত কায়া
অনুভব করে যেন নামহীন কাহাদের ছায়া
শিয়রে সংহত হয়ে উঠে;—
কোন যাদুঘর হতে দলে দলে পাশে এসে জুটে
অবলুপ্ত পশুদের ভূত
কুৎসিত, অদ্ভুত।

অমূর্ত্ত আকাঙ্ক্ষা হানি, নিরাকার লজ্জা অসন্তোষ,
অসিদ্ধ দুরাশা দম্ভ, নিষ্ফল আক্রোশ
কানাকানি করে অন্তরালে!
রন্ধ্রহীন বিস্মৃতির প্রতন পাতালে
অতিক্রান্ত বিলাসের, অস্থাবর প্রমোদের শব
অনুর্ব্বর সাম্রতেরে করিবারে চায় পরাভব
যোগায়ে জীয়নরস অপুষ্পক বীজে॥

অয়ি মনসিজে,
কোথা তুমি কোথা আজ এই স্থূল শরীরী নিশীথে?
তোমার অতল, কালো, অতনু আঁখিতে
তারকার হিম দীপ্তি ভ'রে
তাকাও আমার মুখে। অনাত্মীয় অসিত অম্বরে
এলাও অস্পৃশ্য কেশ সূক্ষ্ম, নিরূপম,
স্বপ্নস্বচ্ছ বরাভয়ে আত্মত্যাগী বেরেনিকে-সম।
হেমন্ত হাওয়ার নিমন্ত্রণে
অনঙ্গ আত্মারে মোর ডাক দাও নীহার শয়নে
দুস্তর নাস্তির পরপারে;
দাঁড়ায়ে যে-নির্ব্বাণের নির্লিপ্ত কিনারে
নিরুদ্বেগ নচিকেতা দেখেছিল অধোমুখে চাহি
সম্ভোগ রাত্রির শেষে ফেনিল সাগরে অবগাহি
কষিতকাঞ্চনকান্তি নগ্ন বসুন্ধরা
তারই প্রলোভন তরে সাজায়িছে যৌবনপসরা
রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে, কামাতুর রামার সমান,
হে বৈদেহী, করো মোরে সেখানে আহ্বান॥

পণ্ডশ্রম, নাহি মিলে সাড়া;
শূন্যতার কারা

অগোচর অবরোধে ঘিরে মোর আর্ত্ত মিনতিরে:
যতই পালাতে চাই অভেদ্য তিমিরে
মাথা ঠুকে রক্তপঙ্কে পড়ি,
অগ্রজের মৃতদেহ যায় গড়াগড়ি
ক্রিমিভোগ্য দুর্গন্ধে যেখানে,
চরে যেথা ক্ষয়স্তূপে ভোজ্যের সন্ধানে
ক্লেদপুষ্ট সরীসৃপ, স্বেদস্রাবী বক্র বিষধার,
পঙ্কিল মণ্ডুক আর মূষিক তস্কর,
বজ্রনখ পেচক, বাদুড়॥

বমনবিধুর
আমার অনাত্ম দেহ প'ড়ে আছে মৃন্ময় নরকে।
মৌন নিরালোকে
ভুঞ্জে তারে খুশিমতো গৃধ্নু নিশাচর।
দুস্তর, দুস্তর, জানি, শাস্তি মোর দুঃসহ, দুস্তর।
মনে হয় তাই
আত্মরক্ষা হাস্যকর, সুসঙ্কল্প মৌখিক বড়াই
জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া,
নির্ব্বিকারে, নির্ব্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্‌ভাব।
মানসীর দিব্য আবির্ভাব,
সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী;
তাহার বিখ্যাত রাখী,
সে নহে মঙ্গলসূত্র, কেবল কুটিল নাগপাশ;
মলময় তাহার উচ্ছ্বাস
বোনে শুধু ঊর্ণাজাল অসতর্ক মক্ষিকার পথে॥

অমেয় জগতে
নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ;

মানুষের মর্ম্মে মর্ম্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট ;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দ্দমে মিলে না পাদপীঠ।
অতএব পরিত্রাণ নাই।
যন্ত্রণাই
জীবনে একান্ত সত্য, তারই নিরুদ্দেশে
আমাদের প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমিষে॥

ব্যাপ্ত মোর চতুর্দ্দিকে অনন্ত আমার পটভূমি ;
সবই সেথা বিভীষিকা, এমন কি বিভীষিকা তুমি॥

প্রার্থনা

হে বিধাতা
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা,
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস।
যেন পূর্ব্বপুরুষের মতো
আমিও নিশ্চিন্তে ভাবি ক্রীত, পদানত,
তুমি মোর আজ্ঞাবাহী দাস।
তাদের সমান
মণ্ডুকের কূপে মোরে চিরতরে রাখো, ভগবান।
কমঠ বৃত্তির অহঙ্কারে
ঢাকো ক্ষণ ভঙ্গুরতা। তাদের দৃষ্টান্ত-অনুসারে
আমিও ধরাকে যেন সরা জ্ঞান করি।
মর্যাদার ছিদ্রিত গাগরি
জোরে যেন বারংবার ডুবে, আত্মপ্রসাদের স্রোতে।
রৌদ্র জ্যোতি হতে
আবার ফিরাও মোরে তমসার প্রত্ন দায়ভাগে।
ঘুণধরা হাড়ে যেন লাগে
উঞ্ছপুষ্ট জেষ্ঠ্যদের তৈলসিক্ত মেদ ;
মরে যেন উদ্বন্ধনে অপজাত হৃদয়ের খেদ॥

পিতৃপিতামহদের প্রায়
তোমার নামের গুণে তীর্ণ হয়ে দশম দশায়
মূঢ়, মূক গড্ডলেরে দিই যেন বলি
রক্ত পিপাষিত যূপে।
বাচাল বিদ্রূপে
হুঙ্কারিলে দুবৃত্তের উদ্ধত দম্ভোলি,
গুরুজনদের মতো করি যেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম
শক্তির উচ্চল পায়ে; আর্ত্তির সংগ্রাম

কেটে গেল কালক্রমে জনাকীর্ণ রাজপথ থেকে,
স্ফীত বুকে অপ্রতিষ্ঠিত পৌরুষেরে ঝেড়ে,
হাসিমুখে হাত নেড়ে
পলাতক সধর্ম্মীরে ডেকে,
প্রমাণিতে পারি যেন সবই তব ইচ্ছা, ইচ্ছাময়॥

এলে পরে লাভের সময়,
সদসৎ নির্বিচারে, সকলই তোমার দান ব'লে,
নিঃস্বের স্বেদাক্ত কড়ি, হাতায়ে কৌশলে
আমিও জমাই যেন যক্ষ সংরক্ষিত কোষাগারে।
শ্রুতিধর মান্ধাতার উক্তির উদ্ধারে
লুকায়ে ইন্দ্রিয়াসক্তি; আধমৃত্য জন্মের জঞ্জালে
বিষায়ে সঙ্কীর্ণ সোধ; জলে স্থলে নভে
বিরোধের বীজ বুনে; নিরন্তর নিষ্কাম প্রসবে
ভগ্নস্বাস্থ্য গর্ভিণীর ক্লিন্ন অন্তকালে,
তোমার প্রতিভূ সেজে, উন্নরক স্বর্গের আশ্বাসে
সাধ্বীর সদ্‌গতি যেন করি।
উর্দ্ধশ্বাস উৎসবের উদ্বায়ী উচ্ছ্বাসে
তোমারে পাশরি,
দারুণ দুর্দ্দিনে যেন পূজা মেনে বিস্ময়ে শুধাই,
"স্মরণে কি নাই,
"দয়াময়, আশ্রিতেরে স্মরণে কি নাই?"

ভগবান, ভগবান,
অতীতের অলীক, আত্মীয় ভগবান,
অভিব্যাপ্ত আবির্ভাবে আজ
আমার স্বতন্ত্র শূন্যে করো তুমি আবার বিরাজ।
শকুনির ক্ষুধা নিবারণে
শস্যশ্যাম কুরুক্ষেত্রে মায়াবাদ ভ'নে,

সূচ্যগ্রমেদিনীলোভী যুযুৎসুরে ক্ষমিতে শেখাও
অপরের অপঘাত। তুলে নাও,
আমার রথাশ্বরজ্জু হে সারথি, তুলে নাও হাতে।
স্বার্থের সংঘাতে
বিতর্ক, বিচার হানো। মর্ম্মে মর্ম্মে, মজ্জায় মজ্জায়
জাগাও অন্যায়, শাঠ্য। হিংস্র অলজ্জায়
পুণ্যশ্লোক সগোত্রের তুল্য মূল্য দাও দাও মোরে।
অপ্রকট সততার জোরে
আমার অন্তিম যাত্রা, অতিক্রমি সুমেরুর বাধা,
হয় যেন নন্দনে সমাধা,
যেখানে প্রতীক্ষারত সুরসুন্দরীরা
সুকৃতির পুরস্কারে পাত্রে ঢেল অমৃত মদিরা
নীবিবন্ধ খুলে,
শুয়ে আছে স্বপ্নাবিষ্ট কল্পতরুমূলে॥

কিন্তু সেথা সর্পিল নিষেধ
স্বপুচ্ছের উপজীব্যে সাধে আত্মবেদ
প্রমিতির বিষবৃক্ষে, অমিতির অচিন্ত্য অভাবে;
অন্তরঙ্গ জনতার নিবিড় সদ্‌ভাবে
হয়নি বাসোপযোগী অদ্যাবধি যে-নিস্তাপ মরু;
পশুপতি বাজায়ে ডমরু
মোর গোষ্ঠীপতিদের নাচায়নি যার ত্রিসীমায়;
নিরালম্ব নিরালোকে যেথা
দেব-দ্বিজ-প্রবঞ্চিত ত্রিশঙ্কু ঝিমায়,
মৌনের মন্ত্রণা শোনে মৃত্যুবিপ্রলব্ধ নচিকেতা;
সেখানে আমার তরে বিছায়োনা অনন্ত শয়ান,
হে ঈশান,
লুপ্তবংশ কুলীনের কল্পিত ঈশান॥

অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত ঃ

প্রিয়া ও পৃথিবী

নিঃশঙ্ক, নিঃশব্দ পদে একদিন এসেছিল কাছে
ঈপ্সিত মৃত্যুর মত ; নয়নে যেটুকু বহ্নি আছে,
অধরে যেটুকু ক্ষুধা—সব দিয়ে লইলাম মুছে
লোলুপ লাবণ্য তব ; দিনান্তের দুঃখ গেল ঘুচে,
উদিল সন্ধ্যার তারা দিগ্‌বধূর ললাটের টিপ।
কদম্বপ্রসব সম জ্বলে' উঠে কামনা প্রদীপ,
যুগ্মদেহে ; শ্মশানে অতসী হাসে, নিকষে কনক ;
মেঘলগ্ন ঘনবল্লী আকুল পুলকে নিষ্পলক।
কঙ্করে অঙ্কুর জাগে, মরুভূমে ফুটিলো মালতী—
তুমি রতি মূর্তিমতী, আর আমি আনন্দ-আরতি !
দেহের ধূপতি হ'তে জ্ব'লে উঠে বাসনার ধূনা
লেলিহরসনা তবু কালো চোখে কোমল করুণা।
শুভ্র ভালে খেলা করে তৃতীয়ার ম্লান শিশু শশী,
তোমার বরাঙ্গ যেন সন্ধ্যা স্নিগ্ধ শ্যামল তুলসী !
ভুজের ভুজঙ্গতলে হে নতাঙ্গী, নির্ভয় নির্ভরে
তোমার স্তনাগ্রচূড়া কাঁপিলো নিবিড় থরেথরে !
স্ফুরৎপ্রবাল ওষ্ঠে গূঢ়ফণা চুম্বন উৎসুক,
একপারে রক্তাশোক, অন্যতটে হিংসুক কিংশুক।
শ্লথ হ'লো নীবিবন্ধ, চূর্ণালক, শিথিল কিঙ্কিণী,
কজ্জলে মলিন হোলো পাণ্ডু গণ্ড, কাটিলো যামিনী।
দূরে বুজি দেখা দিলো দিগ্বালার রজত-বলয়,
বলিলাম কাণে কাণে ঃ 'মরণের মধুর সময়।'

আজি তুমি পলাতকা, মুক্তপক্ষ পাখি উদাসীন,
ক্লান্ত, দূরনভোচারী দিগন্তের সীমান্তে বিলীন।
বিদ্যুৎ ফুরায়ে গেছে, কখন বিদায় নিলো মেঘ,
অবিচল শূন্যতার নভোব্যাপী নিস্তব্ধ উদ্বেগ
আবরিয়া রহিয়াছে হৃদয়ের অনন্ত পরিধি।
চাহি না ঘৃণিত মৃত্যু, তব গুপ্ত, হীন প্রতিনিধি।
নীবিবন্ধ শিথিলিতে কটিতটে যদিও কিঙ্কিণী
বাজে আজো, কজ্জলে মলিন গণ্ড, তবু কলঙ্কিনি,
চাহিনা অতীত মৃত্যু। নভস্তলে অনিবদ্ধনীবি
ঘুম যায় পার্শ্বে মোর বীরভোগ্যা প্রেয়সী পৃথিবী।
তা'রে চাই ; তাহারি সুধার তরে অসাধ্য সাধনা,
বিস্মিত আকাশ ঘিরি' সস্মিত, সুনীল অভ্যর্থনা,
অজস্র প্রশ্রয়। মৃত্তিকার উদ্বেলিত পয়োধরে
সম্ভোগের সুরস্রোত ওষ্ঠাধরে উচ্ছ্বসিয়া পড়ে,
শস্য ফলে, নদী বহে, উর্দ্ধে জাগে উত্তুঙ্গ পর্ব্বত,
হাস্য করে মৌনমুখে উলঙ্গ, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।
আয়ুর সমুদ্র মোর দুই চক্ষে, মৃত্যু পদলীন,
তোমার বিস্মৃতি দিয়া পৃথিবীরে করেছি রঙীন।
নক্ষত্র-আলোক হ'তে সমুদ্রের তরঙ্গ অবধি
বহে' চলে একখানি পরিপূর্ণ যৌবনের নদী।
তা'রি তলে করি স্নান, নাহি কূল, নাহি পরিমিতি,
তুমি নাই, আছে মুক্তি, পৃথ্বীব্যাপী প্রচুর বিস্মৃতি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ

আমি কবি

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের!

আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই!

মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত
সাগর মাগিছে হাল,
পাতাল পুরীর বন্দিনী ধাতু,
মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল,
দুরন্ত নদী সেতুবন্ধনে বাঁধা যে পড়িতে চায়,
নেহারি আলসে নিখিল মাধুরী
সময় নাই যে হায়!

মাটির বাসনা পূরাতে ঘুরাই
কুম্ভকারের চাকা,
আকাশের ডাকে গড়ি আর মেলি
দুঃসাহসের পাখা,
অভ্রংলিহ মিনার-দম্ভ তুলি,
ধরণীর গূঢ় আশায় দেখাই উদ্ধত অঙ্গুলি!

জাফ্‌রি-কাটান জানালায় বুঝি
পড়ে জ্যোৎস্নার ছায়া,
প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে সারঙ্গ
ঘনায় নিশীথ মায়া।
দীপহীন ঘরে আধো নিমীলিত
সে দুটি আঁখির কোলে,
বুজি দুটি ফোঁটা অশ্রুজলের
মধুর মিনতি দোলে,
সে মিনতি রাখি সময় যে হায় নাই,
বিশ্বকর্ম্মা যেথায় মত্ত কর্ম্মে হাজার করে
সেথা যে চারণ নাই!
আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের, মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের।

কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই
ছুতোরের ধরি তুরপুন,
কোন সে অজানা নদীপথে ভাই
জোয়ারের মুখে টানি গুণ।
পাল তুলে দিয়ে কোন্ সে সাগরে,
হাল ফেলি কোন্ দরিয়ায়;
কোন্ সে পাহাড়ে কাটি সুরঙ্গ
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই কুঠার-ঘায়।
সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি
আর খাল কাটি ভাই পথ বানাই;
স্বপ্নবাসরে বিরহিনী বাতি
মিছে সারারাত পথ চায়,
হায় সময় নাই!

নীল দিন

কত বৃষ্টি হয়ে গেছে,
কত ঝড় অন্ধকার মেঘ,
আকাশ কি সব মনে রাখে!
আমারও হৃদয় তাই
সব কিছু ভুলে গিয়ে
হ'ল আজি সুনীল উৎসব!

তুমি আছ, তুমি আছ
এ বিস্ময় সওয়া যায় না ক;
অরণ্য কাঁপিছে
মনে মনে নাম বলি
আকাশ চুইয়ে পড়ে
গলানো সোনার মত রোদ।

গলানো সোনার মত
রোদ পড়ে সব ভাবনায়;
সোনার পাখায়
গহন করিতে ওঠে
নীল বাতাসের শ্রোতে
রৌদ্রমত্ত পায়রার ঝাঁক!

এ নীল দিনের শেষে
হয়ত জমিয়া আছে
সূর্য্য-মোছা মেঘ রাশি রাশি
তবু আজ হৃদয়ের
ভরিয়া নিলাম পাত্র
এই নীল স্বপ্নের সুধায়।

হৃদয়ের কত পাকে
স্মরণ জড়ায়ে রাখে
মরণ শাসায়।
তবু মুহূর্ত্তের ভুল
ক্ষীণায়ু স্ফুলিঙ্গ তবু
অন্ধকারে হাসিয়া উঠুক।

শীতল শূন্যতা হতে
উল্কা আছে পৃথিবীর
নিষ্করুণ নিশ্বাসে জ্বলিতে;
ষ্টেপির দিগন্তে দেখি
আগু-পিছু তুষারের
মাজখানে ফুলের প্লাবন।

তোমার নয়ন হতে
আজিকার নীল দিন
জীবনের দিগন্তে ছড়ায়;
মিছে আজ হৃদয়েরে
স্মরণ জড়াতে চায়
মরণ শাসায়।

বুদ্ধদেব বসু ঃ

বন্দীর বন্দনা

প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ কারাগারে চিরন্তন বন্দী করি' রচেছো আমায়—
নির্ম্মম নির্ম্মাতা মম! এ কেবল অকারণ আনন্দ তোমার!
মনে করি মুক্ত হবো; মনে ভাবি, রহিতে দিবো না
মোর তরে এ-নিখিলে বন্ধনের চিহ্নমাত্র আর।
রুক্ষ দস্যুবেশে তাই হাস্যমুখে ভেসে যাই উচ্ছ্বসিত
স্বেচ্ছাচার-স্রোতে,

উপেক্ষিয়া চ'লে যাই সংসার-সমাজ-গড়া লক্ষ-লক্ষ ক্ষুদ্র কণ্টকের
নিষ্ঠুর আঘাত; দাসত্বের স্নেহের সন্তান
সংস্কারের বুকে হানি তীব্র তীক্ষ্ণ রূঢ় পরিহাস,
অবজ্ঞার কঠোর ভর্ৎসনা।
মনে ভাবি, মুক্তি বুঝি কাছে এলো—
বিশ্বের আকাশে বহে লাবণ্যের মৃত্যুহীন স্রোত।

তারপরে একদিন অকস্মাৎ বিস্ময়ে নেহারি—
কোথা মুক্তি?
সহজ অদৃশ্য বাধা নিশিদিন ঘিরে আছে মোরে,
যতই এড়ায়ে চলি, ততই জড়ায়ে ধরে পায়ে,
রোধ করে জীবনের গতি।
সে-বন্ধন চলে মোর সাথে-সাথে জীবনের নিত্য অভিসারে
সুন্দরের মন্দিরের পানে।
সে-বন্ধন মগ্ন করি' রেখেছে আমারে
অকণ্ঠ পঙ্কের মাঝে।

সে-বন্ধন লক্ষ-লক্ষ লাঞ্ছনার বীজাণুতে
কলুষিত করিয়াছে নিশ্বাসের বাতাস আমার—
লোহিত শোণিত মম নীল হ'য়ে গেছে সে বন্ধনে।
ক্ষণ-তরে নাহি মুক্তি; কর্ম্ম-মাঝে, মর্ম্ম-মাঝে মোর,
প্রতি স্বপ্নে, প্রতি জাগরণে,
প্রতি দিবসের লক্ষ্য বাসনা—আশায়
আমারে রেখেছো বেঁধে অভিশপ্ত, তপ্ত নাগপাশে
সৃজন-উষার আদি হ'তে—
উদাসীন স্রষ্টা মোর!
মুক্তি শুধু মরীচিকা—সুমধুর মিথ্যার স্বপন,
আপনার কাছে মোরে করিয়াছো বন্দী চিরন্তন।

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দ্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গার-কামনা
রমণী-মরণ-রণে পরাজয়-ভিক্ষা মাগে নিতি;—
তাদের মেটাতে হয় আত্ম-বঞ্চনার নিত্য ক্ষোভ।
আছে ক্রূর স্বার্থদৃষ্টি, আছে মূঢ় স্বার্থপর লোভ,
হিরন্ময় প্রেমপাত্রে হীন হিংসা-সর্প সুপ্ত আছে।
আনন্দনন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন,
জিঘাংসার কুটিল কুশ্রীতা।
সুন্দরের ধ্যান মোর এরা সব ক্ষণে-ক্ষণে ভেঙে দিয়ে যায়,
কাঁদায় আমারে সদা অপমানে ব্যথায়, লজ্জায়।
ভুলিয়া থাকিতে চাই;—ক্ষণ তরে ভুলে যাই ডুবে গিয়ে
লাবণ্য উচ্ছ্বাসে—

তবু হায় পারিনি ভুলিতে।
নিমেষে-নিমিষে ত্রুটি, পদে পদে স্খলন-পতন,
আপনারে ভুলে যাওয়া—সুন্দরের নিত্য অসম্মান।

বিশ্বস্রষ্টা, তুমি মোরে গড়েছো অক্ষম করি' যদি,
মোরে ক্ষমা করি' তব অপরাধ করিয়ো ক্ষালন।

জ্যোতির্ম্ময়, আজি মম জ্যোতিহীন বন্দীশালা হ'তে
বন্দনা সংগীত গাহি তব।
স্বর্গলোভ নাহি মোর, নাহি মোর পুণ্যের সঞ্চয়,
লাঞ্ছিত বাসনা দিয়া অর্ঘ্য তব রচি আমি আজি;
শাশ্বত সংগ্রামে মোর আহত বক্ষের যত রক্তাক্ত ক্ষতের বীভৎসতা,
হে চিরসুন্দর, মোর নমস্কার-সহ লহো আজি।

বিধাতা, জানো তুমি কী অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।
না হয় ডুবিয়া আছি কৃমিঘন পঙ্কের সাগরে,
গোপন অন্তর মম নিরন্তর সুধার তৃষ্ণায়
শুষ্ক হ'য়ে আছে তব।
না-হয় রেখেছো বেঁধে; তবু জেনো, শৃঙ্খলিত ক্ষুদ্র হস্ত মোর
উধাও আগ্রহভরে ঊর্দ্ধ্ব নভে উঠিবারে চায়
অসীমের নীলিমারে জড়াইতে ব্যগ্র আলিঙ্গনে।
মোর আঁখি রহে জাগি' নিস্তব্ধ নিশীথে,
আপন আসন পাতে নিদ্রাহীন নক্ষত্রসভায়,
স্বচ্ছ শুভ্র ছায়াপথে মায়ারথে ভ্র'মি ফেরে কভু
আবেশ-বিভ্রমে।
তুমি মোরে দিয়েছো কামনা, অন্ধকার অমা-রাত্রি-সম,
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্ন সুধা মম।
তাই মোর দেহ যবে ভিক্ষুকের মত ঘুরে মরে
ক্ষুধাজীর্ণ, বিশীর্ণ কঙ্কাল—
সমস্ত অন্তর মম সে-মুহূর্ত্তে গেয়ে ওঠে গান।
অনন্তের চির-বার্ত্তা নিয়া;

সে কেবল বার-বার অসীমের কাণে-কাণে একটি গোপনবাণী কহে
'তবু আমি ভালোবাসি, তবু আমি ভালোবাসি আজি!'
রক্তমাঝে মদ্যফেনা, সেথা মীনকেতনের উড়িছে কেতন,
শিরায়-শিরায় শত সরীসৃপ তোলে শিহরণ,
লোলুপ লালসা করে অন্যমনে রসনা লেহন।
তবু আমি অমৃতাভিলাষী!—
অমৃতের অন্বেষণে ভালোবাসি, শুধু ভালোবাসি,
ভালোবাসি আর কিছু নয়।
তুমি যারে সৃজিয়াছো, ওগো শিল্পী, সে তো নহি আমি,
সে তোমার দুঃস্বপ্ন দারুণ।
বিশ্বের মাধুর্য্য-রস তিলে-তিলে করিয়া চয়ন
আমারে রচেছি আমি;—তুমি কোথা ছিলে অচেতন
সে মহাসৃজন কালে—তুমি শুধু জানো সেই কথা।

মোর আপনারে আমি নবজন্ম করিয়াছি দান।
নিখিলের স্রষ্টা তুমি, তোমার উদ্দেশে আজি তাই,
মোর এই সৃষ্টিকার্য্য উৎসৃষ্ট করিনু সন্তর্পণে।
মোর এই নবসৃষ্টি—এ যে মূর্ত্ত বন্দনা তোমার,
অনাদির মিলিত সংগীত।
আমি কবি, এ-সংগীত রচিয়াছি উদ্দীপ্ত উল্লাসে,
এই গর্ব্ব মোর—
তোমার ত্রুটিরে আমি আপন সাধনা দিয়া করেছি শোধন,
এই গর্ব্ব মোর।
লাঞ্ছিত এ-বন্দী তাই বন্ধহীন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
বন্দনার ছদ্মনামে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ গেলো হানি'
তোমার সকাশে

———

শেষের রাত্রি

পৃথিবীর শেষ সীমা যেইখানে, চারিদিকে খালি আকাশ ফাঁকা,
আকাশের মুখে ঘুরে-ঘুরে যায় হাজার-হাজার তারার ঢাকা,
যোজনের পরে হাজার যোজন বিশাল আঁধারে পৃথিবী ঢাকা।
(তোমারি চুলের মতো ঘন কালো অন্ধকার ;:
তোমারি আঁখির তারকার মতো অন্ধকার ;
তবু চ'লে এসো ; মোর হাতে হাত দাও তোমার—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

বিশাল আকাশ বাসনার মতো পৃথিবীর মুখে এসেছে নেমে,
ক্লান্ত শিশুর মতন ঘুমায় ক্লান্ত সময় সহসা নেমে ;
দিগন্ত থেকে দূর দিগন্তে ধূসর পৃথিবী করিছে খাঁ-খাঁ।
(তোমারি প্রেমের মতন গহন অন্ধকার ;
প্রেমের অসীম বাসনার মতো অন্ধকার ;
তবু চ'লে এসো ; মোর হাতে হাত দাও তোমার—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

নেমেছে হাজার আঁধার রজনী, তিমির তোরণে চাঁদের চূড়া,
হাজার চাঁদের চূড়া ভেঙে-ভেঙে হয়েছে ধূসর স্মৃতির গুঁড়া।
চলো চিরকাল জ্বলে যেথা চাঁদ, চির-আঁধারে আড়ালে বাঁকা
(তোমারি চুলের বন্যার মতো অন্ধকার।
তোমারি চোখের বাসনার মতো অন্ধকার।
তবু চ'লে এসো, মোর হাতে হাত দাও তোমার,
কঙ্কা, শঙ্কা, কোরো না।)

এসেছিলো যত রূপকথা-রাত ঝরেছে হলদে পাতার মতো,
পাতার মতন পীত স্মৃতিগুলি যেন এলোমেলো প্রেতের মতো।
—রাতের আঁধারে সাপের মতন আঁকাবাঁকা কত কুটিল শাখা।

(এসো চ'লে এসো ; সেখানে সময় সীমানাহীন,
হঠাৎ-ব্যথায় নয় দ্বিখণ্ড রাত্রিদিন ;
সেখানে মোদের প্রেমের সময় সময়হীন,
কঙ্কা, শঙ্কা করো না।)

অনেক ধূসর স্মরণের ভারে এখানে জীবন ধূসরতম,
ঢালো উজ্জ্বল বিশাল বন্যা তীব্র তোমার কেশের তমো,
আদিম রাতের বেণীতে জড়ানো মরণের মতো এ-আঁকা বাঁকা
(ঝড় তুলে দাও, জাগাও হাওয়ার ভরা জোয়ার,
পৃথিবী ছাড়ায়ে, সময় মাড়ায়ে যাবো এবার,
তোমার চুলের ঝড়ের আমরা ঘোড়সওয়ার—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

যেখানে জ্বলিছে আঁধার-জোয়ারে জোনাকির মতো তারকা-কণা,
হাজার চাঁদের পরিক্রমণে দিগন্তে ভ'রে উন্মাদনা !
কোটি সূর্য্যের জ্যোতির নৃত্যে আহত সময় ঝাপতে পাখা
(কোটি-কোটি মৃত সূর্য্যের মতো অন্ধকার
তোমার আমার সময়-চিহ্ন বিরহ-ভার ;
এসো চলে এসো ; মোর হাতে হাত দাও তোমার
কঙ্কা, শঙ্কা করো না।)

তোমার চুলের মনোহীন তমো আকাশে-আকাশে চলেছে উড়ে
আদিম রাতের আঁধার বেণীতে জড়ানো মরণ-পুঞ্জে ফুঁড়ে,—
সময় ছাড়ায়ে, মরণ মাড়ায়ে—বিদ্যুৎময় দীপ্ত ফাঁকা।
(এসো চ'লে এসো, যেখানে সময় সীমানাহীন,
সময় চিহ্ন বিরহে কাঁপে না রাত্রি দিন
সেখানে মোদের প্রেমের সময় সময়হীন
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)